দরুণ শিশুর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় ও তাহার শরীর শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; কাশিতে কাশিতে বমনোদ্বেগ বা শ্লেষ্মা বমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যালি বাইক্রমিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। অত্যন্ত প্রবল ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট কাশি যাহা কয়েক মিনিট অবস্থিতি করে এবং কাশির সময় বমনোদ্বেগ হয়; শ্বাসরোধক কাশি ও চক্‌চকে শ্লেষ্মা নির্গমন যাহা টানিলে রসির ন্যায় আকার ধারণ করে; বায়ুনল ও বায়ু উপনলে জ্বালাযুক্ত বেদনা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ ডাঃ। হয় দিবাতেই কাশির উদ্রেক হয়, নতুবা কেবল রাত্রিতেই কাশির উদ্রেক হয়; কাশির ২টী আক্রমণ উপর্য্যোপরি হইয়া কতকক্ষণের জন্য কাশির সম্পূর্ণ বিরাম হয় এবং তৎপর কাশির অপর ২টী উপর্য্যোপরি আক্রমণ হইয়া থাকে; বমনের সময় রোগীর নাক মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হয়; রাত্রিযোগে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় ও স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। কঠিন শুষ্ক কাশি প্রাতে যাহার বৃদ্ধি হয়; শিশুর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তাহার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় ও নাক মুখ দিয়া রক্তস্রাব হয়; কাঠবমি, বমন ও কোষ্ঠ বদ্ধ; কাশির আক্রমণের সময় নাভি প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার নাভি প্রদেশ ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইবে; কফ্ মিক্‌চার ইত্যাদি ঔষধ সেবনের পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগের প্রথম হইতে কাশি ও গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন; বারম্বার শ্লেষ্মা বা উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; উদরাময়, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে; উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ ও বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাঘোরা; শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ও যে সকল রোগী সামান্য কারণেই কাঁদে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। কাশির আক্রমণের কতকক্ষণ পূর্ব্বেই রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; আহার বা পানের পর অথবা বিছানায় কতকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকার পর কাশির আক্রমণ; ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট কাশি; বায়ুনল শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া অনুভূত

হয়, কিন্তু কাশিলে একেবারেই শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; বমনোদ্বেগ এবং অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন; কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়; নিদ্রাবেশ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্, ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। আক্ষেপিক কাশি ও কাশিতে কাশিতে রোগী ফাঁপড় হয় ও তাহার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়; প্রত্যেক বার কাশির আক্রমণের পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার কপালে শীতল ঘর্ম্ম বাহির হয; কঠিন তল্‌তলে তরল শ্লেষ্মা বমন ও অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্রত্যাগ; উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলে অথবা শীতল জলপান করিলে কাশির উদ্রেক হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

আম্ব্রা গ্রিসিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। থাকিয়া থাকিয়া গভীর শব্দযুক্ত প্রবল কাশি, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; বুকে আঁটাবোধ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন; গলা দিয়া অধিক পরিমাণে কঠিন, অথবা হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ ৬ বা ৩০ ডাঃ। অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল কাশি যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার শরীর শক্ত হইয়া আক্ষেপ (Convulsions) হয়, শ্লেষ্মার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে বুকে আঁটা-বোধ হইয়া রোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় এবং তৎপর বমনের দরুণ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক চিকিৎ-সক এই ঔষধের ৩ ক্রমের গুঁড়া ও $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{২}$ বা ১ গ্রেইণ মাত্রায ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাক্তার বেযার (Dr Bæhr) বলেন যে, কোন প্রকার উপসর্গ না থাকিলে এই ঔষধেই রোগ সারিয়া যায। ডাক্তার হার্টম্যান্ (Dr. Hartmann) কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাশির আক্রমণের আভ্য-ন্তরিক কালে বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ী বর্ত্তমান থাকিলে, তাঁহার মতে কুপ্রা মের সঙ্গে আন্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কোরেলিয়াম্ রুব্রাম্ ১, ২ বা ৩ ডাঃ। কাশি এত প্রবল আক্ষেপিক আকার ধারণ করে যে উহার দরুণ শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মুখমণ্ডল বেগুনী বা কালবর্ণ হয; সে কিছুই আহার বা পান করে না অথবা সামান্য আহার বা পান করে; আক্ষেপিক কাশি;

রোগীর মনে হয় যেন তাহার মাথা বড় হইয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ড্রসিরা ১ বা ৩ ডাঃ। অত্যন্ত প্রবল কাশির আক্রমণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং জ্বর; অত্যন্ত প্রবল আক্ষেপিক কাশি যাহার দরুণ রোগী ফাঁপড হওয়ার উপক্রম হয়; রাত্রি দুই প্রহরের পর কাশির বৃদ্ধি, উদরস্থ আহার দ্রব্য বা শ্লেষ্মা বমন এবং গলা বা নাক দিয়া রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোকও এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

স্কুইলা ১ বা ৩ ডাঃ। কাশির সময় হাঁচি হয়, নাক দিয়া, চক্ষু দিয়া জল পড়ে; কাশির সময় সর্ব্বদা নাক, মুখ এবং চক্ষু রগ্ড়ান (কচ্লান); ঠাণ্ডা জলীয় দ্রব্য উদরস্থ হইয়া এবং শারীরিক পরিশ্রমে কাশির উদ্রেক হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের প্রথমাবস্থায় প্রতিদিন ঔষধের ৩।৪ মাত্রা সেব্য। রোগের আক্ষেপিক অবস্থায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক এক মাত্রা ব্যবস্থা। রোগের হ্রাসাবস্থায় প্রতিদিন ১।২।৩ মাত্রা ঔষধই যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীর আহার দ্রব্যাদি অত্যন্ত লঘুপক্ক হওয়া আবশ্যক। রোগীকে কোন প্রকার উত্তেজক আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করিতে দিবে না এবং যাহাতে রোগীর কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

বায়ু উপনল-প্রদাহ

(BRONCHITIS,—INFLAMMATION OF THE BRONICHIA.)

ইহাতে বায়ু উপনলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়। বায়ু উপনল প্রদাহ দুই প্রকার,—(১) তরুণ এবং (২) পুরাতন বায়ুউপনল প্রদাহ। (১) তরুণ বায়ু উপনল প্রদাহে বারম্বার শীত বোধ, জ্বরের উত্তেজনা, যাহার দরুণ শরীরের সন্তাপ ৯৯° হইতে ১০২° ফারণহীট ডিগ্রীর অধিক প্রায়ই হইতে দেখা যায় না; স্বরভঙ্গ, বায়ু উপনলের মধ্যে সুড় সুড়ী; নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভব; বারম্বার কষ্টদায়ক কাশি, যাহা প্রথমতঃ শুষ্ক থাকে অথবা অল্প পরিমাণে ফেণাযুক্ত চট্-

চটিয়া শাদা শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং তৎপর প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা অথবা রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা গলা দিয়া নির্গত হয়। রোগ যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে শ্বাস কষ্টাদিও বৃদ্ধি পায়; বুকে আঁটা ও সঙ্কোচন অনুভূত হয় এবং কাশিবার সময় ফুস্ফুসের উপরিভাগে বেদনা এবং টাটানির উদ্রেক হয়। নাড়ী দ্রুতগামী এবং অনেক সময় দুর্ব্বল হয়; জিহ্বা ময়লা এবং ফারযুক্ত (furred) হয়; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা মাটী মাটী করা, বমন এবং মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। বুকে কাণ দিয়া শুনিলে বায়ু-নলের শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ প্রণালী দিয়া বাতাস প্রবেশ করায় ঘড়্ ঘড়্, সাঁই সাঁই শব্দ শুনা যায়। এই অবস্থায় রোগের কোন প্রতিকার না করিলে শ্বাস কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; মুখ মণ্ডল স্ফীত ও নীলের আভাযুক্ত হয়; শরীর শীতল চট্ চটিয়া ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত হয় এবং অবসন্ন হইয়া অথবা শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। যদি কেবল বৃহৎ ও মধ্যমাকারের বায়ু উপনল গুলি প্রদাহযুক্ত হয়, তবে রোগের লক্ষণাদি প্রায়ই প্রবল আকার ধারণ করে না এবং উহাতে মৃত্যু সংখ্যাও অতি কম হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদায় বায়ু উপনল গুলি বা কৈশিক উপনল গুলি প্রদাহযুক্ত (Capillary Bronchitis) হইলে রোগ প্রায়ই সাংঘাতিক আকার ধারণ করে এবং তাহা হইলে মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত প্রকারের বায়ু উপনল প্রদাহ শৈশবাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থায়ই অধিক ঘটিয়া থাকে, যুবা বয়সে ইহা ঘটিতে কদাচিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে শ্বাসরোধ হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ভয়ানক শ্বাস কষ্ট হইয়া থাকে, অনবরত কাশি থাকে এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির ভাবে থাকে। নিশ্বাস ভালরূপে ফেলিবার প্রয়াসে রোগী ঘাড় পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া রাখে বা বিছানায় সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয়; মূত্র লালবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প হয় এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ও উহাতে আল্‌বুমেন থাকে; ঘর্ম্ম চট্‌চটিয়া আঠা হয়; নাড়ী নিয়মিত গতি বিশিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু উহা অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং প্রতি মিনিটে ১২০ হইতে ১৫০ বার ও স্পন্দন করে। দুর্ব্বলতা বা বলক্ষয় শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং পা ও পায়ের পাতায় শোথও হইতে পারে। রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে নিদ্রালুতা, চুপে চুপে বীড়্ বীড়্ করিয়া প্রলাপ বলা (Muttering Delirium),. অচেতনতা (Coma) ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। শিশু ও অল্প বয়স্ক

বালক বালিকাগণও এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের বায়ু উপনল প্রদাহে জ্বর ভাব, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, শুষ্ক স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাশি, নিশ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া, অস্থিরতা ইত্যাদি সামান্য সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া রোগ আরম্ভ হয়। কাশিবার সময় বুকে বেদনা হওয়ার দরুণ কাশির উদ্রেক হইলে শিশু যতক্ষণ পারে বুক চাপিয়া রাখে এবং চাপিয়া রাখিতে না পারিলে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং কাশিতে আরম্ভ করে। শিশু মাতৃ স্তন দুগ্ধ পান করিতে কষ্ট অনুভব করে; সে স্তনের বোঁটা ধরিয়া পুনরায় ছাড়িয়া দেয় এবং মাথা পশ্চাৎ দিকে ঘুরাইয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। রোগ যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয়, উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মাদ্বারা বায়ুনল রুদ্ধ হয় এবং শিশু শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে না পারার দরুণ শ্বাসরোধ হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ বয়সে বায়ুনল প্রদাহে বিকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; রোগীর নিদ্রাবল্য হয় এবং সে প্রলাপ বলে; জিহ্বা কটাবর্ণ ও শুষ্ক; নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুতগামী; শরীর প্রচুর ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত হয়; বায়ুউপনলে ঘড় ঘড় শব্দ হয়; রোগী কাশিয়া শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না এবং এই সকল লক্ষণের পর ফাঁপড বা শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। (২) বায়ু উপনলের পুরাতন প্রদাহ। ইহা প্রায়ই সচরাচর ঘটিয়া থাকে। ইহা তরুণ বায়ুনল প্রদাহের এক পরবর্ত্তী পীড়ার মধ্যে পরিগণিত বলিলেও বলা যাইতে পারে। অথবা বায়ুনলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আস্তে আস্তে ও গুপ্ত ভাবে প্রদাহযুক্ত হইয়াও ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। যদি তরুণ আক্রমণের পর বায়ু উপনলের পুরাতন প্রদাহ হয়, তবে রোগ আরাম হওয়ার পরও কাশি এবং স্বরভঙ্গ থাকে এবং কাশিলে গলা দিয়া স্বচ্ছ শাদা চটচটিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাস কষ্ট হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় ও সামান্য কারণেই তাহার সর্দ্দি লাগে। রোগ অনেক দিন স্থায়ী হইলে স্বরভঙ্গ প্রায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, এবং শুষ্ক ও গভীর কষ্ট দায়ক কাশি উৎপন্ন হয়। কখন কখন আবার বায়ু উপনলের মধ্যে ক্ষত হইয়া গলা দিয়া শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত নির্গত হইলে যক্ষ্মাকাশের লক্ষণের ন্যায় অনেক গুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। যদি উভয় ফুস্ফুসের বায়ু উপনল আক্রান্ত হয়, তবে রোগ যক্ষ্মাকাশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। কিন্তু কেবল-এক দিকের ফুস্ফুসের বায়ু উপনল আক্রান্ত হইলে রোগ যক্ষ্মাকাশে পরিণত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

দর্শন (Inspection) উপায় দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহায়কারী পেশী গুলিকে স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আন্দোলিত এবং প্রশ্বাস অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। শ্বাস কষ্ট অধিক হইলে নিশ্বাসে কণ্ঠাস্থি (Clavicles) এবং বক্ষাস্থির (Sternum) উপরিভাগের গর্ত্তের ন্যায় স্থান, পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান, এবং শিশুগণের নিম্নাংশের পাঁজরা ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। বায়ু উপনলের তরুণ প্রদাহের (Acute Bronchitis) প্রথমাবস্থায় শ্রবণ উপায় (Auscultation) দ্বারা সাধারণতঃ দুইটী শুষ্ক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। উক্ত শব্দ দুইটীকে রঙ্কাশ এবং সিবিলাশ(Rhonchus and Sibilus) বলে। রঙ্কাশ শব্দে শ্লেষ্মার প্রবল ঘড়ঘড়ী বা শুষ্ক সাঁই সাঁই ফোঁস ফোঁস শব্দ বুঝায়। ইহা দ্বারা বৃহৎ বায়ু উপনল গুলি আক্রান্ত বুঝায়। সিবিলাস্ শব্দে রঙ্কাশ অপেক্ষা মৃদু শব্দ বিশিষ্ট শুষ্ক ঘড়্ঘড়ী বা সাঁই সাঁই ফোঁস্ ফোঁস শব্দ বুঝায়। এই শব্দ দ্বারা ক্ষুদ্র বায়ু উপনল আক্রান্ত হওয়া বুঝায়। বায়ু উপনলের শ্লৈষ্মিক যোজক ঝিল্লী গুলি শুষ্ক এবং স্ফীত হওয়ার দরুণ বায়ু উপনল গুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা অপ্রশস্ত হওয়ায় উক্ত দুইটী শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রঙ্কাশ শব্দ শুনিতে পাইলে আমরা বিশেষ চিন্তিত না হইলেও না হইতে পারি, কারণ, উহা দ্বারা কেবল বৃহৎ বায়ু উপনল গুলি আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ বুঝায়। পক্ষান্তরে সিবিলাস শব্দ শুনিতে পাইলে আমাদিগের বিশেষ চিন্তিত হইতে হয়, বিশেষতঃ উহার সঙ্গে যদি বায়ু উপনলে বায়ু প্রবেশ না করার চিহ্ন পাওয়া যায়; কারণ, উহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু উপনল গুলি আক্রান্ত হওয়া বুঝায় এবং তাহা হইলে রোগীর প্রাণের আশা অতি কম থাকে। রোগ যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে, প্রদাহযুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে আঁটাল, স্বচ্ছ, আঠা পদার্থ সঞ্চিত হইয়া নির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থাকে রোগের প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা বলে। এই অবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত দুই শব্দের একবারে বিপরীত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই দুইটী শব্দকে লার্জ্জ ক্রিপিটেশন এবং স্মল ক্রিপিটেশন(Large and Small Crepetations) বলে। ক্রিপিটেশন শব্দে বায়ু উপনলস্থিত শ্লেষ্মার আর্দ্র ঘড়্ঘড়ী বা সাঁই সাঁই শব্দ বুঝায়। বৃহৎ বায়ু উপনলের এই শব্দকে লার্জ্জ ক্রিপিটেশন এবং ক্ষুদ্র বায়ুনলে হইলে স্মল ক্রিপিটেশন বলে। এই শব্দগুলিকে আর্দ্র শব্দ বা ময়েষ্ট সাউণ্ডস্ ও (Moist Sounds) বলে। এই অবস্থায় বায়ু উপনলের মধ্যস্থিত শ্লেষ্মার মধ্য দিয়া বায়ু প্রবেশ করার দরুণ এক প্রকারের বায়ু বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হইয়া ফাটিতে থাকে।

বায়ুউপনলের বৃহৎ শাখা গুলির মধ্যে এরূপ ঘটিলে লার্জ্জ ক্রিপিটেশন উৎপন্ন হয়. এবং ক্ষুদ্র শাখায় উৎপন্ন হইলে স্মল ক্রিপিটেশন্ উৎপন্ন হয়। অতএব বৃহৎ বায়ুউপনল আক্রান্ত হইলে আমরা রঙ্কাশ এবং লার্জ্জ ক্রিপিটেশন, শুষ্ক এবং আদ্র শব্দ শুনিতে পাই এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা গুলি আক্রান্ত হইলে সিবিলাস এবং স্মল ক্রিপিটেশন শুনিতে পাইয়া থাকি। ফুস্ফুস প্রদাহ বা নিউমোনিয়াতে যেরূপ স্মল ক্রিপিটেশন পাওয়া যায়, ব্রঙ্কাইটিসে কিন্তু সেরূপ স্মল ক্রিপিটেশন শুনিতে পাওয়া যায় না। বক্ষেব আক্রান্ত অংশে প্রতিঘাত বা পার্কাশন (Percussion) দ্বারা স্বাভাবিক রিজনেন্সে (Resonance) কোন বিশেষ ব্যতীক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ফুস্ফুস প্রদাহে প্রতিঘাতে বক্ষের আক্রান্ত অংশের উপর ডাল্নেস্ (Dullness) পাওয়া যায়। কিন্তু ফুস্ফুস গুলির প্রখর এম্ফিসিমা (Emphysematous) হইলে রিজনেন্সের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ফুস্ফুসের বিজনেন্স্ হৃৎপ্রদেশে শুনিতে পাওয়া যায়, যদিচ উক্ত প্রদেশের শব্দ স্বভাবতঃ ডাল হউক। কিন্তু বায়ুউপনলের বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত গ্রন্থির চাপ বায়ুউপনলে পড়িয়া বা বায়ুউপনলেব মধ্যে যে আঠা শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় তদ্দ্বারা উহাব কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিলে ফুস্ফুসেব কোন কোন অংশের হ্রাস বা কোলাপ্স্ (Collapse) হইলে বক্ষের পার্কাশন নোট বা শব্দ ডাল্ (Dull) হইয়া থাকে।

শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণেব বায়ুউপনল প্রদাহযুক্ত হইলে আমাদিগের দুইটী ভয়ের আশঙ্কা থাকে। (১) পাল্মুনেরী কোলাপ্স্ (Pulmonary Collapse), (২) ক্যাপিলেরি ব্রঙ্কাইটিস্ (Capillary Bronchitis)। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ক্ষুদ্র বায়ুউপনল সঞ্চিত প্রচুর পরিমাণে আঁটাল শ্লেষ্মা গুলি রোগী তুলিয়া ফেলিতে পারে না। অতএব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু উপনল গুলি রুদ্ধ হইয়া পাল্মুনেরি কোলাপস্ হয়। এরূপ ঘটিলে শ্বাস কষ্ট বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জ্বর নাও থাকিতে পারে। এই প্রকারের বিকৃতাবস্থা অধিক বিস্তৃতাকারের হইলে, বক্ষের আক্রান্ত অংশেব যে স্থানে পূর্ব্বে প্রতিঘাত দ্বারা রিজনেন্স্ পাওয়া যাইত, সেই পরিবর্ত্তে উক্ত স্থানে এইক্ষণ ডাল্নেস্ হয় এবং বায়ুউপনলীয় নিশ্বাস প্রশ্বাস (Bronchial Respiration) দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাকে অনেক চিকিৎসক ফুস্ফুস প্রদাহ বা নিউমোনিয়া মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া কুচিকিৎসা দ্বারা অনেক রোগীর সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। ক্যাপিলেবি ব্রঙ্কাইটিস্ যে কেবল বৃহৎ বায়ু উপনলেব প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া থাকে এরূপ বলা যাইতে পাবে না। ইহা স্বাধীন

ভাবেও অনেকের হইতে পারে। ইহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন হয়, এমন কি রোগী প্রতি মিনিটে ৩০।৪০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে; অনবরত কাশি থাকে; রোগীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত উদ্বেগযুক্ত ও আরক্ত হয়; চক্ষে ভারি বোধ হয় এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ আরক্ত হয়; রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহার নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং দ্রুতগতিবিশিষ্ট হয়। এই অবস্থা অনেক সময় নিউমোনিয়া বলিয়া ভ্রম হয়, কারণ, ইহার লক্ষণের সঙ্গে নিউমোনিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে, অথচ এ অবস্থায় রোগী যেরূপ অস্থির হইয়া পড়ে তাহাতে তাহার বক্ষ পরীক্ষা করাও সুকঠিন। যদি বক্ষ পরিক্ষা করা সম্ভবে, তবে প্রতিঘাতে বক্ষের উপর স্বাভাবিক পরিমাণ রিজনেন্স্ পাওয়া যায়। শ্রবণ দ্বারা বক্ষ পরীক্ষা করিলে রেস্পাইরেটারি মার মার(Respiratory Murmur) শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে এক সাব্‌ক্রিপিটেণ্ট্ রাল্ (Subcrepetant Rale) শুনিতে পাওয়া যায়। (এস্থলে ইহা বলা উচিত যে শিশুগণের রেস্পাইরেটারি মার মার অত্যন্ত স্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যায়।) এই আর্দ্র শব্দটী নিউমোনিয়ার স্মল ক্রিপিটেশন অপেক্ষাও বৃহৎ, অথচ সামান্য বায়ু উপনল প্রদাহের লার্জ্জ ক্রিপিটেশন অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ইহাতে অনেক সময় রঙ্কাশ এবং সিবিলাশ ও শুনিতে পাওয়া যায়। ফুস্ফুসের পশ্চাৎ এবং নিম্ন প্রদেশেই এই শব্দগুলি ভাল রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। রোগ অপেক্ষাকৃত কম সাংঘাতিক হইলে উক্ত শব্দ গুলির পরিবর্ত্তে ক্রমে ক্রমে লার্জ্জ ক্রিপিটেশন এবং বেসিকিউলার মার মার (Vesicular Murmur) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং রোগের অন্যান্য লক্ষণ গুলিও কমিয়া আইসে। পক্ষান্তরে রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিলে, রোগীর মুখমণ্ডল মলিন বা নীলের আভাযুক্ত হয়, কাশি শ্বাস রোধক হয়, শ্বাস কষ্ট অধিকতর হয় এবং অত্যন্ত নিদ্রাবল্য হয়। ইহার পর কষ্ট যন্ত্রণাদি হ্রাসাবস্থায় থাকিয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

কারণ। বহির্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকা; ক্ষুদ্র সন্ধি বাত বা গাউট্ (Gout); বৃহৎ সন্ধি বাত (Rheumatism); হৃৎপিণ্ড এবং মূত্র কোষের অসুখ ইত্যাদি বায়ু উপনল প্রদাহের কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুবা বয়স অপেক্ষা শৈশবাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থায় ইহা রোগীকে অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেক কাল ধরিয়া হিম ঠাণ্ডা লাগা; উষ্ণ স্থান হইতে হঠাৎ শীতল স্থানে যাওয়া এবং

শীতল স্থান হইতে হঠাৎ উষ্ণ স্থানে যাওয়া; ধূলা বা কয়লার গুঁড়া ইত্যাদি নিশ্বাস দ্বারা টানা; কম বা অনুপযুক্ত কাপড় পরিয়া বাতাসে বেড়ান। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, বক্তৃতা করা বা গান করার পর গ্রীবা ও গলার মধ্যে হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসাদি লাগা ইত্যাদি বায়ুউপনল প্রদাহের কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

যাঁহারা বক্ষ পরীক্ষা করিয়া রোগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে স্বক্ষম, তাঁহাদিগেরই এই রোগের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করা উচিত। নতুবা বিপদ ঘটা আশ্চর্য্য নহে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহারেও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

একোনাইট রাডিক্স্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। তরুণ বায়ুউপনল প্রদাহের প্রথমাবস্থায় শীত বোধ ও জ্বর; শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ এবং অত্যন্ত অস্থিরতা; ঘন ঘন শুষ্ক কাশি ও বায়ুউপনলের উপবিভাগে সর্ব্বদা সুড়্ সুড়ী; মনের উদ্বেগ, ভয় ও স্নায়বিক উত্তেজনা; শুষ্ক শীতল বাতাস লাগিয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস্ মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। মোচড়াইলে যেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ টাটানি; কাশি, শয়ন করিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলে যাহার অধিক উদ্রেক হয়; গলার মধ্যে পরিষ্কার কঠিন তল্‌তলে রসির ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদা গলা খেঁকুর দিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। শুষ্ক খুশ্‌খুশে কাশি ও ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ টাটানি, অথবা তরল কাশি ও রক্ত চিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মার সঞ্চার যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; শ্বাসকষ্ট, যাহার দরুণ রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না; অস্থিরতা, বলক্ষয় ও মৃত্যুভয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখমণ্ডল আরক্ত, টল্‌টলে এবং চক্ষু লালবর্ণ; মাথায় পূর্ণ বোধ বা বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; চর্ম্ম উষ্ণ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম; আক্ষেপিক

কাশি যাহার দরুণ রোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারে না; প্রত্যেকবার কাশির পর শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না; ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্ট দায়ক যাহার দরুণ রোগী শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়; শুষ্ক কাশি ও বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; প্রাতে প্রবল কাশি ও কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা নির্গমন; কাশিবার সময় মাথা ও বুক ফাটিয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয়, রোগী স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অনিবার্য্য স্বরভঙ্গ, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়; কয়লার আগুনে পুড়িলে যেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ জ্বালানুভব; প্রবল কাশি ও গলা দিয়া হরিদ্রা বর্ণের পূঁয নির্গমন; দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; রোগী বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে চাহে এবং তাহার গায় সর্ব্বদা বাতাস দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষন।

কষ্টিকাম্ ৬ বা ৩০ ডাঃ। স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; ঘন ঘন খুশ্‌খুশে কাশি এবং গলার মধ্যে জ্বালা; কাশিবার সময় উরুর উপর বেদনা ও অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ; স্বরশূন্যতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। বায়ুনলে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ীর দরুণ স্বরভঙ্গ ও কাশি ও যে স্থান হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয় সে স্থানে টাটানি; ছাল উঠিলে যেরূপ হয়, বায়ুনলের উপরিভাগে সেরূপ অনুভূত হয়; অথবা গলায় সুড়্‌সুড়ীর দরুণ শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে, এমন কি, নিদ্রাবস্থায়ও কাশির উদ্রেক হয়, এক গাল লাল ও অপর গাল শিটা বা মলিন; রোগী অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা খিট্‌খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা

হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ৬ ডাঃ। স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাশি এবং গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়া ও শ্বাসরোধক কাশি যাহা রাত্রি দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টজনক ও উহাতে সাঁই

সাঁই শব্দ হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে রোগীর নিশ্বাস বন্ধ হওয়ায় উপক্রম হয়, শীতল পশ্চিমা বাতাস গায় লাগিয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। বায়ুনলের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ বা শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়ী, শ্বাসরোধক কাশি ও শ্বাসকষ্ট, বুকের মধ্যে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; অত্যন্ত বমনোদ্বেগ এবং শ্লেষ্মা বমন ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শিশুগণের বায়ু-উপনল প্রদাহে এই ঔষধের ১২ ডাঃ বিশেষ উপকারী।

ক্যালি বাইক্রমিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বায়ুনল ও বায়ু-উপনলের মধ্যে জ্বালাযুক্ত বেদনা; কাশি এবং কঠিন ও তল্তলে রসির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। স্বরভঙ্গ ও স্বর মৃদু এবং গলার মধ্যের সঙ্কোচন; ঘন ঘন খুশ্খুশে কাশি, গলার মধ্যে সুড়্সুড়ীর দরুণ যাহার উদ্রেক হয়; হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মার সঞ্চার যাহা অতি কষ্টে গলা দিয়া নির্গত হয়; স্পর্শনে ল্যারিংস্ ও গলার মধ্যে বেদনার উদ্রেক; গলা বা বুকের উপর চাপ পড়িলে প্রবল কাশির উদ্রেক হয়; ঘুমের পর ও অপরাহ্নে প্রায়ই কাশির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। স্বরভঙ্গ ও গলার মধ্যে বেদনা; সমুদয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্লেষ্মা, থক্থক্ করিয়া প্রবল কাশি, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ও বুক ফাটিয়া যাইবে; একবার শীত বোধ, আবার গরম বোধ; ডাইন পাশে শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু উহার দরুণ রোগী কোনও উপশম অনুভব করে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বায়ুনলের উপরিভাগে খুশখুশী ও জ্বালার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; রাত্রি দুই প্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শুষ্ক কাশি; কাশি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রবল শিরঃপীড়া যাহার দরুণ রোগী মনে করে তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয়, জ্বর, কিন্তু সামান্য নড়া চড়াতেই শীত বোধ, শেষ রাত্রিতে ৪ টার

সময় কাশির বৃদ্ধি ; কোষ্ঠ বদ্ধ অভ্যস্ত ; কফ মিক্‌চার পানের পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ফস্ফরাস ৬ ডাঃ। সম্পূর্ণ স্বরশূন্যতা, বায়ুনলের উপবিভাগ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হওয়ার দরুণ রোগী কথা বলিতে পারে না ; বুকে আঁটা বোধ ; কাশি ও গলা দিয়া মলিন লাল বা মরিচার রঙ্গ বিশিষ্ট ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (Rusty Sputa); অত্যন্ত প্রবল ও অবসন্নকারক কাশি যাহার বিষয় স্মরণ হইলে রোগীর ভয়ের উদ্রেক হয়, পেটের মধ্যে খালি ও দুর্ব্বল বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। গলার মধ্যে চড়্‌চড়্ করা ও শুষ্কানুভব ; রাত্রিতে শুষ্ক কাশি, সোজা হইয়া বসিয়া থাকিলে যাহা থাকে না ; তরল কাশি ও প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা বা সবুজের আভাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন ; উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ ; চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, কখন পিপাসা থাকে, কখন বা পিপাসা একবারেই থাকে না ; শান্ত প্রকৃতি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

রাস্‌টক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বক্ষাস্থির ঠিক মধ্য ভাগে সুড়্‌সুড়ীর দরুণ কাশির উদ্রেক হয় এবং হাসিলে বা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে কাশির বৃদ্ধি হয় ; হাতের মধ্যে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা, বিশ্রামে বা স্থির ভাবে থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; রাত্রিযোগে, বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর, বেদনাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

স্পঞ্জিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। বায়ুনলের উপবিভাগ অত্যন্ত শুষ্ক এবং স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট, গভীর, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত কাশি যাহা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি পায়, নিশ্বাস প্রশ্বাস করাতে কাঠ কাটার ন্যায় শব্দ হয় ; কথা বলিতে বলিতে বা উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে স্বর মধ্যে মধ্যে লুপ্ত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম বা ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়াও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। স্বরভঙ্গ ও স্বরশূন্যতা ; কোন পদার্থ হামা দিয়া সুড়্ সুড়্ করিয়া যাইতেছে বায়ুনলের উপবিভাগের মধ্যে এরূপ অনুভূত হয় ; তরল কাশি ও গলা দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন ও বুকে টাটানি ও সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা যাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বুকের বামপার্শ্বে বেদনা ; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া বারম্বার অবসন্ন হইয়া

পড়ে; প্রায় সকল সময়েই বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। রোগ পুরাতন হইলে এবং রোগী যদি কৃশাঙ্গবিশিষ্ট হয় ও সর্ব্বদা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে, তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বায়ু-উপনলের মধ্যে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার ও অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট; কাশিবার সময় বোধ হয় যেন অনেক শ্লেষ্মা নির্গত হইবে, কিন্তু শ্লেষ্মা একবারেই নির্গত হয় না; বমনোদ্বেগ ও অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন; বুকে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শিশুগণের বায়ু উপনল প্রদাহে এই ঔষধের ১২ ডাঃ বিশেষ উপকারী।

বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। শুষ্ক গভীর শব্দ বিশিষ্ট কাশি, কাশির উক্ত গভীর শব্দ যেন বায়ুনলের নিম্নভাগ অথবা পেটের মধ্য হইতে উৎপন্ন হয়; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা একবারেই উঠে না; বমন, উদরাময় এবং অত্যন্ত বলক্ষয় এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। তরুণ রোগে অবস্থানুসারে ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। রোগ পুরাতন হইলে প্রতিদিন প্রাতে এক মাত্রা ও রাত্রিতে ১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। তরুণ রোগে আহার দ্রব্যাদি লঘু পক্ক হওয়া উচিত। আরারুট, সাগু অথবা কতক পরিমাণে টাট্‌কা দুধ ইত্যাদি লঘু আহার বা পানীয় মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন বায়ুউপনল প্রদাহে আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি পুষ্টিকর ও সহজে পরিপাক পায় এরূপ হওয়া আবশ্যক। সুপক্ক ফলাদি মন্দ নহে। তরকারিও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মাছ, মাংসাদি অতি কম পরিমাণে ব্যবহার্য্য। টাট্‌কা দুধ উৎকৃষ্ট পথ্য মধ্যে পরিগণিত।

বহুব্যাপক সর্দ্দী বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (INFLUENZA.)

১৭০০ খ্রীঃ ইটালী দেশে এই রোগকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছিল। কারণ, নক্ষত্রের পরাক্রমে বা নক্ষত্র দোষে এই রোগ হয় বলিয়া তখনকার ও তথাকার লোকেরা অনুমান করিতেন। এই রোগের উক্ত

নাম এইক্ষণ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে ও আমেরিকায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসী দেশে ইহাকে লা গ্রিপি ("La Grippe") বলে। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে এই রোগ কখনও হইয়াছে বলিয়া কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না বা কাহারো মুখেও এতকাল শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বিগত ইং ১৮৯০ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এই রোগ বোম্বাই নগরে প্রথম আরম্ভ হয় বলিয়া সাময়িক পত্রিকায় দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাসের ৭।৮ তারিখ হইতেই আমি কলিকাতাস্থ সিমলা, হাটখোলা ইত্যাদি অঞ্চলে অনেক গুলি রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তখনও ঐ সকল রোগীকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ইহা এতদ্দেশে হয় না এই বিশ্বাসে উহা তরুণ প্রবল সর্দ্দী বলিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তার পর যখন মার্চ্চ মাস হইতে আমার আপন পরিবারের মধ্যে এই রোগ বিস্তৃত হইতে লাগিল তখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব প্রথম টের পাইতে লাগিলাম। প্রথম আমার ৩য় পুত্রের হয়, তৎপর ৪র্থ পুত্রের হয়, তৎপর ৫ম পুত্রের হয়, তৎপর বড় কন্যার হয় এবং তৎপর আমার নিজের হয়। চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে যাহা পাঠ করা গিয়াছে তাহা ব্যতীত ও আমাদিগের এবং অন্যান্য রোগীর কিরূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

নির্ব্বাচন। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইহা এক শ্লেষ্মা জনিত বহুব্যাপক স্পর্শাক্রমক জ্বর বিশেষ। ইহাতে প্রথমতঃ নাসা। এবং গলার মধ্যের উপরিভাগের যোজক ঝিল্লী আক্রান্ত হয় এবং ৪ হইতে ৮।১০ দিবস ব্যাপিয়া থাকে। ইহা এক রোগীকে বারম্বার আক্রমণ করিয়া থাকে এরূপ অনেক রোগীর চিকিৎসায় দেখা গিয়াছে। আমিও ২৮শে এপ্রিল হইতে ৮ই জুনের মধ্যে ইহা দ্বারা ৪ বার আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলাম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা, শীত, নাক দিয়া তরল শ্লেষ্মা এবং চক্ষু দিয়া জল নির্গমন, সাম্মুখিক শিরঃপীড়া; কাশি, অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং জ্বর বর্ত্তমান থাকে। সকল ঋতুতেই এই রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। বহির্ব্বায়ুর কি প্রকার অবস্থায় যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। ডাক্তার টেনার (Dr. Tanner) বলেন যে, ১৫১০ খ্রীঃ ইংলণ্ডে এই রোগ প্রথম আরম্ভ হয়। মনুষ্যের সংস্পর্শনে যে সময় আবশ্যক তাহা অপেক্ষাও অধিক দ্রুতবেগে ইহার বিষের পরাক্রম

বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহা এক জিলাতে ৬।৭ সপ্তাহের অধিক কদাচিত অবস্থিতি করে। ১৭৮২ সনে ইহা ইউরোপের সমুদয় অংশেই বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সনের মহামারীতে রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল। ডাক্তার সাউদ্‌উড্ স্মিথ্ (Dr. Southwood Smith) বলিয়াছেন যে, ১৮৪৭ সনে লণ্ডন মহানগরীতে যে এই রোগের এক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল তখন নগরের সমুদয় অংশের লোকই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল এবং এক দিনের মধ্যেই ৫০০,০০০ লোক ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। ডাক্তার টেনার বলিয়াছেন যে এই রোগের মহামারী এক জিলায় ৬।৭ সপ্তাহের অধিক ব্যাপিয়া থাকে না। আমার যতদূর স্মরণ পড়িতেছে কলিকাতা মহানগরীতে যে ১ম বারে এক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অক্টোবর হইতে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ৯ মাস কাল) ব্যাপিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে বঙ্গ প্রদেশের সমুদয় স্থানেই ইহার মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। আমার মতে এই রোগটীকে এপিডেমিক রোগ না বলিয়া প্যাণ্ডেমিক (Pandemic) রোগ বলা উচিত।

লক্ষণ। শরীরের উত্তাপ ও চর্ম্মের শুষ্কতা, প্রবল সাম্মুখিক শিরঃপীড়া, নাক দিয়া তরুণ সর্দ্দির ন্যায় জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন, চক্ষু দিয়া জল পড়া, হাঁচি, গলার মধ্যের দুই পার্শ্বে বেদনা, স্বরভঙ্গ, কষ্টদায়ক কাশি, শ্বাসকষ্ট, পৃষ্ঠদেশ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা, মুখে বিস্বাদ বা অরুচি, অক্ষুধা এবং কখন কখন পেটের অসুখ ইত্যাদি এই রোগের কতকগুলি প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ। এই সকল লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে অলস বোধ বা গা মাটি মাটি করা এবং অতিরিক্ত পরিমাণে শারীরিক বা পৈশিক দুর্ব্বলতা এবং স্নায়বিক এবং মানসিক অবসন্নতা প্রায় সকল রোগীরই বর্ত্তমান থাকে। অনেকের বায়ু উপনল প্রদাহ বা (Bronchitis), কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis), ফুস্ফুস প্রদাহ (Pneumonia) ইত্যাদি উপসর্গ গুলি প্রকাশ পাইয়া রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে পারে। ইহা রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে পাঠ করা যায়। কিন্তু ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাস হইতে এ পর্য্যন্ত আমি যত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি তন্মধ্যে $\frac{১}{১৬}$ রোগীকেও এই রোগ দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইতে দেখি নাই। এই $\frac{১}{১৬}$ রোগীর মধ্যেও অনেকের প্রকৃত আক্রমণের ২।৩ দিন পূর্ব্বে শরীর কতক পরিমাণে অসুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ রোগীকেই প্রকৃত আক্রমণের ২।১ সপ্তাহ

পূর্ব্বে অন্যান্য রকমে অসুস্থ হইতে দেখিয়াছি। আবার ইহাও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে পাঠ করা যায় যে অনেক সময় উদরাময়, প্রচুর ঘর্ম্ম বা প্রস্রাব হইয়া রোগ শেষ হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু আমি যত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি তন্মধ্যে কোন রোগীকে উক্ত উপদ্রব দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি এরূপ স্মরণ পড়িতেছে না। বরং অধিকাংশ রোগীরই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই এরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছি।

আমি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি এবং আমার আপন পরিবারস্থ যে সকল লোকের এই রোগ হইয়াছিল তাহাদিগের জ্বর, ঠনঠনে কাশি, অরুচি, শরীরে বেদনা, ভয়ানক কষ্ট দায়ক শিরঃপীড়া, অত্যন্ত বলক্ষয়ই অধিক দেখিতে পাইয়াছি। জ্বর বড় প্রবল হইতে দেখি নাই, কারণ, অধিকাংশ রোগীরই শরীরের সন্তাপ ১০৩° ডিগ্রীর অধিক হইতে দেখা যায় নাই। কোন কোন রোগীর ভয়ানক নিদ্রালুতা এবং প্রলাপও দেখা গিয়াছে। গাত্রদাহ, বিশেষতঃ হাত পায়ের পাতায় এবং চক্ষে, নাকে এবং মুখের মধ্যে জ্বালা বোধ অনেক রোগীর পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইতে দেখিয়াছি।

কাশি, দুর্ব্বলতা, অরুচি, বিশেষতঃ অরুচি, এই রোগের কষ্টকর পরবর্ত্তী পীড়া বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর প্রায় ৩ মাস পর্য্যন্ত আমার কোন দ্রব্যেই রুচি ছিল না, কিন্তু ক্ষুধার কোনও ব্যতীক্রম হয় নাই। এই রূপ অন্যান্য লোকেরও অরুচি অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

এই রোগের মারকতা প্রথম এপিডিমিকে অতি কমই দেখিয়াছি। শীত কালের শেষ ভাগে এই রোগ প্রথম আরম্ভ হওয়ার দরুণই বোধ হয় মারকতা কম হইয়াছিল। তৎপর বৎসর কলিকাতা এবং বাঙ্গালা প্রদেশের অন্যান্য স্থানে যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা শীত কালে প্রকাশ পাওয়ার দরুণ বায়ুউপনল প্রদাহ, ফুস্ফুস প্রদাহ হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল এরূপ শুনিতে পাইয়াছিলাম। অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, শীত এবং কখন কখন বর্ষাকালে এই রোগ অধিক প্রবল আকার ধারণ করে।

এই রোগের কারণ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই এই রোগ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা। ঔষধ দ্বারা যে এই রোগের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার

পাওয়া যায় আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না। অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ মত দাঁড়াইয়াছে। তবে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহার করিলে উপকার হইলেও হইতে পারে, পাঠক মহাশয়গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাবেন। আমার মত গ্রহণ করিলে রোগীকে বিনা ঔষধে রাখিলেও কোন বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, অনেক রোগীর ভয়ানক প্রলাপ দেখিয়াছি, প্রবল জ্বর দেখিয়াছি, প্রবল শরীর বেদনা এবং কাশি দেখিয়াছি, তাহাদিগের ঔষধ দ্বারা কোনও উপশম দেখি নাই। তাহারা আপনা আপনিই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যখন কলিকাতায় এই রোগ প্রথম আরম্ভ হয় তখন অনেক রোগীকে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, কিন্তু তৎপর যখন দেখিতে পাইলাম যে, ঔষধ সেবনেও যে ফল ঔষধ সেবন না করিলেও সেইরূপ ফল হয়, তখন আমি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা একবারে ত্যাগ করিলাম। এবং তদবধি আমি এই রোগে ঔষধ কাহাকেও দিতে স্বীকৃত হই নাই। তবে বায়ু উপনল প্রদাহ, ফুস্ফুস্ প্রদাহ, কণ্ঠনালী প্রদাহ ইত্যাদি উপসর্গ বা পরবর্ত্তী পীড়া প্রকাশ পাইলে ঔষধ সেবন আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং এই অবস্থায় বহুদর্শী চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রোগের প্রারম্ভে এবং রোগ যদি শুষ্ক শীতল বাতাস লাগিয়া উৎপন্ন হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। চর্ম্ম শুষ্ক, উষ্ণ অথবা শীত কম্প বা উষ্ণানুভব ও পিপাসা; ঘন ঘন শুষ্ক কাশি ও গলার মধ্যে সুড়্সুড়ী; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহার দরুণ শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়; ভয়, মনের উদ্বেগ এবং অত্যন্ত অস্থিরতা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। গাত্র দাহ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং দপ্দপিয়া শিরঃপীড়া; গলার মধ্যে বেদনা ও উহা মলিন লালবর্ণ ও স্ফীত; শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি ও গলার মধ্যে সুড়্সুড়ী এবং বুকে বেদনাদির ভয়ে রোগী কাশি চাপিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়; শিশুগণ কাশির পর খিট্ খিট্ করে এবং কাঁদে; ঘুমের ঘোরে কোঁথান বা কোঁকান; মাথায় গরম বোধ এবং প্রলাপ; অপরাহ্নে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। কণ্ঠনালী প্রদাহে (Laryngitis) ইহা বিশেষ উপকারী।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। স্বর কর্কশ; শুষ্ক বা তরল কাশি ও বুকে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা; নিশ্বাস প্রশ্বাসে বা কাশিলে

বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মাথায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; নড়া চড়াতে মাথা বেদনার বৃদ্ধি; কোষ্ঠ বদ্ধ, রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে; প্রাতে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। বায়ুউপনল প্রদাহ (Bronchitis) এবং ফুস্ফুস প্রদাহে (Pneumonia) আর্দ্র শ্লেষ্মার সঞ্চারাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে কটু ক্লেদ বা শ্লেষ্মা নির্গমন; শ্লেষ্মা জনিত স্বরভঙ্গ ও বায়ুনলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ীর দরুণ কাশি; এক গাল লাল ও উষ্ণ ও অপর গাল শিটা ও শীতল; শীত বোধ ও শরীর জ্বরের ন্যায় উষ্ণ; রাত্রিতে, এমন কি, ঘুমের অবস্থায়ও শুষ্ক কাশি; রোগী খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই সে বিরক্ত হয়; রোগী শিশু হইলে সে সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত ঈষৎ গাঢ় বা তরল ভেদ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শিশুগণের দাঁত উঠার সময় রোগ হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাল্‌কেমেরা ৩ বা ৬ ডাঃ। যদি জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া বা আর্দ্র বাতাসাদি লাগিয়া রোগ উৎপন্ন হয়; তরল আর্দ্র কাশি ও স্বরভঙ্গ; বহির্ব্বায়ু প্রত্যেকবার শীতল বা আর্দ্র হইলেই কাশির বৃদ্ধি; হিম ঠাণ্ডা লাগিলেই উদরাময় হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ৬ ডাঃ। গলার মধ্যে খশ্ খশে বোধ; সূচী বা কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়; স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট ঘুংড়ীর ন্যায় কাশি এবং বুকে শ্বাস রোধক তরল শ্লেষ্মার সঞ্চার; শরীরের কোন অংশে শীতল বাতাস লাগিলেই কাশির উদ্রেক হয়; শ্বাস রোধ হয় যাহার দরুণ রোগী বসিয়া পশ্চাৎ দিকে ঘাড় বাঁকা করিতে বাধ্য হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। চক্ষুর উপরিভাগে কন্‌কনানী ও বেদনা; নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া ঘ্রাণ শক্তি রহিত হয়; শ্বাস রোধক কাশি ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বায়ুনলের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; শিশু কাশিতে কাশিতে প্রায় ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হইয়া তাহার মুখমণ্ডল বেগুনী হয়; বুকের মধ্যে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার হয়; কিন্তু

কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, অথচ বমনোদ্বেগ ও শ্লেষ্মা বমন হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ ডাঃ। রোগ যদি বহুব্যাপক আকার ধারণ করে এবং মাথায় সর্দ্দি লাগিয়া নাসিকা হইতে জ্বালা উৎপাদক শ্লেষ্মা নির্গত হয়, গলার মধ্যে বেদনা এবং গিলিবার সময় গলার মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা; অবসন্ন কারক শুষ্ক কাশি এবং রোগীর বুকের মধ্যে যেন শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে কাশিবার সময় এরূপ অনুভূত হয় এবং বুকে ও কোমরের পশ্চাৎদেশে বেদনানুভব; রাত্রিতে ও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি, সর্ব্বদাই একবার শীত বোধ, আবার উষ্ণ বোধ; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় যাহার দরুণ রোগী কোনও উপশম অনুভব করে না; কোষ্ঠ কঠিন এবং মল কখন স্বাভাবিক মল মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট আঠা, সহজেই রোগীর সর্দ্দি লাগে এরূপ ধাতু ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। শীতবোধ ও জ্বরের ন্যায় শরীর উষ্ণ ও কপালে ফাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, মাথায় সর্দ্দি ও দিবাতে নাসারন্ধ্র দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় ও রাত্রিতে উহা রুদ্ধ হয়; শুষ্ক কাশি ও শিরঃপীড়া যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; পুস্তকাদি পাঠ, কথা বলা বা চিন্তা করা ইত্যাদিতে কাশির বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া বা মল কঠিন লম্বা ও মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ হয় বটে, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না, রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং একাকী থাকিতে ভাল বাসে; প্রাতঃকালে সমুদয় লক্ষণের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। রোগের পরবর্ত্তী অক্ষুধা, অরুচি, কোষ্ঠ বদ্ধ এবং শুষ্ক কাশির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। মাথায় সর্দ্দি এবং মুখে স্বাদ ও নাকে ঘ্রাণ শক্তি থাকে না; গলার মধ্যে শুষ্ক ও ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; স্বরভঙ্গ, তরল কাশি ও গলা দিয়া হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে শুষ্ক কাশি যাহা উঠিয়া বসিলে দূরীভূত হয়; বুকে আঁটা বোধ; উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ; সন্ধ্যার সময় লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদে বা দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। সর্দ্দি ও নাক দিয়া পরিষ্কার শাদা স্বচ্ছ জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন; মুখে স্বাদ ও নাকে ঘ্রাণ শক্তি একেবারেই থাকে না; ফুস্ফুসে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়ী; প্রাতঃকালে কাশির বৃদ্ধি; সহজেই রোগীর সর্দ্দি লাগে, কৃশাঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা মাথা হেট করিয়া বা উপুড় হইয়া চলে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

শরীরের বেদনার জন্য অনেক চিকিৎসক রাস্টক্স্ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উহা দ্বারা যে কোনও উপকার পাওয়া যায় আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না। অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার একপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে।

রোগের পরবর্ত্তী কণ্ঠনালী প্রদাহ, হাপানি কাশিরপক্ষে আরালিয়া রেসিমোসা, মূল আরোক ১ ফোটা মাত্রায়, প্রতিদিন তিন মাত্রা সেবনে অনেক রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে।

ঔষধের মাত্রা। রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা বা প্রতিদিন ৩ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীকে ভাতের মণ্ড, যবের মণ্ড, সাগু, আরারুট ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। টাট্কা গরুর দুধও অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠ বদ্ধ বর্ত্তমানে রোগীকে সুজীর রুটি ও টাট্কা দুধ দেওয়া উচিত। শীতল পরিষ্কার জল ব্যতীত অন্য কোন পানীয় দ্রব্য রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। আবার অনেকে কেবল চিনির সরবৎ পান করিয়াও সুস্থ হইয়াছে একপ দেখিয়াছি।

ফুস্ফুস প্রদাহ বা নিউমোনিয়া

(PNEUMONIA—ACUTE INFLAMMATION OF THE LUNGS)

নির্ব্বাচন। ইহাতে ফুস্ফুসের দেহ বা পদার্থ প্রদাহযুক্ত হয় এবং প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে কাশি, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। স্থেনিক্ নিউমোনিয়া (Sthenic Pneumonia) সচরাচর অস্থিরতা এবং জ্বরের লক্ষণ সহ আরম্ভ হয়। রোগ আরম্ভ হওয়ার এক হইতে তিন দিনের পর শীত কম্প হইয়া বমনোদ্বেগ, কাশি, পার্শ্বে বেদনা, শ্বাস কষ্ট, নাড়ী দ্রুতগামী,

শরীব অত্যন্ত উষ্ণ, পিপাসা, অরুচি বা অক্ষুধা, বলক্ষয়, শিরঃপীড়া, এবং কখন কখন সামান্য প্রলাপ প্রকাশ পায়। কখন কখন প্রাথমিক অস্থিরতা অনেক রোগীর টেরও পাওয়া যায় না।

লক্ষণ। রোগেব প্রারম্ভে যে শীত কম্প (Rigors) হয় তাহা অত্যন্ত প্রবল আকর ধারণ করে এবং বোগী শিশু হইলে তাহাব শীত কম্প না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌শন্‌স্ (Convulsions) হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুস প্রদাহে শীত কম্প একবারই হইযা থাকে, বারম্বাব হয় না। এই লক্ষণটি এই বোগের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। শীত কম্পের সময়ই শরীবের উত্তাপেব বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং অনেকের উহা ১০৫° ডিগ্রী ও ততোধিকও হইয়া থাকে। সচবাচর এই বোগে শরীবের সন্তাপ ১০৩° ডিগ্রীব অধিক হইতে দেখা যায় না। প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যাকালে এই উত্তা-পের কতক ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায। এতদ্ভিন্ন শরীরের উত্তাপ দিবা রাত্রি প্রায় একভাবেই থাকে। এই লক্ষণটীও নিউমোনিয়ার একটী প্রাকৃ-তিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। বোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা হঠাৎ অনেক কম হইয়া পড়ে। (প্রাতঃকালে শরীবের সন্তাপের বৃদ্ধি এই বোগে প্রায়ই হইয়া থাকে ইহা সকলেরই বিশ্বাস)। ঘর্ম্ম প্রায়ই হইতে দেখা যায় না, অথবা ঘর্ম্ম হইলেও উহা দ্বারা রোগী কোন প্রকারেব উপশম অনুভব করে না। রোগীর মুখ মণ্ডল, এক গাল অন্য গাল অপেক্ষা প্রায়ই অধিক আরক্ত এবং মলিন হয়। রোগের তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে গাল, ওষ্ঠ, নাক ইত্যাদিতে প্রায়ই ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী প্রকাশ পাইতে দেখা যায। নাড়ী প্রথমতঃ পূর্ণ এবং কোমল থাকে, এবং রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা দুর্ব্বল ও সূক্ষ্ম হইতে থাকে। নাড়ী প্রতি মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন করে। ইহা অপেক্ষা নাড়ী অধিক বার স্পন্দন করিলে ভয়েব আশঙ্কা থাকে। কিন্তু রোগী শিশু বা অল্প বয়স্ক বালক বালিকা হইলে বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন হয়, এমন কি, প্রতি মিনিটে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য প্রায়ই ৪০ বার, কখন কখন ৬০ বার এবং কখন কখন ৭০ বারও সম্পন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর শ্বাস কষ্ট হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাকের পাতা (Alæ nasi) গুলি মধ্য দিকে আকৃষ্ট হয় এবং বহির্দ্দিকে স্ফীত হয়। এই লক্ষণটী শিশুগণের রোগেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষণস্থায়ী শুষ্ক

খুশ্‌খুশে কাশি এবং কাশিবার সময় প্রায়ই বুকে বা পার্শ্বে বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হয়। গলা দিয়া যে শ্লেষ্মা নির্গত হয় তাহার পরিমাণ সকল রোগীর এক রকম হয় না। এই শ্লেষ্মা সাধারণতঃ মরিচার রঙ্গ বিশিষ্ট (Rusty sputa) ও অত্যন্ত আঠা হয়। এই প্রকারের শ্লেষ্মা নির্গমন নিউমোনিয়ার একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। এই শ্লেষ্মা রোগের তৃতীয়াবস্থায় অপেক্ষাকৃত তরল ও মলিন হয়। কখন কখন এই শ্লেষ্মা সবুজের আভাযুক্ত হইয়া থাকে। মূত্র পরিমাণে অল্প এবং লালবর্ণ হয় এবং উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে ইউরিয়া (Urea) এবং ইউরিক্ আসিড (Uric acid) বর্ত্তমান থাকে এবং ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়াম্ অতি-কম পরিমাণ থাকে বা একবারেই থাকে না। শিরঃপীড়া নিউমোনিয়ার একটী সাধারণ লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। কখন কখন কোন কোন রোগীর রাত্রিতে সামান্য প্রলাপ, আবার কোন কোন রোগীর প্রবল প্রলাপ বর্ত্তমান থাকে। রোগ ফুস্ফুসের ঊর্দ্ধভাগ বা *এপেক্‌স্* (Apex) *আক্রমণ করিলেই প্রলাপ হইয়া থাকে* এরূপ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আমিও এই কথা বিশ্বাস করি। অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। মাতালদিগের নিউমোনিয়া হইলে প্রলাপ প্রায়ই থাকে এবং অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে।

কারণ। হামজ্বর, জ্বর, বসন্ত, তরুণ বৃহৎ সন্ধিবাত, এবং অন্যান্য রকমের তরুণ রোগের উপসর্গ স্বরূপ ও নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। অথবা মূত্রকোষের অসুখ বা কোন প্রকারে রক্ত বিষাক্ত হওয়ার দরুণও ইহা ঘটিতে পারে। ইহা সচরাচর হৃৎপিণ্ডের অসুখের একটী ফল মাত্র। অথবা যক্ষ্মাকাশ এবং ফুস্ফুসের অন্যান্য প্রকারের পুরাতন আকারের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এক ব্যক্তির একবার হইলে তাহার এই রোগ দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তরুণ বা একিউট্ লোবার (Acute Lobar) নিউমোনিয়া প্রায়ই ২০ এবং ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে অধিক হইতে দেখা যায়। কিন্তু কোন বয়সেই রোগী এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না আমার এরূপ বিশ্বাস। যুবা এবং বৃদ্ধ বয়সেই এই রোগ দ্বারা অধিক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ইহা হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষকেই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যাহাদিগের শরীর স্বাভাবিকই দুর্ব্বল বা কোন পুরাতন

আকারের রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হয়, তাহাদিগেরই এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। আবার বলবান বা মোটাসোটা লোকেরও এই রোগ হইতে দেখা যায়। যে ঋতুতে বহির্বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ বায়ু একবার হঠাৎ উষ্ণ হয়, আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা হয় এবং বায়ুতে আর্দ্রতা অধিক থাকে, সে সময়েই এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। কোন কোন পরিবারস্থ লোকের এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ধাতুই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অবস্থাই নিউমোনিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তপ্ত হইয়া ঘর্ম্ম হইলে শরীর ঠাণ্ডা হইতে না হইতেই গায় হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসাদি লাগা; অত্যন্ত ঠাণ্ডা বা উষ্ণ বায়ু সেবন বা উত্তেজক দূষিত বায়ু সেবন, বায়ু উপনলের মধ্যে আহার দ্রব্যাদি প্রবিষ্ট হইয়া থাকা, বুকে আঘাত লাগা ইত্যাদি নিউমোনিয়ার উদ্দীপক কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নিদান এবং বিকৃত শরীর তত্ত্ব। ফুস্ফুসের তরুণ প্রদাহ অনেক প্রকারে হইতে পারে। একিউট্ স্থেনিক নিউমোনিয়া (Acute Sthenic Pneumonia) সাধারণতঃ একদিকের, প্রাধাণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের, ফুস্ফুসের সমুদয় বা এক অংশ বা লোব (Lobe) আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা সচরাচর ফুস্ফুসের নিম্ন ভাগ বা বেস (Base) আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহাতে আক্রান্ত ফুস্ফুসের বায়ু কোষে (Air Cells) প্লাষ্টিক পদার্থ (Plastic Material) সঞ্চিত হইয়া থাকে। এজন্য এই প্রকার অসুখকে লোবার বা ক্রুপাস্ নিউমোনিয়া (Lobar or Croupous Pneumonia) বলিয়া থাকে। এই প্রকার নিউমোনিয়ার তিনটী অবস্থা; যথা (১) রক্তাবরোধের অবস্থা বা ষ্টেইজ্ অব্ এন্‌গর্জ্জ্‌মেণ্ট্ (Stage of Engorgement)। ইহাতে ফুস্ফুস উজ্জ্বল লালবর্ণ আকার ধারণ করে, ফুস্ফুসের বিধান স্বাভাবিক অপেক্ষা পুরু এবং ভারি হয়, ফুস্ফুসে ক্রিপিটেণ্ট্ শব্দ শুনা যায় এবং চাপিলে উহা হইতে ফেণাযুক্ত রক্ত নির্গত হয়। (২) রেড্ হেপেটিজেশনের অবস্থা (Stage of red Hepatization)। ইহাতে আক্রান্ত ফুস্ফুস একবারে ঘন বা নিরেট হয়, ইহাতে ক্রিপিটেশন শব্দ থাকে না, চাপিলে ইহা হইতে ফেণা নির্গত হয় না, জলে ছাড়িয়া দিলে ডুবিয়া যায়, সহজে ছিড়িয়া যায় এবং ছিঁড়িলে উহা দানাযুক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। এই অবস্থায় আক্রান্ত ফুস্ফুসের মধ্যস্থিত এয়ার সেল্‌স্ (Air Cells) গুলি আঠা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ইহার পর উক্ত সঞ্চিত

পদার্থ গুলি তরলিভূত হইয়া রোগ তৃতীয়াবস্থায় পতিত হয়। (৩) ইহাকে গ্রে-হেপেটিজেশনের (Gray Hepatization) অবস্থা বলে। ইহাতে ফুস্ফুসের পদার্থ ধূসর বর্ণ আকার ধারণ করে, অত্যন্ত কোমল হয় এবং সহজেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারা যায় এবং চাপিলে উহা হইতে অধিক পরিমাণে ঘোলাটিয়া তরল পদার্থ নির্গত হয়। ইহাতে ফুস্ফুসে পূঁয হইতে পারে, ফোঁড়া হইতে পারে বা উহা পঁচিয়া যাইতে পারে। এরূপ ঘটনা অতি বিরল। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়াতে (Broncho Pneumonia) যাহাকে ক্যাটারেল নিউমোনিয়া (Catarrhal-Pneumonia) বা পেরিনিউমোনিয়া নোথা (Peri-Pneumonia Notha) বলে এবং যাহা শৈশবাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থায় ঘটিয়া থাকে এবং যাহাতে ফুস্ফুসের এক খণ্ডের এক অংশ আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহাতে অল্প পরিমাণে রেড্ এবং গ্রে হেপেটিজেশন হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ুউপনল গুলিও প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে।

নিউমোনিয়ার লক্ষণ গুলি যেমন প্রাকৃতিক, আবার উহাতে রোগ নির্ণয়ের চিহ্ন গুলিও তদোপেক্ষা নিশ্চিত। রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ কখন কখন প্রকাশ পাইতে পারে, যাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে বুকের মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কেবল কর্কশ শুষ্ক মড্ মড্ (Harsh, dry respiratory Murmur) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বক্ষের উপর প্রতিঘাত করিলে পার্কাশন্ শব্দ বা নোট (Percussion Note)• স্বাভাবিকই থাকে, উহার কোন ব্যতিক্রম টের পাওয়া যায় না। রোগের এনগর্জ্জ-মেণ্টের অবস্থায় প্রতিঘাতে অধিক বা অল্প পরিমাণে বক্ষের ডিজনেস্সের বিকৃতি হয় এবং শ্রবণ উপায় দ্বারা পরিক্ষায়, সচরাচর, কিন্তু সকল রোগীর নহে, নিশ্বাসে ফাইন্ ক্রিপিটেশন্ (Fine Crepitation) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই শব্দ প্রশ্বাসে কদাচিত শুনিতে পাওয়া যায়। এক গোছা চুল আঙ্গুলের মধ্যে লইয়া রগড়াইলে যেরূপ হয়, এই শব্দটি উহার ন্যায় বলিয়া অনুভূত হয়। ইহাকে কেশ ঘর্ষণ শব্দ বলা যাইতে পারে। যেমন রোগ দ্বিতীয়া-বস্থায় বা হেপেটিজেশনের অবস্থায় পতিত হয়, বক্ষে প্রতিঘাত করিলে পার্কা-শন শব্দ ডাল্ হয়, এবং উপায় দ্বারা বক্ষ পরীক্ষা করিলে বক্ষের মধ্যে ক্রিপি-টেশন এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের বেসিকুলার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না এবং বায়ুউপনল সম্বন্ধীয় নিশ্বাস প্রশ্বাস শব্দ অথবা রুদ্ধ নলের মধ্য দিয়া বায়ু যাতায়াত করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ শব্দ (Bronchial breathing or blowing

respiration) শুনিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় রোগী কথা বলিলে বক্ষের মধ্যে ব্রঙ্কোফনি (Bronchophony) এবং শব্দের আলোড়ন (Increased vocal Vibration) টের পাওয়া যায়। শেষ চিহ্ন দ্বারা ফুস্ফুসের নিরাটত্ব হইতে ফুস্ফুসের ঝিল্লীর কোটরের মধ্যে জলীয় পদার্থের সঞ্চার প্রভেদ করা যাইতে পারে। এই সকল চিহ্ন গুলি রোগের গ্রে এবং বেড্ হেপেটিজিশন এই দুই অবস্থাতেই (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আক্রান্ত ফুস্ফুস নিরাটাবস্থায় থাকে) বর্ত্তমান থাকে। আক্রান্ত ফুস্ফুসে সঞ্চিত পদার্থ গুলি যেমন শোষিতে আরম্ভ হয়, পুনরায় ক্রিপিটেশন শুনিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাস উভয় কার্য্যেই ক্রিপিটেশন কর্কশ হয়। যদি ফুস্ফুসের প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়, তবে রোগটীকে প্লুরোনিউমোনিয়া (Pleuro-Pneumonia) বলে এবং তাহা হইলে রোগের প্রথমাবস্থায় ফ্রিকৃশন্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং কখন কখন প্লুরাতে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইয়া ফুস্ফুসের নিরাট হওয়ার লক্ষণ গুলি লুক্কাইত ভাবে রাখিতে পারে। জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়া উপসর্গ স্বরূপ প্রকাশ পাইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়, নাড়ী দ্রুতগামী হয় এবং শরীরের উত্তাপও অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহাতে কাশি এবং গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন একবারেই না থাকিতে পারে। এমতাবস্থায় বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা আমাদিগকে ফুস্ফুসের অবস্থা জ্ঞাত হইতে হয়।

নিউমোনিয়া আস্তে আস্তে বা ক্রমে ক্রমে আরাম হইতে পারে বা হঠাৎ আরাম হইতে পারে বা বিকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়ার দরুণ রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে। শরীরের উত্তাপ হঠাৎ অত্যন্ত কমিয়া যায়, রোগীর মুখমণ্ডল মলিন বা শিটা হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, নাড়ী কোমল হয় এবং কাশি তরল হয়। রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত এবং ভয়ানক শিটা হয়, রোগীর শরীর শীতল চট্চটিয়া ঘর্ম্মে আবৃত হয়, নাড়ী দুর্ব্বল এবং কম্পমান হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস বিলম্বে বিলম্বে পড়ে, প্রত্যেক বার নিশ্বাসের সময় মুখ হা করিয়া পড়ে এবং ঘোর অচেতনা বা কোমা (Coma) হয়।

যে সকল শিশু হামজ্বর বা হুপিংকফ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাদিগের এবং বৃদ্ধদিগের এক প্রকার সাংঘাতিক আকারের নিউমোনিয়া অতি আস্তে আস্তে অজ্ঞানিত ভাবে হইয়া থাকে। ইহাতে প্রদাহ প্রথমতঃ ফুস্ফুসের পদার্থের কোন অংশে হয় না, কিন্তু প্রদাহ প্রথমতঃ বায়ুউপনলে আরম্ভ হইয়া তৎপর

ফুস্ফুসে বিস্তৃত হইয়া থাকে, অথবা ফুস্ফুসের কোন অংশের হ্রাস বা কোলাপ্‌স্. (Collapse) হইয়া তৎপর উহা প্রদাহযুক্ত হয়। ইহাতে প্রথমতঃ সর্দ্দি বা বায়ু উপনল প্রদাহের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, কিন্তু শরীরের সুন্তাপ সামান্য সর্দ্দির সন্তাপ অপেক্ষা অধিক হয় এবং অনতিকাল বিলম্বেই শ্বাস কষ্ট, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন; নাড়ী দ্রুতগামী এবং জ্বর প্রবল হয়। গলা দিয়া শ্লেষ্মা অতি কম পরিমাণে নির্গত হয় এবং কখন কখন নিউমোনিয়া হওয়ার দরুণ শ্লেষ্মার সঞ্চার একবারেই বন্ধ হয়। ইহাতে বাহ্যিক চিহ্ন গুলি স্থেনিক্ নিউমোনিয়া অপেক্ষা অনেক আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়। এই প্রকার নিউমোনিয়াকে ক্যাটারেল্ নিউমোনিয়া (Catarrhal Pneumonia), ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া (Broncho-Pneumonia) বা পেরি-নিউমোনিয়া-নোথা (Peri-Pneumonia Notha) বলে। ইহা স্থেনিক লোবার নিউমোনিয়া অপেক্ষা অধিক সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। আরোগ্য হওয়াব হইলে, আরোগ্য লাভ করিতে অনেক কাল লাগে। বৃদ্ধ বয়সে এবং কোন কোন প্রকাবেব উন্মত্ততাতে অনেক রোগীর নিউমোনিয়া হয় এবং রোগ নির্দ্দিষ্ট গতি লইয়া শেষ হয় ও কোন কোন রোগীর উহাব দরুণ মৃত্যুও হইয়া থাকে; কিন্তু আমরা এরূপ মৃত্যুর কারণ টের পাই না।

দুর্ব্বল ধাতুতে নিউমোনিয়া হইলে কখন কখন আক্রান্ত ফুস্ফুস বিস্তৃত বা আংশিকভাবে পচিয়া গ্যাংরিন্ (Gangrene) হইতে পারে। নিউমোনিয়া ব্যতীতও স্ফোটক (Tubercle), কর্কট রোগ (Cancer), রক্তস্রাব, রক্তেব মধ্যে বিকৃত বিষ থাকা, মস্তিষ্কের রোগ ইত্যাদির দরুণ ফুস্ফুস পচিয়া উক্ত প্রকারে গ্যাংরিণ্ হইতে পারে। ইহা কখন কখন শৈশবাবস্থায় স্ফোটক জ্বরে অথবা মুখের মধ্যে পচাযুক্ত ক্ষতের (Cancrum Oris) সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইহাতে গ্যাংরিণ রোগের আক্রান্ত স্থানে পচা গন্ধের ন্যায় অসহ্য গন্ধ মুখ দিয়া বাহির হয় এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট এবং অত্যন্ত বলক্ষয় হয়। ইহার বাহ্যিক চিহ্ন গুলি ফুস্ফুসের কোমলতা এবং তদ্দরুণ উহার ক্ষয় হইয়া গর্ত্ত হওয়ার চিহ্নের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সীমা বিশিষ্ট না হইয়া গ্যাংরিণ বিস্তৃত আকারের হইলে রোগ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। পচা অংশের পরিমাণ সামান্য হইলে রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। পক্ষান্তরে গ্যাংরিণ বিস্তৃতাকারের হইলে রোগীর মৃত্যু এক প্রকার নিশ্চিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুরাতন আকারের বা ক্রনিক্ নিউমোনিয়া তরুণ নিউমোনিয়ার পরবর্ত্তী

পীড়া স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে। অথবা গরমীর ব্যারাম দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া শ্লৈষ্মিক স্ফোটকের (Gummata) উত্তেজনার দরুণও ইহা ঘটিতে পারে। যে কারণেই হউক না কেন, ইহা কখন কখন ফুস্ফুসের কোন কোন অংশকে ক্রমাগতঃ নিরাট করিয়া ফেলে যাহার দরুণ ফুস্ফুসের মধ্যে টুবার্কেল্ হইয়াছে বলিয়া অনেক সময় আমরা ভ্রমে পতিত হইতে পারি। কারণ, ইহাতে দুর্ব্বলতা, শরীর জীর্ণ শীর্ণ হওয়া, কাশি, শরীর শিটা হওয়া, বুকের মধ্যে কষ্টানুভব, অক্ষুধা বা অরুচি ইত্যাদি কতকগুলি যক্ষ্মা-কাশের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় গলা দিয়া শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্তও পড়ে। কিন্তু ইহাতে জ্বরভাব, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, এবং উদরাময় থাকে না।

নিউমোনিয়া দ্বারা একদিক বা উভয় দিকের ফুস্ফুসই একবারে আক্রান্ত হইতে পারে। ১০ জনের দক্ষিণ ফুস্ফুস আক্রান্ত হইলে ৫ জনের বাম ফুস্ফুস আক্রান্ত হয়। ৮ জন রোগীর মধ্যে ১ জনের উভয় ফুস্ফুস আক্রান্ত হইয়া থাকে। ফুস্ফুসের নিম্নাংশ ঊর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন প্রকারের উপসর্গ প্রকাশ না পাইলে স্থেনিক নিউমোনিয়া ১৪ দিবসের মধ্যে শেষ হইয়া থাকে। ৫ম হইতে ৮ম দিবসের মধ্যেই রোগ বৃদ্ধি হইতে বা কমিতে থাকে। সুচিকিৎসা হইলে রোগ ৯ দিবসের মধ্যেই আরাম হইতে পারে। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া সচরাচর ২১।২২ দিবসে আরাম বা শেষ হয়। সাংঘাতিক আকারের নিউমোনিয়াতে ৬ হইতে ২০।২১ দিবস মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। আমি এ পর্য্যন্ত এমন কোন রোগী দেখিতে পাই নাই যাহার নিউমোনিয়ার সঙ্গে বায়ুউপনলের প্রদাহ অধিক কি কম পরিমাণে থাকে না। নিউমোনিয়ার সঙ্গে ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ (Pleurisy) থাকিতে পারে বা উহা নাও থাকিতে পারে। যদি প্লুরিসি থাকে এবং নিউমোনিয়া প্রবল হয়, তবে যুক্ত রোগটীকে প্লুরো-নিউমোনিয়া (Pleuro-Pneumonia) বলে। যদি প্লুরিসি প্রবল হয়, তবে যুক্ত রোগটীকে নিউমো-প্লুরাইটিস্ (Pneumo-Pleuritis) বলে।

চিকিৎসা।

ফুস্ফুস-প্রদাহ বা নিউমোনিয়া একটী ভয়ানক রোগ বিশেষ। ইহার চিকিৎসায় অত্যন্ত সাবধানতা এবং বহুদর্শিতা আবশ্যক। যাহারা

নানা উপায়ে বক্ষের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের রোগগুলি নির্ণয় করিতে সক্ষম, কেবল তাঁহাদিকের হস্তেই এই রোগের চিকিৎসার ভার অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এরূপ চিকিৎসক না পাইলে লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি সুবিবেচনার সহিত মনোনীত করিয়া চিকিৎসা করিলেও বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা অপেক্ষা এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১০ জন কম, ২২ বৎসর হোমিওপ্যাথিক মতে এই রোগের চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রোগের প্রথমাবস্থায়; প্রবল জ্বর; নাড়ী পূর্ণ ও গোল বা মোটা; অত্যন্ত পিপাসা এবং শ্বাস কষ্ট; বুকে ছুরী বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও শ্বাস কষ্ট; ভয়, মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও স্নায়বিক উত্তেজনা; মাথা এত ঘোরে যে উহার দরুণ রোগী বিছানায় সোজা হইয়া বসিতে পারে না; মৃত্যু ভয়, রোগী বলে যে সে অমুক দিন মরিবে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও অস্থিরতা এবং রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করে; অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ও চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম; অসহ্য পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণ জলপান করে না; বুকের মধ্যে জ্বালা ও উষ্ণানুভব; হাত, পা শীতল; অত্যন্ত মৃত্যুভয়; রাত্রিতে, বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর, লক্ষণাদির বৃদ্ধি; রোগের সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা। বিকারাবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে এবং ধমনীর দপ্‌দপানি; উগ্র প্রলাপ ও রোগীর মুখাকৃতি পাগলের ন্যায় ভাববিশিষ্ট; বারম্বার বিছানা হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা; মারিবার, কামড়াইবার বা ঝগড়া করিবার ইচ্ছা, শ্বাস কষ্ট ও বুকের মধ্য ও নিম্নভাগে বেদনা; গলা দিয়া অতিকষ্টে অল্প পরিমাণ রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; ওষ্ঠ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটাযুক্ত; অত্যন্ত পিপাসা; ঘুমেরঘোরে হঠাৎ চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা ও কোঁথানি বা কোঁকানি; নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগীর ঘুম ভাল হয় না; অপরাহ্ণ ৩ টার সময় অসুখের

বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। উক্ত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যদি রোগীর নাড়ি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং দ্রুতগামী হয় (প্রতি মিনিটে ১০০ হইতে ১২০।১৩০ বা স্পন্দন করে), তবে এই ঔষধের ৩০ ডাঃ অধিক উপকারী।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। জ্বর অধিক থাকে না; কাশি ও গলাদিয়া লাল্‌চে বা মরিচার রঙ্গের ন্যায় চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন, অথচ শ্বাস কষ্ট এবং বুকের পার্শ্বের নানা স্থানে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নিশ্বাস প্রশ্বাস বা সামান্য নড়া চড়াতেই বেদনা বা যাতনাদির বৃদ্ধি; রোগী স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে; রোগী দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে পারে না, এবং সে মনে করে যেন তাহার ফুস্‌ফুস পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কোষ্ঠবদ্ধ এবং কঠিন ও শুষ্ক মলত্যাগ; রোগী অত্যন্ত খিট্‌ খিট্‌ করে, প্রলাপ বলে এবং বিছানা হইতে পলায়ন করিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার আর্দ্রাবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগের সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থায় জীবনী শক্তির অত্যন্ত হ্রাস; বুকে দুর্ব্বল বোধ; থাকিয়া থাকিয়া কাশির আক্রমণ; কটার আভাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; মুখমণ্ডল শীঠা বা মলিন ও হাত পা শীতল; নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল বা লুপ্ত প্রায়; রোগী শীতল বাতাস সেবন করিতে চাহে ও সে তাহার গায়ে সর্ব্বদা বাতাস দিতে বলে; মল মূত্র ও শ্লেষ্মাদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; রোগীর শরীর হইতে মৃত দেহের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

লাইকোপডিয়াম্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। যাহাদিগের স্ফোটক (Tuberculous) রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে; গাল চক্রাকারের লাল দাগবিশিষ্ট; গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; নাসারন্ধ্র পাখার ন্যায় নড়ে চড়ে; একাকী থাকার ভয়; মূত্র লাল বালীর কণার ন্যায় তলানী বিশিষ্ট; অপরাহ্ন ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত লক্ষণাদির বৃদ্ধি; সামান্য পরিমাণে আহার বা পানীয় উদরস্থ হইলেই উদর পরিপূর্ণ হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস্‌ সলিউবিলিস্‌ ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। পিত্তাধিক বিশিষ্ট ফুস্‌ফুস প্রদাহ; শ্বাস কষ্ট ও স্কন্ধাস্থি হইতে দক্ষিণ পার্শ্বের সমুদয় স্থানে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কাশি প্রথমতঃ শুষ্ক থাকে, কিন্তু পরে গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়; পাকস্থলী ও যকৃত প্রদেশে

বেদনা বা টাটানি; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় বটে, কিন্তু উহার দরুণ রোগী কোনও উপশম অনুভব করে না ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। যে সকল রোগীর শরীরে গরমীর ব্যাবামের দোষ থাকে তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। উক্ত কারণ জনিত নিউমোনিয়াতে এই ঔষধের ৩ ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন্ মাত্রায়, অধিক উপকারী।

ফস্ফরাস ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা কাশিলে বা নিশ্বাস প্রশ্বাসে বৃদ্ধি হয়; বুকে আঁটাবোধ; শুষ্ক কাশি ও গলা দিয়া মরিচার রঙ্গের শ্লেষ্মা নির্গমন; ফুস্ফুসের অধিকাংশ আক্রান্ত হইয়া শ্বাস কষ্ট হয়; পেটে দুর্ব্বল ও খালি বোধ; মল লম্বা কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; লম্বা ক্ষীণ কায়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাদিগের বুক বিকৃত তাহাদিগের পক্ষে ও রোগী সকল সময়েই ঘুমাইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ডাক্তার হিউজ্ (Dr Hughes) বলেন যে কেবল ফস্ফরাস এবং একোনাইট সেবন করাইয়াই তিনি অধিকাংশ নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত রোগীকে আরাম করিয়া থাকেন।

রাস্টক্স ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগ যদি বিকারের লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়; রোগী অর্দ্ধ অচেতনাবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে ও কখন কখন প্রলাপ বলে; অত্যন্ত ভয়ানক কাশি যাহার দরুণ বুকের কোন যন্ত্র ছিঁড়িয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয়; গলা দিয়া ইটের গুঁড়ার রঙ্গ বিশিষ্ট বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা বা যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয়; অতএব উপশমের আশায় রোগী বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া সর্ব্বদাই ছট্ফট্ করে; রাত্রিতে, বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে, অত্যন্ত অস্থিরতা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগ অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকিলে বা রোগী গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট হইলে; রোগ যক্ষ্মাকাশে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে; বুকে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড্ঘড়ী; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে ও সে সময়ে সময়ে শরীরে উষ্ণানুভব করে; দীর্ঘ নিশ্বাসে কাশির উদ্রেক এবং বুকের বাম পার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনার উদ্রেক হয়; রোগীর শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়, যাহার দরুণ রোগী ঘরের দরজা জান্লা ইত্যাদি খোলা রাখিতে চাহে; মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদা উষ্ণানুভব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ২ বা ৩ ক্রমের গুঁড়া, ৩ বা ৬ ডাঃ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্ট দায়ক; তরল কাশি, যাহার দরুণ বোধ হয় যেন প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইবে; কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা একবারেই নির্গত হয় না; অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট এবং রোগীর বারম্বার শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত হওয়ার উপক্রম হয়; বুকের মধ্য মকমলের কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া অনুভূত হয়; পিত্তাধিক্য হেতু ফুস্ফুস প্রদাহ; বমনোদ্বেগ ও বমন করিবার জন্য ওয়াক তোলা বা কাঠ-বমী ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রোগের তৃতীয়াবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। দ্বিতীয়াবস্থায়ও ইহা দ্বারা অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে। রোগের ২য় ও তৃতীয়াবস্থায় ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া আমি অধিক উপকার পাইয়া থাকি।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে ক্যালী কার্ব্ব, নাইট্রাম্, ওপিয়াম্, সাঙ্গুনেরিয়া, বিরেট্রাম্ বিরাইড্ ইত্যাদি ঔষধ গুলিও আবশ্যক হইতে পারে।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে ঔষধের এক মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। প্রদাহের অবস্থায় রোগীকে সাগু, আরারুট, যবের বা খৈয়ের মণ্ড ও উহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে গরুর টাট্কা দুধ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগে দুধ পথ্য বিশেষ উপকারী। কিন্তু উদরাময় থাকিলে দুধ দেওয়ার সময় সাবধান হওয়া উচিত। পিপাসা থাকিলে কাঁচা জল ব্যবস্থা। রোগের কতক পরিমাণ হ্রাস হওয়া আরম্ভ হইলে মাংসের ঝোল, সুপক্ক ফলাদি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগী যে ঘরে থাকে সে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন আবশ্যক। আবার ইহাও দেখা আবশ্যক যে রোগীর গায় কোন প্রকার শীতল বাতাস হঠাৎ না লাগে। রোগীকে স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে রাখিবে এবং তাহার নিকট একটী কি দুইটী লোকের অধিক থাকিতে দিবে না। কারণ, তাহার নিকট অনেক লোক থাকিলে তাহাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘরের বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত হওয়ার দরুণ রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে। অনেক সময় অনেক চিকিৎসক রোগীর বুকের উপর ভূষির পুলটিশ দিয়া থাকেন। আমি এই প্রকার পুলটিশের পক্ষপাতি নহি। কারণ, আমরা যেরূপে পুলটিশ দিয়া থাকি তাহা বারম্বার পরিবর্ত্তনের সময় বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগীর অনিষ্ট বই ইষ্ট হইতে দেখিতে পাই না। বুকের উপর

ধোনা তুলা বিছাইয়া দিয়া ফ্লানেল কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে বরং রোগীর পক্ষে সুবিধা জনক বলিয়া আমার বোধ হয়। অনেক রোগীর চিকিৎসার ফল দেখিয়া আমি উক্ত মত প্রকাশ করিলাম। এই মত কোন কোন পাঠকের মতের বিরুদ্ধ হইলেও যে উহা উপকারী তাহা আমি কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারি না।

ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরিসি (PLEURISY,—PLEURITIS.)

যে মাস্তক ঝিল্লী (Serous membrane) বক্ষের কোটরকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে উহা প্রতিনিক্ষিপ্ত হইয়া ফুস্ফুসের উপর বিস্তৃত হয়। এই ঝিল্লীকে ফুস্ফসাবরক ঝিল্লী বা প্লুরা (Pleura) বলে। এই ঝিল্লীর প্রদাহকেই ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরিসি বলা যায়। শীত কম্প হইয়া রোগ আরম্ভ হয় ও তৎপর জ্বর হয়; নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী হইয়া বুকের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে, সচরাচর স্তনের বোঁটার নিম্ন ভাগে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা আরম্ভ হয়। এই বেদনাকে ষ্টিচ্ (Stitch) বলে। এই বেদনা কাশিলে, নিশ্বাসে অথবা আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে বা প্রচাপনে বৃদ্ধি হয়। এই রোগে কাশি একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত নহে; কারণ, কোন কোন রোগীর প্রবল কাশি হয়; আবার কোন কোন রোগীর কাশি একবারেই হয় না। এই কাশি শুষ্ক ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রদাহ যদি ফুস্ফুস আক্রমণ করে, তবে কাশিলে গলা দিয়া চট্‌চটিয়া আঠা ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা ও কখন কখন রক্ত চিহ্ন যুক্ত শ্লেষ্মাও নির্গত হয়। উক্ত বেদনা প্রায়ই বুকের এক পার্শ্বে হয়; কিন্তু ইহা পাঁজরার প্রান্ত দিয়া বুক, বোগল, স্তনের নিম্ন ভাগ অথবা কণ্ঠাস্থি (Collar bone) ইত্যাদি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। ইহাতে শরীরের উত্তাপ ১০৩° ডিগ্রীর অধিক উঠিতে প্রায়ই দেখা যায় না। প্লুরা একটী মাস্তক ঝিল্লী; অতএব উহা প্রদাহযুক্ত হইলে উহাতে জলীয় পদার্থের সঞ্চার হয় এবং উক্ত জল শুকাইলে ঝিল্লী শুষ্ক, আঠা ও কঠিন (Plastic) হইয়া ফুস্ফুস ও উহার নিকটবর্ত্তী বক্ষাংশে সংলগ্ন হয়। এই সংলগ্নতাকে প্লুরাইটিক্ এডিশন্ (Pleuritic Adhesion) বলে। উক্ত প্রকারের সংলগ্নতা রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলেই ঘটিয়া থাকে এবং উহা আরাম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কোন কোন রোগীর সামান্য বেদনা যন্ত্রণা থাকে, অথবা কোন কোন রোগীর যন্ত্রণাদি একবারেই থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে অথবা কোন রোগ দ্বারা দুর্ব্বল

হইয়া পড়িলেই এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। বিচক্ষণ বহুদর্শী চিকিৎসকই কেবল পরীক্ষা করিয়া এই প্রকার রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। সচরাচর রোগ ৭ম দিবসেই যতদূর সম্ভবে বৃদ্ধি পায় এবং এসময়ে সুচিকিৎসা হইলে রোগ ক্রমে ক্রমে উপশম হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

রোগের ভোগ সময়ে বক্ষের আক্রান্ত বা বেদনাযুক্ত স্থানে শ্রবণ উপায় (Auscultation) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ফুস্ফুস এবং পাঁজরার হাড়ের আক্রান্ত বা প্রদাহযুক্ত প্লুরাতে শুষ্ক ঘর্ষণ (Friction) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। অথবা আক্রান্ত স্থানের উপর হাতের পাতা রাখিলেও অনেক সময় উক্ত ফ্রিক্শন্ স্পষ্টরূপে টের পাওয়া যাইতে পারে। এই শব্দ শীঘ্রই থামিয়া যায়, বা কখনও শুনিতে পাওয়া যায় না। প্রদাহযুক্ত প্লুরাতে যে দূষিত জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হয় তাহা শোষিয়া রোগ শেষ হইতে পারে এবং তদ্দরুণ প্লুরার দুই দিকের উপরিভাগ উহার স্বাভাবিক আদ্র'তা এবং নির্ম্মলতা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে; অথবা আক্রান্ত প্লুরার খশ্‌খশে এবং প্রদাহযুক্ত অংশ সংলগ্ন হইতে পারে, অথবা উহার মধ্যে লিম্ফ্ (Lymph) নামক ফেণবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারে। প্লুরাতে প্রদাহ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিলে উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে (১ ছটাক হইতে ১॥।২ সের) দূষিত জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইতে পারে। এই প্রকারে সঞ্চিত জল স্থিতি স্থাপক ফুস্ফুসের উপর চাপ দিয়া উহার কার্য্য বোধ করিতে পারে এবং হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি যন্ত্রকে স্থান ভ্রষ্ট করিতে পারে এবং তদ্দরুণ বক্ষ বহির্দ্দেশ পানে ফুলিয়া উঠিতে পারে।

বক্ষের আক্রান্ত স্থানের উপর প্রতিঘাতে পার্কাশন্ সাউণ্ড্ ডাল্ (Dull) হয়, বেসিকুলার ব্রিদিং সাউণ্ডের অভাব, ব্রঙ্কিয়াল্ রেস্পাইরেশন্, ব্রঙ্কোফনি, বোকেল্ বাইব্রেশনের বিনাশ হয় এবং অতিরিক্ত পরিমাণে জলীয় পদার্থের সঞ্চার হইলে হৃৎপিণ্ড, ডায়েফ্রাম্ নামক পেশী ইত্যাদি স্থান ভ্রষ্ট হওয়ার লক্ষণাদি টের পাওয়া যায়। প্লুরার মধ্যে জল সঞ্চিত হওয়ার পরিমাণ বুঝিয়া ডাল্নেস্ টের পাওয়া যায়। প্লুরার পশ্চাৎদ্দেশের সর্ব্ব নিম্নভাগেই এই ডাল্নেস্ প্রথমতঃ টের পাওয়া যায়। সঞ্চিত জলীয় পদার্থের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ডাল্নেস্ বুকের আক্রান্ত পার্শ্ব এবং সম্মুখের দিকে উর্দ্ধ দিকে বিস্তৃত হইয়া সমুদয় অংশে টের পাওয়া যায়। ইহার ডাল্নেস্ নিউমোনিয়ার ডাল্নেস্ অপেক্ষাও দুর্ব্বল বলিয়া অনুভূত হয়। আবার অনেক সময়

রোগীর শুইয়া বা বসিয়া থাকিবার ভাব ভঙ্গি বুঝিয়া ডাল্‌নেস্ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যদি প্লুরার মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ উক্ত জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হয় যাহার দরুণ কেবল কণ্ঠাস্থির নিম্ন ভাগেই রিজনেন্স্ পাওয়া যায়, তবে উক্ত শব্দ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশেষ রূপে টিম্পেনাইটিক্ (Tympanitic) হয়। ফুস্ফুস নিবাট হওয়া এবং প্লুরাতে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার দরুণই বৃহৎ বায়ুনলের মধ্যে শব্দ যাতায়াত করাতে ব্রঙ্কিয়াল্ রেস্পাইরেশন্ এবং ব্রঙ্কোফনির (Bronchial Respiration and Bronchophony) উদ্রেক হয়। অনেক সময় এই ব্রঙ্কোফনির সঙ্গে সঙ্গে ছাগলের ডাকের ন্যায় কম্পমান শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দটীকে ইগোফনি (Egophony) বলে। বক্ষের আক্রান্ত অংশের উপর হাতের পাতা রাখিয়া রোগীকে কথা বলাইলে বুকের মধ্য হইতে যে এক প্রকারের আলোড়ন (Vibration or Fremitus) নিউমোনিয়া রোগে অনুভূত হয় তাহা প্লুরিসিতে অনুভূত হয় না। এইটী প্লুরিসির একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ বলিয়া অনুমিত। উক্ত বাইব্রেশন্ বা ফ্রিমিটাস্ নিউমোনিয়াতে সচরাচর অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্লুরিসি হইলে কথা বলার সময় বুকের উপর হাতের পাতা রাখিলে উক্ত বাইব্রেশন্ বড় টের পাওয়া যায় না বা একবারেই টের পাওয়া যায় না। আক্রান্ত পার্শ্বে অতিরিক্ত পরিমাণে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইলে উহাতে কোন প্রকারের শব্দ শুনারই সম্ভাবনা থাকে না।

হৃৎপিণ্ড স্থানভ্রষ্ট হইলে উহার দপ্‌দপানির শব্দ স্বস্থানে না হইয়া অপর স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। যদি বক্ষের বাম পার্শ্বে অতিরিক্ত পরিমাণে জলীয় পদার্থের সঞ্চার হয়, তবে হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি বক্ষাস্থি বা ষ্টার্ণামের (Sternum) ডাইন অংশে শুনিতে পাওয়া যায়। মিডিয়েষ্টিনাম্ (Mediastinum) ষ্টার্ণামের এক বা অপর অংশে সরিয়া পড়িতে পারে এবং ডায়েফ্রাম্ ও যকৃত বা পাকস্থলী নীচের দিকে সরিয়া পড়িলে উক্ত দিকে প্রতিঘাত করিলে ডাল্‌নেস্ পাওয়া যায়। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শৈশবাবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্র স্থান ভ্রষ্ট হইলে উহা বড় স্পষ্টরূপে টের পাওয়া যায় না।

প্লুরাতে যত অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থের সঞ্চার হয় তত অধিক পরিমাণে রোগীর শ্বাস কষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত সঞ্চিত জলীয় পদার্থের যত অধিক চাপ ফুস্ফুসের উপর পড়ে তত অধিক শ্বাস কষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রোগী সুস্থ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, কারণ, সুস্থ পার্শ্বে শয়ন করিলে আক্রান্ত পার্শ্বের সঞ্চিত

জলীয় পদার্থ সম্বলিত প্লুরার ভারি চাপ অধিক প্রবল রূপে পড়িয়া সুস্থ পার্শ্বের ফুস্ফুসের আলোড়ন বন্ধ হইয়া এরূপ কষ্টের উদ্রেক হয়। এ সময়ে বেদনা থাকিলেও আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে রোগীর বিশেষ কষ্ট হয় না। মাপিলে বক্ষের সঞ্চিত জলীয় পদার্থ বিশিষ্ট অংশ সুস্থ অংশ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হয়। আবার ইহাও আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে সুস্থাবস্থায় বা স্বভাবতঃ অনেকের বক্ষের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ বাম অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা কতকটা বৃহৎ থাকে। দৃষ্টি উপায় (Occular Examination) দ্বারা পরীক্ষা দ্বারা বক্ষের আক্রান্ত পার্শ্ব সুস্থ অংশ অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া দৃষ্ট হয়, পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী পেশী গুলির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না এবং প্রচুর জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার দরুণ পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন স্থান গুলি উচ্চ, ফুলিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কণ্ঠাস্থির নিম্ন প্রদেশস্থ (Infra-clavicular Region) গর্ত্তের ন্যায় স্থান ফুলা বা পূর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয় এবং স্কন্ধ নিম্ন দিকে নামিয়া পড়িয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। (কোন বিশেষ কারণে (যে কারণ আমরা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই) বক্ষের বাম পার্শ্বের মধ্যে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত অধিক হইতে দেখিতে পাই)। কয়েক দিন পরে রোগের লক্ষণাদি কমিতে থাকে এবং বক্ষের আক্রান্ত পার্শ্বস্থিত প্লুরার মধ্যে সঞ্চিত জলীয় পদার্থ গুলির শোষণ কার্য্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আক্রান্ত প্লুরা বক্ষ প্রাচীর বা ফুস্ফুসে সংলগ্ন (Adhesion) হয়। যদি প্লুরা ফুস্ফুসে সংলগ্ন হয়, তবে সঞ্চিত জলীয় পদার্থ গুলি শোষিয়া গেলেও ফুস্ফুস যথোচিত পরিমাণে বিস্তৃত হইতে না পারিয়া বক্ষের আক্রান্ত পার্শ্ব স্বাভাবিক অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। যদি প্লুরাতে জলীয় পদার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হয়, তবে পাঁজরার হাড় গুলি একত্রিত হইয়া যায় এবং উহার মধ্যবর্ত্তী স্থানের চিহ্ন একবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং উহা অধিকতর বাঁকা হয় বা আপন মেরুতে মোচড়াইয়া থাকে, স্কন্ধ নিম্ন দিকে ঝুলিয়া পড়ে, স্কন্ধাস্থির কোণ বহির্দ্দিকে বাহির হইয়া পড়ে এবং মেরুদণ্ড বাঁকিয়া পড়ে। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত পার্শ্ব দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে এবং তদ্দরুণ অপর দিকের ফুস্ফুস বিস্তৃত হইয়া আক্রান্ত পার্শ্বের অনেক স্থান অধিকার করিয়া জোড়িয়া থাকিতে পারে।

এক প্রকার প্লুরিসি আছে যাহাকে এক পার্শ্বের ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ বা লেটারেল্ প্লুরিসি (Lateral Pleurisy) বলে। ইহাতে আক্রান্ত স্থানে বেদনা বা যাতনা, কাশি কিম্বা শ্বাস কষ্ট নাও থাকিতে পারে, অথচ আক্রান্ত পার্শ্বের

প্লুরার মধ্যে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠিতে পারে। প্লুরিসি ব্যতীতও প্লুরার মধ্যে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইতে পারে। ইহা অনেক সময় হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রকোষের অসুখ বা কখন কখন রক্তাল্পতার (Anœmia) দরুণও হইতে পারে। ইহাকে হাইড্রো-থোরাক্স (Hydrothorax) বলে। যদি প্লুরা প্রদাহ-যুক্ত হইয়া বক্ষের মধ্যে পূঁয সঞ্চিত হয়, তবে রোগটীকে এম্পাইমা (Empyema) বলে। ইহা স্ত্রী লোক অপেক্ষা পুরুষকে অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। এই রোগকে কোন কোন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত প্রকৃত এবং কৃত্রিম এম্পাইমা (True and False Empyema) বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রকৃত এম্পাই-মাতে প্লুরার মধ্য হইতে পূঁয উৎপন্ন হয় এবং কৃত্রিম এম্পাইমাতে ফুস্ফুস বা যকৃতের ফোঁড়া ফাটিয়া উহার পূঁয বক্ষ কোটরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন পাঁজরার হাড়ের মধ্যস্থিত পেশীযুক্ত স্থানের মধ্যে পূঁয সঞ্চিত হইয়া ফোঁড়ার ন্যায় বহির্দ্দেশ পানে ফুলিয়া উঠে। প্রচাপনে উক্ত স্ফীত স্থানে পূঁযের আলোড়ন স্পষ্ট অনুভূত হয়। যদি বক্ষের বাম পার্শ্ব উক্ত প্রকারে স্ফীত হয়, তবে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক বার দপ্ দপ্ করার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়ার ন্যায় স্ফীত স্থানে দপ্দপানি টের পাওয়া যায়। এই প্রকার পাল্‌সেটিং এম্পাইমার (Pulsating Empyema) সঙ্গে এনিউ-রিজিমের (Aneurism) ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই ভ্রম হইতে পারে না। কারণ, পাল্‌সেটিং এম্পাইমাতে স্ফীত স্থান নিশ্বাসে কম স্ফীত হয় এবং প্রশ্বাসে অধিক স্ফীত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে এনিউরিজেমের থ্রিল্ এবং ব্রুই (Thrill and Bruit) থাকে না। যদি স্ফীত স্থান অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া পূঁয বাহির করিয়া ফেলাই যুক্তি সঙ্গত হয়, অথচ এম্পাইমা হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে ছুরি দিয়া না কাটিয়া স্ফীত স্থানে এস্পাইরেটার (Aspirator) নামক যন্ত্রের সূচী আক্রান্ত স্থানে বিঁধাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কখন কখন রোগ পুরাতন হইলে আক্রান্ত স্থানে পাজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্লুরায় ক্ষত হইয়া পেশীর মধ্য দিয়া বিস্তৃত হয়, বা পাঁজ-রার হাড়ে পচা লাগিয়া বুকের উপর ছিদ্র হইয়া থাকে। এই ছিদ্রকে প্যারাইটেল্ ফিচ্চুলা (Parietal Fistula) বলে। পক্ষান্তরে ফুস্ফুস আবরণ করিয়া যে প্লুরা থাকে উহাতে ছিদ্র হইয়া বায়ুনলে ছিদ্র হইতে পারে। জলীয় পদার্থগুলি বাহির হইয়া গেলেও যদি এই ছিদ্র বুজিয়া না যায়,

তবে উহাকে বায়ুউপনলীয় নালী বা বুঙ্কিয়াল্ ফিচ্চুলা (Bronchial Fistula) বলে।

অনেক সময় প্লুরার মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে রোগ হইলে রোগটীকে নিউমোথোরাক্স্ (Pneumothorax) বলে। আবার নিউমো-থোরাক্সে যদি সঞ্চিত জলীয় পদার্থের সঙ্গে বায়ু থাকে, তবে রোগটীকে নিউমোথোরাক্স উইথ্ এফিউশন্ (Pneumo-thorax with Effusion) বলে। নিউমোথোরাক্সে আক্রান্ত বক্ষাংশে প্রতিঘাত করিলে অস্বাভাবিক রিজনেন্স্ (Abnormal Resonance) এবং শ্রবণ উপায় দ্বারা বক্ষ পরীক্ষা করিলে রেস্পাই-রেটারি মার্ম্মার (Respiratory murmur) অল্পই শুনা যায়, বা উহা একেবারেই শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কাশি এবং স্বর ধাতুর ধনির ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। এই শব্দকে এম্ফোরিক্ ব্রিদিং এবং রিজনেন্স্ (Amphoric Breathing and Resonance) বলে। একটী ধাতু নির্ম্মিত চোঙ্গের ন্যায় খালি পাত্রের মধ্য দিয়া টেরা ভাবে ফুঁ দিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেরূপ শব্দকেই এম্ফোরিক ব্রিদিং বা রিজনেন্স্ বলা যায়। যদি ষ্টেথস্কোপ্ বক্ষের আক্রান্ত পার্শ্বের এক দিকে লাগাইয়া উহার অন্য এক অংশে হাতের নখ দ্বারা প্রতি-ঘাত করা যায়, অথচ বক্ষের উপর একটী টাকা বা পয়সা রাখিয়া অন্য একটী টাকা বা পয়সা দ্বারা আঘাত করা যায়, তবে একটী উচ্চ টন্‌টন্ প্রতি-ধ্বনিত শব্দ শুনা যায়। এই শব্দটীকে এম্ফোরিক একো (Amphoric Echo) বলে। কোন একটী খালি হাঁড়িতে কাণ দিলে যেরূপ হয়, এই শব্দটীও সেরূপ শুনা যায়। যদি প্লুরার মধ্যে জলীয় পদার্থের সঙ্গে বায়ু থাকে, তবে বুক নাড়িলে বা আলোড়ন করিলে (On succussion) মেটেলিক টিঙ্কলিং (Metallic Tinkling) শব্দ শুনা যায়। কোন এক রুদ্ধ কোটরে বায়ুর বুদ্‌বুদ্ ফাটিয়া যাওয়ার দরুণই সম্ভবতঃ এই শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রোগ নির্ণয়। প্লুরিসি প্লুরোডিনিয়ার সঙ্গে ভ্রম হইতে পারে। (বক্ষের পেশীতে বেদনাকে প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) বলে।) কিন্তু উল্লিখিত লক্ষণাদি সাবধানতার সহিত পাঠ করিলে এইরূপ ভ্রম হইতে পারে না। তবে প্লুরিসির সঙ্গে নিউমোনিয়ার ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। নিউ-মোনিয়াতে শরীরের উত্তাপ প্লুরিসির উত্তাপ অপেক্ষা অধিক হয় এবং ইহাতে গাত্রদাহ প্লুরিসির গাত্রদাহ অপেক্ষা অধিক উগ্র এবং নিউমোনিয়াতে মুখ মণ্ডলের আরক্ত ভাব প্লুরিসি অপেক্ষা অধিক। প্লুরিসিতে পার্শ্বে বেদনা

সূচী বিধানের ন্যায় (যাহাকে প্লুরাইটিক্ ষ্টিচ্ (Pleuritic Stitch) বলে); কিন্তু নিউমোনিয়াতে পার্শ্বে বেদনা সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় না। প্লুরিসিতে কাশি নিউমোনিয়ার কাশি হইতে ভিন্ন আকারের। নিউমোনিয়াতে কাশিলে গলা দিয়া সচরাচর মরিচার রঙ্গ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা (Rusty Sputa) নির্গত হয়। প্লুরিসিতে সেরূপ শ্লেষ্মা নির্গত হয় না। নিউমোনিয়াতে ক্রিপিটেশন্ একটী বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন, এবং ইহাতে ফুস্ফুস নিরাট হইলে ইহার ডাল্‌নেস্ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া থাকে। নিউমোনিয়াব ডাল্‌নেস্ রোগীর শয়ন বা বসিবার ভাব ভঙ্গিতে স্থান পরিবর্ত্তন করে না, কিন্তু প্লুরিসিতে তাহা হইয়া থাকে। নিউমোনিয়াতে বোকেল্ ৲াইব্রেশন্ (Vocal Vibration) অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্লুবিসিতে বোকেল্ বাইব্রেশন্ পাওয়া যায় না। ফুস্ফুস বা প্লুরার কর্কট রোগেব সঙ্গে এম্পাইমার ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। কাবণ, এই উভয় বোগেই প্লুবিসি হইযা থাকে, এবং উভয় বোগেই হৃৎপিণ্ড স্থান ভ্রষ্ট হইতে পারে, প্রতিঘাতে ডাল্‌নেস থাকিতে পারে, রেস্পাইরেটারি মার্ম্মারের অভাব হইতে পাবে, রোগী সুস্থ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, এবং বক্ষেব আক্রান্ত পার্শ্ব শোথের ন্যায় স্ফীত হইতে পারে। আবার দক্ষিণ প্লুরার এম্পাইমা অনেক সময় যকৃতের বিবৃদ্ধির সঙ্গে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যকৃতের বিবৃদ্ধিতে পাঁজরার মধ্যবর্ত্তী স্থানের পক্ষাঘাত হয় না, ইহাতে বক্ষের মধ্য এবং উর্দ্ধাংশে প্রতিঘাত করিলে রিজনেন্স্ পাওয়া যায়। ইহাতে বেস্পাইরেটারি মার্ম্মারের আবেগ্ বক্ষের পশ্চাৎদেশের নিম্নভাগে ডাল্‌নেস্ অপেক্ষা অধিক প্রবল এবং ইহাতে হৃৎপিণ্ড পার্শ্বের দিকে স্থান ভ্রষ্ট না হইয়া উর্দ্ধ দিকে সরিয়া পড়ে।

ভাবিফল। যদি এক পার্শ্বের প্লুরা আক্রান্ত হয়, তবে রোগী আরাম হয়। যদি দুই পার্শ্বের প্লুরাই আক্রান্ত হয়, তবে, অথবা প্লুরিসি ব্রাইট্স্ ডিজিজ্, টিউবারকিউলোসিস্, ক্যান্সার ইত্যাদি পুরাতন আকারের রোগের বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ার সময় হইলেও কেবল ইহার দরুণ রোগীর মৃত্যু হয় না এরূপ বলা যাইতে পারে।

কারণ। যে সকল কারণে ফুস্ফুস বা আভ্যন্তরিক অন্যান্য যন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন হয়, সে সকল কারণেই ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে। হিম, ঠাণ্ডা বা শীতল বাতাস গায় লাগা; গায় হঠাৎ ঘর্ম্ম মজিয়া যাওয়া; কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হওয়া অথবা অতিরিক্ত শারীরিক

পরিশ্রম ইত্যাদি কর্তৃক গুলি প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত। ঠাণ্ডা লাগিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রায় চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর সুস্থ থাকিলে গায় যত ঠাণ্ডা লাগুক না কেন, কেবল উহা দ্বারা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ আমার বিশ্বাস হয় না। তবে কোন প্রকারে অঙ্গ চালনা না করিয়া অনেকক্ষণ এক স্থানে স্থির ভাবে বসিয়া বা শুইয়া থাকিয়া গায় হিম বা প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসাদি লাগাইলে কেবল ঠাণ্ডা লাগাইয়া যে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না এরূপও বলা যাইতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগা একটী উদ্দীপক কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহাকে রোগের একটী প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। একজ্বর, স্ফোটক-জ্বর (বিশেষতঃ হামজ্বর), মূত্রকোষের ব্রাইট্স্ ডিজিজ্ ইত্যাদি রোগের ভোগ সময়ে প্লুরিসি একটী উপসর্গ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে। বক্ষের উপর কোন প্রকারের প্রদাহ থাকিলে উহা বিস্তৃত হইয়া প্লুরা আক্রমণ করিতে পারে। স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর স্তনে অতিরিক্ত পরিমাণ দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়া ফোঁড়া হয় এবং পাকিয়া উহাতে পূঁয হয় ও অনেকের অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকে। অনেক কাল রোগ ব্যাপীয়া থাকিলে প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া প্লুরাতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা এতদ্দেশে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় পড়িয়া যাইয়া পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুণ ভাঙ্গা হাড়ের খোঁচা প্লুরায় বিঁধিয়াও এই রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

যাঁহারা প্রচলিত নিয়মানুসারে বক্ষের আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিতে স্বক্ষম কেবল তাঁহাদিগেরই এই রোগের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করা উচিত। এরূপ চিকিৎসকের অভাবে লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহার করিলেও অনেক রোগীর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

একোনাইট রাড়িক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। শীত কম্প হইয়া জ্বর হয়; নাড়ী পূর্ণ, গোল এবং মোটা; চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করা; প্রবল পিপাসা; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; শ্বাসকষ্ট বা নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা; বুকে সূচী বা ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত

জন্মে; শুষ্ক কাশি; রোগী ডাইন পাশে শুইতে পারে না; মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি স্বাভাবিক নিঃসরণ রুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। কোন প্রকার আঘাত পাওয়ার পর রোগোৎপন্ন হইলে; পাঁজরার হাড মোচড়াইয়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; বুকের বাম পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও ঘন ঘন শুষ্ক কাশি; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ টাটানি; বিছানা শক্ত বলিয়া অনুভূত হওয়ার দরুণ রোগী বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। গাল লালবর্ণ ও উষ্ণ; রোগী আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে; শ্বাস কষ্ট; আক্রান্ত পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা যাহা নিশ্বাস টানিতে বা সামান্য নড়া চড়াতেই বৃদ্ধি পায়; শিরঃপীড়া যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে; সোজা হইয়া বসিলেই বমনোদ্বেগ ও মূর্চ্ছা; অনেকক্ষণ পর অত্যন্ত পিপাসা, অধিক পরিমাণে জল পান না করিলে যাহা নিবারিত হয় না; মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন; রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। আক্রান্ত পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। প্লুরিসির চিকিৎসায় ইহা একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া আমার বিশ্বাস। অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াই আমার এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ ডাঃ। বুকের মধ্যে জ্বালা ও টাটানি; স্কন্ধাস্থি হইতে বুকের সমুদয় দক্ষিণ পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; রাত্রিতে ও বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি; জিহ্বা আর্দ্র ও অত্যন্ত পিপাসা; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়ার দরুণ যন্ত্রণাদির কোনও উপশম হয় না; রাত্রিতে সমুদয় লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রোগীর গরমীর ব্যারামের দোষ থাকিলে এই ঔষধ আরো উপকারী। গরমীর ব্যারামের দোষ থাকিলে এই ঔষধের ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন্ মাত্রায়, ব্যবহার করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

ফস্ফরাস ৩ বা ৬ ডাঃ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টদায়ক; বুকে ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা যাহা বাম পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয়; পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রচাপনে বেদনাযুক্ত হয়; বুকে আঁটা বোধ ও শুষ্ক

প্রবল কাশি; উদরে দুর্ব্বল ও খালি বোধ; অন্ত্রে কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনা ও কখন কখন বমন; মল লম্বা, সরু ও কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। প্লুরিসির সঙ্গে নিউ-মোনিয়া থাকিলে ইহা আরো উপকারী।

রাস্‌টক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বাত রোগের দরুণ অথবা হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শরীর ভিজিয়া বা কোন ভারি বস্তু উঠানের সময় প্রবল বেগে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিশ্বাসবদ্ধ দ্বারা রোগোৎপন্ন হওয়া; জ্বরের লক্ষণাদি দুরীভূত হইয়া যদি বুকে বেদনা হয় যাহা এক স্থানে সর্ব্বদা থাকে না এবং শ্বাসকষ্ট ও সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা থাকে; বিশ্রামে বেদনাদির বৃদ্ধি এবং উপশম পাওয়ার আশায় রোগী বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। যদি প্লুরিসির সঙ্গে সঙ্গে ফুস্ফুস প্রদাহযুক্ত হয় এবং উল্লিখিত অন্যান্য ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার না দর্শে; বুকে বেদনাদি বর্ত্তমান থাকে, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয়; ঘন ঘন শুষ্ক কাশি ও বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও সামান্য নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি পায়; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ও শরীরে উষ্ণানুভূত হয়; বারম্বার মাথার উপরিভাগে উষ্ণানুভব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ২ বা ৩ ক্রমের গুঁড়া, ৩ বা ৬ ডাঃ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্ট দায়ক; চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ অথবা ঘর্ম্ম হইয়া শরীর ঠাণ্ডা হওয়া, বুকের মধ্যাংশ মকমল কাপড় দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া অনুভূত হয়; তরল কাশি এবং বুকের মধ্যে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার হওয়ার ন্যায় ঘড়্ ঘড়ী; কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; মাথাঘোরা ও নিদ্রাবেশ; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রম হওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে ১ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা দেওয়া উচিত। রোগ কমিয়া আসিলে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা, এবং রোগ কতক পরিমাণে পুরাতন আকার ধারণ করিলে প্রতিদিন মনোনীত ঔষধের ১, ২ বা ৩ মাত্রা সেব্য।

আনুসঙ্গিক উপায়। রোগীর পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ফুস্ফুস প্রদাহের অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কাঠের কয়লার আগুনে ফ্লানেল কাপড় গরম করিয়া বুকের

আক্রান্ত স্থানে সেক দিলে, অথবা এক খানি সূতার কাপড়ের নেকড়ার মধ্যে কতক পরিমাণ লবণ ভরিয়া কাঠের কয়লার আগুণে গরম করিয়া বুকের আক্রান্ত স্থানে সেক দিলে রোগী অনেক উপশম অনুভব করে।

কৃত্রিম ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া

(PLEURODYNIA OR FALSE PLEURISY.)

ইহাতে বুকে বাতের বেদনার ন্যায় এক প্রকার বেদনা হয়। এই বেদনা প্লুরিসির সঙ্গে অনেক সময়ে ভ্রম হইয়া থাকে। ইহাতে বুকের কোন কোন অংশে বেদনা হয়। এই বেদনা অধিকাংশ সময়েই বুকের পার্শ্বে হইয়া থাকে। বেদনা সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়। এই বেদনা সময়ে সময়ে অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে। কিন্তু ইহা সচরাচর অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে না। কোন কোন রোগীর এই বেদনা অনেক দিন ব্যাপিয়াও থাকিতে পারে। ইহাতে প্লুরিসির ন্যায় কাশি বা জ্বরের লক্ষণাদি থাকে না। এই বেদনা বুকের পেশীতে অনুভূত হয়। প্রচাপনে, দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং কখন কখন আক্রান্ত পার্শ্বের অপর দিকের বাহু সঞ্চালনে উক্ত বেদনার বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা যাহা বাম স্তন প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয়; নিশ্বাস টানিবার সময়ই বেদনার অধিক উদ্রেক হয়; বেদনার দরুণ শ্বাস কষ্ট; কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর বেদনা হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। বুকের পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় প্রবল বেদনা; নিশ্বাস প্রশ্বাস ও সামান্য নড়া চড়াতে বেদনার বৃদ্ধি; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে; কোষ্ঠবদ্ধ বা শুষ্ক ও কঠিন মলত্যাগ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা নিশ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষের পেশী সঞ্চালনের দরুণ বৃদ্ধি হয়; বুকে ও পার্শ্বে বেদনা অথবা চিড়িকমারা বা চাপিলে বুকের উপর

বেদনাযুক্ত হয়; নড়াচড়াতে, দীর্ঘ নিশ্বাসে, হাঁই তুলিলে, গা ভাঙ্গিলে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার করিলে বেদনার বৃদ্ধি; মদ্যপানে আত্যাচারীগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। শয়ন করিয়া থাকিলে বুকে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; রাত্রিতেই বেদনার উদ্রেক অধিক হইয়া থাকে; বেদনা অতি শীঘ্র শীঘ্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়; সন্ধ্যার সময় ও বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদে ও দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা যাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহা শয়ন করিয়া থাকিলে বা হাত ঊর্দ্ধ দিকে উঠাইলে বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অথবা পুরাতন ক্ষত শুকাইবার পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে ২।৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা, বা প্রতি দিন ২ বা ৩ মাত্রা সেব্য।

হিমপ্‌টিসিস্‌, রক্তোৎকাশি বা ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব

(HŒMOPTYSIS,—SPITTING OF BLOOD,—HŒMORRHAGE FROM THE LUNGS.)

যে রোগে কণ্ঠনালী (Larynx), বায়ু বৃহৎনল বা ট্রেকিয়া (Trachea), বায়ুউপনল (Bronchial tubes), অথবা ফুস্ফুসের বায়ুকোষ (Air-Cells) হইতে মুখ দিয়া রক্ত উঠে, তাহাকেই রক্তোৎকাশি বা হিমপ্‌টিসিস্‌ বলে। কখন কখন রক্ত মুখ দিয়া বাহির না হইয়া ফুস্ফুসের বায়ু-থলিয়াতে (Air-Sacs) পড়ে। এরূপ হইলে রোগটীকে পাল্‌মুনেরি আপোপ্লেক্‌সী (Pulmonary Apoplexy) বলে। ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব হওয়ার পূর্ব্বে বুকের মধ্যে বেদনা, উষ্ণ ও পূর্ণ বোধ হয় এবং তৎপর গলার মধ্য দিয়া রক্ত বাহির হইবে মুখে এরূপ বা লোণা স্বাদ অনুভূত হয়। দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে টাটানি, গা মাটি মাটি করা বা

আলস্য বোধ, মানসিক অবসন্নতা, মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব, কম কি অধিক পরিমাণে শ্বাস কষ্ট, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন, গলার মধ্যে সুড়্ সুড়্ করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং কাশিলেই অনায়াসে বা বিনা কষ্টে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিয়া রক্ত নির্গত হয়। কখন কখন বুকের মধ্যে জ্বালানুভূতও হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর শুষ্ক খুশ্‌খুশে কাশি ব্যতিত অন্য কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না। যদি বায়ুনলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত বহা নালী দিয়া রক্ত নির্গত হয়, তবে রক্ত পরিমাণে অতি অল্প হয় ও উহা উজ্জ্বল লাল বা কাল্‌চে লালবর্ণ তরল বা জমাট অবস্থায় নির্গত হয়। ইহাকে রক্তোৎকাশি বা থুথুর সঙ্গে রক্ত নির্গমন বলে। কিন্তু ফুস্ফুসে স্ফোটক বা টিউবার্কেল্‌স্ (Tubercles) ইত্যাদি হইয়া যদি বৃহৎ রক্তবহা নালী ফাটিয়া রক্ত নির্গত হয়, তবে গলা ও নাক দিয়া স্রোতের ন্যায় রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব, পাল্‌মুনেরি হিমারেজ্ বা হিমারেজ্ ফ্রম্ দি লাঙ্গ্‌স্ বলে এবং ইহা এক ভয়ানক রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ। অনেক রোগীর অর্দ্ধ পোয়া হইতে ১ সের, ১॥ সের রক্তও নির্গত হইতে দেখা যায়। যাহাদিগের এই প্রকার রক্তস্রাব হয় তাহাদিগের সকল প্রকারের উত্তেজনা পরিত্যাগ এবং স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকা উচিত। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব হইয়াই রোগীর হঠাৎ মৃত্যু কদাচিত হইয়া থাকে। তবে ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব যে প্রকার রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ সে রোগটীর (যক্ষ্মাকাশ) নাম শুনিলে বোধ হয় সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে।

কারণ। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম; অতিরিক্ত ভারি দ্রব্য উঠান; মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, রজঃস্রাব ইত্যাদি স্বাভাবিক নিঃসরণ রুদ্ধ হওয়া; কোন প্রকার ধাতু বা চুন ইত্যাদির কণা নিশ্বাস দ্বারা বায়ুনল, ফুস্ফুসাদিতে প্রবিষ্ট হওয়া; অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবল বেগে ফুঁ দেওয়া বা বাঁশি ইত্যাদি বাজান, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, বক্তৃতা বা গান করা; অথবা ফুস্ফুসের কোন প্রকারের যান্ত্রিক অসুখ এই রোগের কতক গুলি প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা। রক্তস্রাবের সময় ও রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার কয়েক দিন পর পর্য্যন্তও একটী উচ্চ বালিসের উপর রোগীকে চীত ভাবে হেলান দেওয়াইয়া রাখিবে এবং তাহাকে কথা বলিতে দিবে না। যদি অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয় এবং কোন মতেই না থামে, তবে একখানি রুমাল লইয়া বাম

বাহু এবং অন্য একখানি রুমাল লইয়া দক্ষিণ উরু কসিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। উহাতেও যদি রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তবে দক্ষিণ বাহু ও বাম উরুও উক্ত প্রকারে বাঁধিয়া রাখিবে। রক্তস্রাব বন্ধ হইলে উক্ত বন্ধনী ক্রমে ক্রমে ঢল্-ঢলে করিয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি সেবন করিবে।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রক্তস্রাবের পূর্ব্বে বুকের মধ্যে পূর্ণ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা; হৃৎস্পন্দন; মনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা, অত্যন্ত ভয় ও স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

আর্ণিকা.৩ বা ৬ ডাঃ। বুকে কোন প্রকারের আঘাত লাগা বা পড়িয়া যাওয়ার দরুণ বুকে বা পৃষ্ঠদেশে চোট পাইয়া রক্তস্রাব; গলা দিয়া কালচে জমাট রক্তস্রাব; বক্ষাস্থির নিম্নে সুড়্ সুড়্ করা এবং থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, কাশিলে বুকেব মধ্যে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; রোগী যে বিছানায় শয়ন করে তাহা অতি কঠিন বলিয়া অনুভূত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। মস্তিষ্ক ও বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তা-বরোধ; অনবরত বায়ুনলের উপরিভাগে সুড়্সুড়ী ও তদ্দরুণ কাশির উদ্রেক হইয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা নড়া চড়াতে বৃদ্ধি পায়; মাথা হেট করিলে অথবা মাথা হেট করার পর সোজা হইলে মাথা ঘোবা; প্রত্যেকবার গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই সর্দ্দি লাগে ইত্যাদি এই ঔষধেব প্রাকৃতিক লক্ষণ।

চায়না ৬ বা ১২ ডাঃ। রক্তস্রাব বা অন্যান্য স্বাভাবিক নিঃসরণের অতিরিক্ত স্রাব; কাণে গুন্ গুন্ শব্দ হওয়া ও মূর্চ্ছা; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রক্ত-স্রাব আরম্ভ হইয়া এক দিন-অন্তর একদিন উহার বৃদ্ধি হয়; প্রাতে ও রাত্রিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ডাল্কেমেরা ৩ বা ৬ ডাঃ। বায়ুনলের উপরিভাগে প্রায় সর্ব্ব-দাই সুড়্ সুড়্ করিয়া কাশির ইচ্ছা হয়; গলা দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত নির্গমন; সর্দ্দি বা কয়েক দিন স্থায়ী তরল কাশির দরুণ রক্তস্রাব; বহির্ব্বায়ু শীতল হইলে রোগের বৃদ্ধি হয়; প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা ঘোরে ও মাথা ঝিম্ ঝিম্ কবে এবং সমুদয় শরীর কাঁপে ও বোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ফেরাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রক্তস্রাব এবং বুকের নানা স্থানে ক্ষণস্থায়ী বেদনা, আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয়; রক্তস্রাব এবং দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা; গলা দিয়া উজ্জ্বল লাল রক্ত নির্গমন; হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস কষ্ট; সামান্য মানসিক উত্তেজনা, অবসন্নতা বা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ও টল্‌টলে হয়; লম্বা ক্ষীণ শরীর বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

হামামেলিস্ ১ বা ৩ ডাঃ। প্রচুর পরিমাণে গলা দিয়া কাল্‌চে রক্তস্রাব, যাহা অনায়াসে মুখে আসিয়া পড়ে এবং রক্ত নির্গত হওয়ার সময় বোধ হয় যেন বুকের মধ্য দিয়া উষ্ণ জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে; মনের অস্থিরতা একবারেই থাকে না; কখন কখন মুখের মধ্যে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়; স্ত্রীলোকের বাম ডিম্বকোষে বারম্বার বেদনা, যাহা জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ইপিকাকিউএনা ১ বা ৩ ডাঃ। ফুস্‌ফুস হইতে প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল বর্ণ ফেণাযুক্ত রক্ত স্রাব এবং রক্ত স্রাব হওয়ার পূর্ব্বে বুকের মধ্যে বায়ু বুদ্‌বুদের ন্যায় শব্দ হওয়া; মুখে রক্তের লোন্তা স্বাদ; সামান্য বমনোদ্বেগ এবং দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যদি বমন বা বমনোদ্বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে এই ঔষধের ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য।

অনেক সময় আঘাতজনিত রক্তোৎকাশি বা ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব আর্ণিকা সেবনে নিবারিত হয় না। এমতাবস্থায় মিলিফোলিয়াম্ ৩ বা ৬ ডাঃ সেবনে অনেক রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গলা দিয়া ফিকা লাল বর্ণের তরল রক্ত নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সামান্য কাশি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

হায়োসায়েমাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রক্তস্রাবের পূর্ব্বে শুষ্ক কাশি, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যাহার দরুণ রোগী উঠিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; ঘুমের ঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠিয়া মুখ মণ্ডল লালবর্ণ হয় ও রোগী স্থির ভাবে তাকাইয়া থাকে, যে সকল বস্তু সম্মুখে থাকে তাহা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় এবং তদ্দরুণ হাত বড় হইয়াছে বলিয়া রোগী তাহার আপন হাত পানে তাকায় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ফস্ফরাস ৩ বা ৬ ডাঃ। বুকে আঁটা বোধ ও কঠিন শুষ্ক কাশি;

রজঃস্রাবের সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া গলা দিয়া রক্ত উঠা; স্ফোটক রোগের (Tubercular) ধাতু ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। অনিবার্য্য রক্তস্রাব; রক্ত কাল্‌চে ও জমাট, থানা থানা; তরলকাশি; রাত্রিযোগে স্নায়বিকতা; উষ্ণ ঘরেও শীতবোধ; বুকের নিম্নভাগে দুর্ব্বল ও বেদনানুভব; গা বমি বমি করা ও পেটে খালি বোধ, রোগী বিশুদ্ধ শীতল বাতাস সেবন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে; উষ্ণ ঘরে অসুখের বৃদ্ধি; স্বল্পরজঃস্রাব বা রজঃ রোধ ইত্যাদির দরুণ রক্তোৎকাশিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

রাস্‌টক্স্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। অত্যন্ত শুষ্ক কাশি যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার বক্ষস্থ কোন যন্ত্রাদি ছিঁড়িয়া যাইবে, উজ্জ্বল লাল রক্ত নির্গমন; বক্ষাস্থির নীচে সুড়্‌সুড়ী যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; মলত্যাগের সময় কোঁথপাড়া বা কোন ভারি পদার্থ উঠানের সময় অনেকক্ষণ নিশ্বাস বদ্ধ করা বা কোন উচ্চ দ্রব্য ধরিবার জন্য বাহু উত্তোলন ইত্যাদি কারণে রক্তস্রাব হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল হইলে যে পর্য্যন্ত রক্তস্রাবের উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত ১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধেব এক মাত্রা ব্যবস্থা। রোগের কতক উপশম হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রক্তস্রাবের সময় রোগীকে স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে চাৎ করিয়া একটী বড় বালিসের উপর হেলান দেওয়াইয়া শোয়াইয়া এমন ঘরে রাখিবে যেথানে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে। রোগীকে কথা বলিতে দিবে না। রক্তস্রাবের সময় রোগীকে বারম্বার বরফের টুকরা চোষিয়া পান করিতে দিবে। রক্তস্রাবের সময় রোগীর পথ্য কেবল টাট্‌কা গরুর দুধ হওয়া উচিত। রক্তস্রাব কতক পরিমাণে বদ্ধ হইলে মাংসের ঝোল, রুটী, দুধ সুজি ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে। পিপাসা থাকিলে শীতল জল পান করিবে। আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যাদি উষ্ণ থাকিলে ঠাণ্ডা করিয়া খাইবে। কোন প্রকার উত্তেজক আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করা উচিত নহে। রোগ কতক পরিমাণে পুরাতন আকার ধারণ করিলে রোগীকে মধ্যাহ্নে এবং বৈকালে আহারের পর ৫ ফোঁটা করিয়া কড্‌লিবার অএল খাইতে দিবে। পেটের অসুখ থাকিলে কড্‌লিবার অএলে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

যাহাতে রোগীর ক্রোধ, শোক, দুঃখ ইত্যাদি কোন প্রকারের মানসিক বিকার না হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। বাঁসি বাজান, গান করা, বক্তৃতা করা, পাহাড় পর্ব্বতে উঠা, হিম ঠাণ্ডা লাগান, যেখানে অনেক লোকের সমাগম সেখানে অনেকক্ষণ থাকা বিশেষ অনিষ্ট কর। যাহাদিগের এই রোগ থাকে, তাহাদিগের নিয়মিত রূপে পুষ্টিকর ও বলকারক দ্রব্য আহার, নিয়মিত সময়ে আহার করা ও নিদ্রা যাওয়া, প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বহির্ব্বায়ুতে নিয়মিত রূপে অঙ্গ চালনা ও যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে এমত ঘরে বাস করা কর্ত্তব্য।

ক্ষয় বা যক্ষ্মাকাশ, থাইসিস্ পাল্মুনেলিস্

(PHTHISIS PULMONALIS,—PULMONARY CONSUMPTION.)

থাইসিস্ (Phthisis) শব্দের প্রকৃত অর্থ ক্ষয় হইয়া যাওয়া। অতএব যে রোগে ফুস্ফুস ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে থাইসিস্ পাল্মুনেলিস্ বলা যাইতে পারে। এই ভয়ানক প্রাণনাশক রোগ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কি শিশু, কি অল্প বয়স্ক বালক বালিকা, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে এরূপ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ১৫।১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাগণের মধ্যে এই রোগ অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগ যেমন আস্তে আস্তে ও গুপ্তভাবে রোগীকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করে অন্য কোন রোগই এইরূপ করে না। রোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষণাদি এত অস্পষ্ট থাকে যে, অত্যন্ত বিচক্ষণ বহুদর্শী চিকিৎসকও উহা সহজে অনুমান করিতে পারেন না। কিন্তু রোগ বিকাশাবস্থা প্রাপ্ত হইলে রোগ নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত কম কঠিন হয়। আবার কখন কখন রোগ এত আস্তে আস্তে ও গুপ্ত ভাবে রোগীকে আক্রমণ করে যে, যে পর্য্যন্ত রোগী শয্যাগত না হয় সে পর্য্যন্ত কোন রোগ হইয়াছে বলিয়াও অনুভূত হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। প্রথমতঃ আস্তে আস্তে রোগীর শারীরিক শক্তির হ্রাস হয়, কিন্তু কি কারণে এই প্রকার শক্তির হ্রাস হয়, তাহা রোগী কিম্বা চিকিৎসক

বুঝিতে পারেন না। এ সময় রোগীর মানসিক অবসন্নতা অধিক হয় না; তাহার যক্ষ্মাকাশ হইয়াছে বলিয়া এক মুহূর্ত্তও রোগী মনে স্থান দেয় না; আহারাদিতে রুচি কখন থাকে, কখন বা রুচি একবারেই থাকে না এবং অজীর্ণের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। নাড়ীর অবস্থা সকলের এক প্রকার থাকে না। নাড়ী সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও সহজেই উত্তেজিত হয়। ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুম হইলেও উহা দ্বারা রোগী আরাম বোধ করে না ও ঘুমের অবস্থায় কখন কখন ঘর্ম্ম হয়। রোগী শিটা ও কৃশ হয় এবং এই লক্ষণাদি দ্বারাই রোগীর আত্মীয় বন্ধুগণের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় যে রোগীর কোন প্রকার ভয়ানক রোগ হইয়াছে। কাশি রোগের একটী প্রধান প্রাথমিক লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত। শুষ্ক ও ক্ষণস্থায়ী কাশি, গলার মধ্যে সুড়্ সুড়ীর দরুণ যাহার উদ্রেক হয়; গলা দিয়া স্বচ্ছ শ্লেষ্মা ও কখন কখন রক্ত চিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং কখন কখন বুকের স্থানে স্থানে বেদনানুভূত হয়। রক্তোৎকাশি বা গলা দিয়া রক্ত উঠা সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা রোগী বুঝিতে পারে যে তাহার যক্ষ্মাকাশ হইয়াছে। ১০০ জন যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৫০ জনের রক্তোৎকাশি বা গলা দিয়া রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ইহা রোগের প্রথমাবস্থায়, ২য় ও ৩য় অবস্থা অপেক্ষা অধিক ঘটিয়া থাকে। রক্তের পরিমাণ একবারে অর্দ্ধ ভরি হইতে তিন পোয়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় রক্তস্রাব এত অধিক হয় যে উহার দরুণ রোগীর মৃত্যু হয়। ডাক্তার ওয়াল্‌স্ (Dr. Walshe) বলেন যে, তিনি ১৩১ জন রোগীর মধ্যে ২টীর রক্তস্রাবে এরূপ মৃত্যু হইতে দেখিয়াছেন। রোগ যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে কাশিও কষ্ট দায়ক হইতে থাকে; গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা, পুঁয বা পুঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন ও কষ্ট দায়ক হয়; শরীর শীর্ণ হয়; নাড়ী দ্রুতগামী; রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever) হয় এবং গালে চক্রাকার লাল দাগ হয়; রাত্রিতে ঘর্ম্ম ও উদরাময় আরম্ভ হয়; রোগীর শরীর সম্মুখ পানে বাঁকিয়া পড়ে এবং রোগী অত্যন্ত শিটা ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ফুস্ফুসের স্ফোটক গুলি কোমল হইয়া ফাটিলে ফুস্ফুসের মধ্যে গর্ত্ত হয়। এই সময় বুকের উপর কাণ রাখিলে ফুস্ফুসের পুঁযের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ অনায়াসে শুনা যাইতে পারে; নিশ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টকর হয় এবং রোগী অনেক সময় হাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়; পায়ের পাতার সন্ধি ও পায়ের

পাতার পৃষ্ঠদেশ স্ফীত হয়; মুখ ও গলার মধ্যে ঘা হয়; কখন কখন রাত্রিতে প্রলাপ হয় এবং জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার মৃত্যু হয়। এই গুলি রোগের সাধারণ লক্ষণ ও গতি ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যক্ষ্মাকাশে ফুস্ফুসে এক প্রকার স্ফোটক বা টিউবার্কেল্ (Tubercle) উৎপন্ন হয়। এই স্ফোটক গুলির বৃদ্ধির পরিমাণ অনুসারে চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ যক্ষ্মাকাশকে তিন অবস্থায় বিভক্ত করিয়া থাকেন। (১) স্ফোটক উৎপন্ন হওয়ার অবস্থা (Stage of Deposit of Tubercles); (২) স্ফোটকে পূঁযোৎপন্ন হওয়া বা উহার কোমলতার অবস্থা (Stage of Suppuration or softening); (৩) স্ফোটক গুলি ফাটিয়া পূঁয নির্গত হওয়া এবং ফুস্ফুসে গর্ত্ত হওয়া (Expectoration of Pus &c from the Tubercles and the formation of cavities.)।

যক্ষ্মাকাশের নিদান সম্বন্ধে ১৮১৯ খ্রীঃ লেনেক্ (Laennec) বলিয়া গিয়াছেন যে "ফুস্ফুসের মধ্যে টিউবার্কেলের সঞ্চার বা উৎপত্তি যক্ষ্মাকাশের কারণ এবং উহাই রোগের প্রকৃত প্রকৃতি।" পক্ষান্তরে ১৮৬৭ খ্রীঃ নিমিয়ার (Niemeyer) বলিয়া গিয়াছেন যে "অধিকাংশ রোগীরই মৃত্যুর পর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ফুস্ফুসের মধ্যে যে টিউবার্কেল্ পাওয়া যায় তাহা রোগ অনেক বৃদ্ধি পাইলে উৎপন্ন হইয়া উপসর্গ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা রোগের আরম্ভ হইতে থাকে না।" সে যাহা হউক আজ কালকার নিদান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ লেনেকের মতই বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ সচরাচর ফুস্ফুসের স্ফোটক বিশিষ্ট রোগ বা টিউবার্কিউলোসিস্‌কেই (Tuberculosis) যক্ষ্মাকাশ, থাইসিস্ (Phthisis) বা পাল্‌মুনেরি কন্‌জাম্প্‌শন্ (Pulmonary Consumption) বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কিন্তু তৎপর আবার অনেক নিদান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "ফুস্ফুসের অনেক রোগ আছে যাহা বাস্তবিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোগ হইলেও উহাকে থাইসিস্ বা পালমুনেরি কন্‌জাম্প্‌শন্ বলা উচিত। যে প্রকার রোগে ফুস্ফুসে স্ফোটক বা টিউবার্কেল্‌স্ সঞ্চিত হয়, কেবল তাহাকেই থাইসিস্ বা পালমুনেরি কন্‌জাম্প্‌শন্ বলা উচিত নহে। যে প্রকার রোগে প্রথমতঃ ফুস্ফুস ক্রমাগত নিরেট হইয়া, তৎপর উহাতে পূঁয হইয়া আক্রান্ত অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও তৎপর ক্ষয় প্রাপ্ত অংশে গর্ত্ত বা ক্যাবিটি হয়, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে থাইসিস্ বা পালমুনেরি কন্‌জাম্পশন্ বলা উচিত। ইহাতে

কখন কখন স্থানিক পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ও কখন কখন উহার পর, ধাতুগত রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। থাইসিস্ এবং টিউবার্কিউলোসিস্ প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহার করা অনুচিত।" * এক্ষণে দেখা যাউক যে কোন্ কোন্ অসুখে ফুস্ফুস উক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, বা ইহাও বলা যাইতে পারে যে যক্ষ্মা কাশ কয় প্রকারে বিভক্ত? রোগের প্রখরতা ইত্যাদি হিসাবে যক্ষ্মা কাশকে উক্ত নিদান-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নিম্ন লিখিত কএক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, (১) হিমারেজিক্ এবং এম্বোলিক্ থাইসিস (Hœmorrhagic and Embolic Phthisis)। ইহাতে ফুস্ফুসে সঞ্চিত থানা থানা রক্ত বা ব্লাড্ ক্লট্গুলি (Blood Clots) পচিয়া পণিরবৎ (Cheesy) পদার্থে পরিণত হয়, বা যকৃত এবং শিরা হইতে ফুস্ফুসে সঞ্চিত জমাট রক্ত, পাল্মুনেরি এম্বোলী (Pulmonary Emboli), বা আক্রান্ত ফুস্ফুসে বিজাতীয় সঞ্চিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন পদার্থ গুলি ফুস্ফুসে সঞ্চিত হইয়া থাকে। (২) ব্রঙ্কিয়াল্ এবং নিউমোনিক্ থাইসিস্ (Bronchial and Pneumonic Phthisis)। ইহাতে ফুস্ফুসের বায়ু উপনল (Bronchi) এবং এয়ার স্যাক্স্ (Air Sacs) গুলিতে ক্ষত হয়, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ু উপনল এবং ফুস্ফুস প্রদাহ জনিত ফুস্ফুসে সঞ্চিত পদার্থের পনিরবৎ অপকৃষ্টতা বা পচন হেতু দূষিত পদার্থের সঞ্চার হয়। যে প্রকার থাইসিস্ ফুস্ফুসের বায়ু উপনলের মধ্যে এবং উহার শেষ ভাগে ধূম, ধূলা, ধাতু কণা, কয়লার কণা, তূলার কণা ইত্যাদি প্রবিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়, উহাও এই শ্রেণী ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। (৩) উপদংশ জনিত যক্ষ্মা কাশ বা সিফিলিটিক্ থাইসিস্ (Syphilitic Phthisis)। উপদংশের বিষোৎপন্ন বিষবৎ পদার্থ ফুস্ফুসের পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া এই প্রকারের থাইসিস্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্দেশে এই প্রকারের যক্ষ্মাকাশ বিরল নহে। (৪) ফাইব্রয়েড্ থাইসিস্ (Fibroid Phthisis)। ইহাকে কোন কোন নিদানতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ফুস্ফুসের কঠিনবৎ হ্রাস বা সিরোসিস্ অব্ দি লাঙ্স্ এবং ইণ্টারষ্টিসিয়াল্ নিউমোনিয়া (Cirrhosis of the Lungs or Interstitial Pneumonia) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে এক বা উভয় ফুস্ফুসেই ফাইব্রয়েড্ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে। কখন কখন এই রোগ স্থানিক

---

* আজ কাল চিকিৎসাবিদ পণ্ডিতগণ পাল্মুনেরি টিউবার্কিউলিসকেই থাইসিস্ বা পাল্মুনেরি কনজাম্প্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

রূপেই থাকে। অন্য কোন যন্ত্র আক্রমণ করে না। রোগ সার্ব্বাঙ্গিক কারণে হইলে উহা বৃহৎ সন্ধি ও ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (Rheumatism and Gout), গরমীর ব্যারাম, মদ্যপানে অত্যাচার ইত্যাদি কারণে ঘটিয়া থাকে। কখন কখন ফুস্ফুসের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে হৃদগুহাবরক ঝিল্লী (Endocardium), যকৃত, মূত্রকোষ, প্লীহার আবরক পর্দ্দা এবং অন্যান্য যন্ত্রও উক্ত প্রকারে অপকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে বাম ফুস্ফুস দক্ষিণ ফুস্ফুস অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। আবার এক ফুস্ফুস অপেক্ষা উভয় ফুস্ফুসই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। এই প্রকারের রোগ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারের যক্ষ্মার সঙ্গে ফুস্ফুসে স্ফোটক বা টিউবার্কেল্স্‌ও হইতে পারে। এরূপ হইলে রোগী অপেক্ষাকৃত অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে। অতিরিক্ত বলক্ষয়, বা যক্ষ্মার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে প্লুরিসি, বায়ু উপনল প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া বা রক্তোৎকাশি হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। (৫) টিউবার্কিউলার থাইসিস্ (Tubercular Phthisis)। ইহাকে পাল্‌মুনেরি টিউবার্কুলোসিস্‌ও বলে। ইহাতে ফুস্ফুসের মধ্যে এক প্রকারের স্ফোটক জন্মে। এই স্ফোটক গুলিকে টিউবার্কেল্‌স্ বলে। এই টিউবার্কেল্ গুলি স্ক্রফিউলা (Scrofula) নামক সার্ব্বাঙ্গিক অসুখের ফল মাত্র বলিয়া অনুমিত। এই প্রকারের রোগ তরুণ এবং পুরাতন উভয় আকারই ধারণ করিতে পারে। তরুণ আকারের রোগ আমরা অতি কমই দেখিতে পাই। তরুণ আকারের রোগকে কোন কোন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত দ্রুত গতি বিশিষ্ট যক্ষ্মাকাশ বা গ্যালপিং থাইসিস্‌ও (Galloping Phthisis) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন আকারের যক্ষ্মাকাশই আমরা সচরাচর অধিক দেখিতে পাই। ফুস্ফুসে টিউবার্কেল্ সঞ্চিত হওয়ার প্রথমাবস্থায় লক্ষণাদি অতি আস্তে আস্তে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কাশি, প্রাতঃকালেই যাহার অধিক উদ্রেক হয়, গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন, যাহা পরিমাণে অত্যন্ত সামান্যই থাকে, গলা দিয়া বসির ন্যায়, বা চক্‌চকে শ্লেষ্মা নির্গমন, শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত পড়া, সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট হয়, অলস বোধ বা গা মাটি মাটি করা, পার্শ্বে বা কণ্ঠাস্থি প্রদেশে বেদনা, শরীর শীর্ণ হওয়া, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, নাড়ী দ্রুতগামী ইত্যাদি প্রাথমিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। দন্তমাড়ী পরীক্ষা করিলে দন্তের চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থানে একটী লাল রেখা দেখা যায় এবং রোগীর নখ হাতের পাতার তালুর দিকে বাঁকিয়া পড়ার ন্যায়

দেখায়। এই দুইটী লক্ষণ যক্ষ্মাকাশের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ বা চিহ্ন বলিয়া অনেক চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন। গলা দিয়া শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত উঠা একটী বিশেষ সন্দেহ জনক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। যদি রোগীর হৃৎপিণ্ডের অসুখ না থাকে, এবং রোগী স্ত্রীলোক হইলে তাহার যদি রজঃস্রাবের কোনপ্রকারের বৈলক্ষণ্য না থাকে, তবে গলা দিয়া রক্ত উঠা দ্বারা ফুস্ফুসে টিউবার্কেল্ হইয়াছে বা ভবিষ্যতে টিউবার্কেল্ হইবে এরূপ বুঝায়। এরূপ অবস্থায় যদি রোগীর পিতা মাতা ইত্যাদির যক্ষ্মাকাশ ছিল এরূপ জানিতে পারা যায় এবং নির্গত শ্লেষ্মার মধ্যে যদি ফুস্ফুসের গলিত অংশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং রোগীর শরীরের উত্তাপ যদি অনবরত অধিক হইতে থাকে, তবে ফুস্ফুসে টিউবার্কেল সঞ্চিত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। যদি উক্ত লক্ষণ গুলির সঙ্গে বক্ষ পরীক্ষা করিয়া বক্ষের ঊর্দ্ধভাগে ডাল্‌নেসের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হয়, প্রশ্বাস দীর্ঘ বা অধিক হয়, নিশ্বাস কর্কশ শব্দ বিশিষ্ট হয়, নিশ্বাস কম্পমান বা ঝম্পমান বা জার্কিং হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস টিউবুলার হয়, শুষ্ক ক্লিকিং (Dry Clicking), রোকেল্ রিজনেন্‌স্ অধিক হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষ কম নড়ে, অথবা কণ্ঠাস্থির নিম্নভাগে যদি গর্ত্তের ন্যায় হয়, তবে টিউবার্কেল্ সঞ্চিত হইয়া ফুস্ফুস নিরাট হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। উপরে যক্ষ্মার যে লক্ষণ বা চিহ্নের বিষয় উল্লেখ করা গেল তাহার বিষয় বাবস্থার পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের মত দেওয়া উচিত। রোগটী বড় কঠিন এবং উহা নির্ণয় করাও বড় কঠিন এইটী সকল চিকিৎসকেরই স্মরণ রাখা উচিত। এক বা উভয় ফুস্ফুসের উপরিভাগে ডাল্‌নেস্ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিপিটেশন, টিউবুলার ব্রিদিং এবং রোকেল রিজনেন্সের বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকিলে স্ফোটক বা টিউবার্কেলের কোমলতার অবস্থা (Stage of softening) বুঝায়। ফুস্ফুসের ক্যান্সার রোগেও যক্ষ্মার অনেক লক্ষণ থাকিতে পারে এবং প্রতিঘাতে ডাল্‌নেস্ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে টিউবুলার রেস্পাইরেশন্ থাকিতে পারে। কিন্তু ক্যান্সার রোগে গলা দিয়া ক্রমাগত রক্ত উঠে, ইহাতে শ্লেষ্মার সঙ্গে ফুস্ফুসের গলিতাংশ থাকে না এবং ফুস্ফুসের ক্যান্সার রোগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অন্য যন্ত্র বা অংশেরও ক্যান্সার রোগ প্রায়ই থাকিতে দেখা যায়। এক বা উভয় ফুস্ফুসের উপরিভাগের উপর প্রতিঘাতে ডাল্‌নেস্, ট্র্যাকিয়াল্ শব্দযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস, (ইহাকে ক্যাবার্ণাস্ রেস্পাইরেশন্ (Cavern

ous Respiration) বলে) বা শব্দযুক্ত(ইহাকে পেক্টোরিলোকুই (Pectoriloquy), বলে এবং কাশিবার সময় ভস্ ভস্ বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইলে ফুস্ফুসের মধ্যে টিউবার্কেল্ জনিত গর্ত্ত (Tubercular Cavity) হইয়াছে এরূপ বুঝায়।

যক্ষ্মাকাশ যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে কাশির বৃদ্ধি হয় এবং গলা দিয়া শ্লেষ্মাদি নির্গমনের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়, রোগী অধিক পরিমাণে জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে, এবং এইক্ষণ রাত্রিতে নিয়মিত রূপে প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে। প্লুরা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ পার্শ্বে বারম্বার বেদনার উদ্রেক হয়, নাড়ী অধিক দ্রুতগামী হয়; স্বর ভঙ্গ হয়, জিহ্বায় ঘা হয়, বমন হয়, বমন প্রাতঃকালেই অধিক হয়, পায়ের পাতা স্ফীত হয় এবং প্রবল উদরাময় আরম্ভ হয়।

যক্ষ্মাকাশের এই অবস্থার বাহ্যিক চিহ্নের সঙ্গে নিউমোনিয়ার দরুণ ফুস্ফুসে ক্যাবিটী হওয়ার বাহ্যিক চিহ্নের প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু নিউমোনিয়াতে ফুস্ফুসের এরূপ অবস্থা হওয়া অতি বিরল। তথাপি এই অবস্থায় দেখিতে গেলে রোগীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তাহার কখনও নিউমোনিয়া হইয়াছিল কি না। নিউমোনিয়ার দরুণ ক্যাবিটী হইলে উহা প্রায়ই ফুস্ফুসের নিম্নাংশে ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায় রোগ নির্ণয় করা অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। আবার এই স্থলে ইহাও বলা উচিত যে যক্ষ্মাকাশের এই অবস্থার বাহ্যিক চিহ্নের সঙ্গে বায়ু উপনলের বিস্তৃতির (Dilatation of the Bronchus) বাহ্যিক লক্ষণের সাদৃশ্য থাকে। বায়ু উপনলের বিস্তৃতিতে সাধারণ লক্ষণ গুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু আকার ধারণ করে, বায়ু উপনলের বিস্তৃতির চিহ্ন গুলি সাধারণতঃ ফুস্ফুসের নিম্নভাগে বা বেসে (Base) এবং স্তন প্রদেশে লক্ষিত হয়; ইহাতে কাশির আক্রমণ প্রবল হইলেও উহা অনেকক্ষণ পর পর হয়, ইহাতে গলা দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত খণ্ড খণ্ড পনিরের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে ফুস্ফুসের গলিতাংশ থাকে না। এই সকল বিষয় স্মরণ থাকিলে রোগ নির্ণয় করার কালীন চিকিৎসকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

কারণ। পিতা মাতা ইত্যাদির হইলে সন্তানগণেরও এই রোগ হইতে পারে। গণ্ডমালা, কর্কট রোগ (Cancer), গরমীর ব্যারামও যক্ষ্মাকাশে পরিণত হইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, অসবর্ণে বিবাহ (Intermarriage) দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাদিগের টিউ-

বার্কিউলোসিস্ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেক যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সময়ে রোগের ইতিবৃত্ত লইয়া তাহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও কম বা অন্যায় আহার; যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু নাই বা কম থাকে, সে ঘরে বাস; কোমর বন্ধনী দিয়া কোমর কসিয়া বাঁধা; হস্ত মৈথুন; অতি নিকট জ্ঞাতি ও কুটুম্বে কুটুম্বে বিবাহ; অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, হস্ত মৈথুন ইত্যাদি যক্ষ্মার কারণ মধ্যে পরিগণিত। সর্ব্বদা ছোট, আর্দ্র ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন শূন্য ঘরে বাস; গা আদুল রাখিয়া গায় ঠাণ্ডা বাতাসাদি লাগান; কম আহার বা অসার দ্রব্যাদি আহার; শুকরের মাংসাদি খাওয়া; পারার অপব্যবহার; অনেক কাল ধরিয়া শোক, দুঃখ, নিরাশা ভোগ করা; হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ মানসিক অবসন্নতা ইত্যাদিও যক্ষ্মাকাশের কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

যক্ষ্মাকাশ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে আরাম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু রোগের প্রারম্ভে আহারাদির নিয়ম পালন ও উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা রোগ আরাম হইলেও হইতে পারে। রোগ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় রোগীর কষ্ট যন্ত্রণার অনেক উপশম হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা রোগী অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে সকল ব্যক্তির যক্ষ্মাকাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহাদিগের আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। নিয়মিত রূপে আহার ও নিদ্রা; বিশুদ্ধ ও বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা; পুষ্টিকর ও বলকারক দ্রব্যাদি আহার; প্রত্যহ কাঁচা জলে স্নান; যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালন করিতে পারে এরূপ ঘরে শয়ন করা; নিয়মিত রূপে ব্যায়াম; বারম্বার নিশ্বাস টানিয়া ফুস্ফুসকে প্রশস্ত করা ইত্যাদি নিয়ম পালন করা যার পর নাই উপকারী। যে সংকীর্ণ স্থানে অনেক লোকের সমাগম হয়, সে স্থানে রোগীর যাওয়া অনুচিত। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহার্য্য।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। ঘন ঘন শুষ্ক কাশি ও বায়ু নলের উপরিভাগে সুড়্ সুড়ী; ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব; জ্বর ভাব;

বুকে বেদনা ও পিপাসা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যে সকল রোগীর গাল উজ্জ্বল লালবর্ণ তাহাদিগের, বিশেষতঃ রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট যুবতী বালিকাগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট বালক বালিকার পক্ষে উপকারী। রাত্রিতে কাশি; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টদায়ক ও ঘন ঘন ও বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। বালিকাগণের যৌবন কালে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রাতে কাশির বৃদ্ধি ও গলা দিয়া অধিক পরিমাণে ডেলার ন্যায় পূঁয সংযুক্ত হরিদ্রা বা সবুজের আভাযুক্ত পদার্থ নির্গমন; সহজেই ঘর্ম্ম হয় এবং সামান্য পরিশ্রমেই রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে; নীচের ঘর হইতে সিড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিবার সময় শ্বাস কষ্ট বা হাঁপানি; রোগী ক্ষীণ বা কৃশ হয় বটে; কিন্তু তাহার আহারে বেস রুচি থাকে; সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগে; শীতল বাতাস সহ্য হয় না; গণ্ডমালা ধাতু ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক সময় ৩০ ডাঃ দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। আক্ষেপিক কাশি, দিনের মধ্যে অনেক বার যাহার উদ্রেক হয় ও গলা দিয়া হরিদ্রার আভাযুক্ত পূঁয নির্গত হয়; শরীর উত্তপ্ত অথচ ঘর্ম্ম হয়; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া রক্ত উঠে ও বুকে জ্বালাযুক্ত বেদনার উদ্রেক হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। রোগের চরমাবস্থায় যখন নাড়ী ক্ষীণ বা একবারে লুপ্ত হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া শরীর, বিশেষতঃ হাত পায়ের অগ্রভাগ শীতল হয়, তখন এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। এস্থলে ৩০ ডাঃ দ্বারা অন্যান্য ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

চায়না ৬ বা ১২ ডাঃ। যে সকল রোগীর বারম্বার ফুস্ফুস প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে এবং যাহারা অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব বা পূঁযাদি নির্গমন দ্বারা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পুস্তকাদি পাঠ, কথা বলা, হাসি অথবা জলাদি পান দ্বারা কাশির উদ্রেক হওয়া এই ঔষধের একটী প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। অনেক সময় এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রম অথবা মূল আরোকের ১ ফোঁটা মাত্রায়, ৬ বা ১২ ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়। রোগের দ্বিতীয়

বা তৃতীয়াবস্থায় যখন হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever) হইয়া ক্রমান্বয়ে শীত কম্প, শরীর উষ্ণ এবং তৎপর ঘর্ম্ম হইয়া কতকক্ষণের জন্য জ্বরের বিরাম হয়, তখন কোইনাইন্ ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন্ মাত্রায়, বা অমিশ্র কোইনাইন ২ হইতে ৫ গ্রেইন মাত্রায়, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। যদি এই অবস্থায় জ্বরের শীতল বা ঘর্ম্মাবস্থার অভাব হয়, তবে আর্সিনেট্ অব্ কোইনাইনের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, এক বা অর্দ্ধ গ্রেইন্ মাত্রায় জ্বরের বিরাম সময়ে, সেবনে অধিক উপকার দর্শে।

ডাল্‌কেমেরা ৩ বা ৬ ডাঃ। সামান্য কারণেই রোগীর সর্দ্দি লাগে; বহির্ব্বায়ুর প্রত্যেক বার শীতল পরিবর্ত্তনে রোগের লক্ষণাদির বৃদ্ধি; কাশি ও গলা দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত উঠা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ফেরাম্ মেটেলিকাম্ ১ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি; প্রাতে প্রচুর পরিমাণে পূঁয সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যার সময় গলা দিয়া শুষ্ক শ্লেষ্মা নির্গমন বা শুষ্ক কাশি; ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব এবং দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা; কাশি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; সামান্য মানসিক উদ্বেগ বা সামান্য পরিশ্রমেই মুখমণ্ডল আরক্ত ও টন্‌টনে হয়; বেদনা বা কষ্ট হীন উদরাময় এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ৬ ডাঃ। রোগের প্রথমাবস্থায় অল্প বয়স্ক বালক বালিকা বা গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট যুবা পুরুষ ও যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সাঁই সাঁই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস রোধক কাশি যাহা রাত্রি দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয়; গায় সামান্য হিম বা ঠাণ্ডা লাগিলেই কাশির উদ্রেক হয়; হাতের পাতায় শুষ্ক রকমের উষ্ণানুভব ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় যখন ফুস্ফুসের স্ফোটক গুলিতে পূঁযাদি হয় তখন এই ঔষধ আরো উপকারী। এই অবস্থায় ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন্ মাত্রায় ব্যবহারে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

লাইকোপডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। দিবা রাত্রি অনবরত কাশি ও গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে পূঁয নির্গত হয়; শেষ বেলায় জ্বর ও গালের স্থানে স্থানে গোলাকার চক্রের ন্যায় লাল চিহ্ন পড়ে; রাত্রিযোগে ঘর্ম্ম হয় এবং মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানি পড়ে; পেটের মধ্যে

পচা আহার দ্রব্য রহিয়াছে সর্ব্বদা এরূপ অনুভূত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে; অল্প পরিমাণে আহার দ্রব্য উদরস্থ হইলেই উদর পূর্ণ হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ফস্ফরাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বুকের মধ্যে সুড়্ সুড়্ করিয়া কাশির উদ্রেক, পুস্তকাদি পাঠ, কথা বলা, হাসি অথবা বহির্ব্বায়ুতে বেড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; স্বরভঙ্গ অথবা স্বর একেবারেই শুনা যায় না; পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বুকের মধ্য দিয়া ষাটিয়া বা কসিয়া ধবার ন্যায় অনুভূত হয়; কোষ্ঠবদ্ধ; মল লম্বা, সরু নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। লম্বা ক্ষীণকায় বিশিষ্ট অথবা রুগ্ন বালিকাগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। রাত্রিতে শুষ্ক কাশি, বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে যাহা দূরীভূত হয়; তরল কাশি ও গলা দিয়া হরিদ্রা বা সবুজের আভাযুক্ত শ্লেষ্মা বা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ সহজে নির্গমন; স্ত্রীলোকের রজঃরোধ, বিশেষতঃ হিম, ঠাণ্ডা, সর্দ্দি লাগিয়া রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্তোৎকাশি বা গলা দিয়া রক্ত উঠা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক যাহারা সর্ব্বদাই সামান্য কারণে দুঃখ প্রকাশ করে ও কাঁদে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। শুষ্ক কাশি; স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে শুষ্কানুভব; তরল কাশি ও গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে দলা দলা মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট সবুজের আভাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; ফুস্ফুসে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া; প্রাতে কাশির বৃদ্ধি; শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক আঁইসের ন্যায় মরা চর্ম্ম বিশিষ্ট; মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদা উষ্ণানুভব ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। লম্বা ব্যক্তিগণ যাহারা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরেটা ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। ফুস্ফুসের মধ্যে টিউবার্কেল্ সঞ্চিত হওয়ার দরুণ কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে শুষ্কবোধ এবং টাটানি বা জ্বালা; কাশির সঙ্গে সঙ্গে বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; গাল আরক্ত এবং চর্ম্ম অত্যন্ত কোমল; আহার দ্রব্যাদি ভাল রূপ পরিপাক পায় না। যে সকল স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃস্রাব আরম্ভ হয় এবং রজঃস্রাবের সময় উজ্জ্বল লাল

বর্ণের রক্তস্রাব হয়, তাহাদিগের যক্ষ্মাকাশের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। আমি ৩ ক্রমের গুঁড়াই, ১ বা ২ গ্রেইণ্ মাত্রায়, সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি।

আয়োডিন্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগী শিটা বা শীর্ণ এবং তাহার গ্রন্থিগুলি সর্ব্বদা স্ফীত থাকে; গণ্ডমালী ধাতু; বায়ুনল এবং বক্ষাস্থির নীচে অনবরত সুড়্ সুড়ীব দরুণ কাশি; অনেক কাল ধরিয়া স্বরভঙ্গ থাকে; রোগী জীর্ণ শীর্ণ এবং শিটা হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুধা বা রুচি স্বাভাবিকই থাকে; প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম; পায়ের পাতার স্ফীতি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। যক্ষ্মাকাশের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় যখন জ্বর প্রবল হয়, তখন এই ঔষধেব ১ মাত্রা, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনে জ্বর কমিয়া যায়। ২।৩ মাত্রার অধিক সেবন কবিতে হয় না-এরূপ দেখা গিয়াছে।

ষ্টানাম্ ৩ বা ৬ ক্রমের গুঁড়া। কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া হরিদ্রা, সবুজ, মিষ্ট, পচা, টক বা লোণ্তা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা বা পূঁয নির্গমন; কথা বলিলে, গান কবিলে, হাসিলে, অথবা ডাইন পাশে শুইয়া থাকিলে কাশির উদ্রেক হয়; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম; রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আয়োডাইড্ অব্ আর্সিনিক ২ বা ৩ ক্রমের গুঁড়া। যক্ষ্মাকাশের দ্বিতীয় বা তৃতীযাবস্থায় যখন হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever) হয় এবং কাশিব যন্ত্রণায় বোগী ঘুমাইতে পারে না; তাহার গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে পূঁয বা পূঁয মিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়; তাঁহার হাত পা এবং চক্ষুর পাতা শোথের ন্যায় স্ফীত হয়, জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়, প্রচুর দুর্ব্বল কাবক ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু জ্বর বৃদ্ধি হওয়ার পূর্ব্বে শীত হয় না; অত্যন্ত বলক্ষয় হয়, অত্যন্ত পিপাসা হয়, অত্যন্ত গাত্র জ্বালা হয়, এমতাবস্থায় এই ঔষধের ২য় বা ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ মাত্রায়, রোগের অবস্থানুসারে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা বা প্রতিদিন ২।৩ মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

সাঙ্গুনেরিয়া ক্যানেডেন্সিস্ ১, ৩ বা ৩০ ডাঃ। তরল কাশি, কিন্তু কাশিলে গলাদিয়া অতি কষ্টে শ্লেষ্মাদি নির্গত হয়; গলাদিয়া কঠিন মরিচার রঙ্গ বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের মধ্যে সূচি বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং জ্বালা; গাল চক্রাকারে লালবর্ণ

হয়; রক্তোৎকাশি বা গলাদিয়া শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত উঠা; শয়ন করিয়া থাকিলে কাশির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী।

ক্যালী কার্ব্ব.১ বা ৩ ডাঃ। রোগের প্রথম বা আরম্ভ বা বর্দ্ধিতাবস্থায় বিশেষ উপকারী। ফুস্ফুসে টিউবার্কেল সঞ্চিত হওয়ার পূর্ব্বে পেটের অসুখের লক্ষণ;- কাশি এবং তদ্দরুণ গলাদিয়া পূঁয রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; ডাইন ফুস্ফুসের নিম্নাংশ অধিক আক্রান্ত হয়; বুক এবং সমুদয় শরীরেই সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। রোগের লক্ষণাদি অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইলে প্রতিদিন মনোনীত ঔষধের ৩।৪ মাত্রা সেব্য। নতুবা প্রতিদিন ঔষধের ১ বা ২ মাত্রার অধিক সেবন করা উচিত নহে।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীর আহার দ্রব্যাদি পুষ্টিকর এবং বলকারক হওয়া আবশ্যক। পুরাতন চাউলের ভাত, সুজির রুটী, মাংসের ঝোল, মাছের ঝোল, তরকারী, সুপক্ক ফলাদি রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষয় কাশাক্রান্ত রোগীর পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। অতএব উদরাময় না থাকিলে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে গোরুর টাট্‌কা দুধ খাইতে দেওয়া উচিত। কড্‌লিবার অএল্ (Cod Liver Oil) রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্রাতে আহারের পর ৫ ফোঁটা ও বৈকালে আহারের পর ৫ ফোঁটা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া সেব্য। উদরাময় থাকিলে কড্‌লিবার অএল্ নিষিদ্ধ। জল বায়ু পরিবর্ত্তনে রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে। কি প্রকার স্থানে বাস করিলে রোগী সুস্থ থাকে, সে সম্বন্ধে চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে পাহাড় পর্ব্বতের শীত প্রধান অতি উচ্চ স্থানে বাস করিলে রোগীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আবার কেহ কেহ এই মতের বিরুদ্ধে বলিয়া থাকেন। অনেক কাল যাবত চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অনেক যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করার দরুণ আমার এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, যে স্থানের বায়ু শুষ্ক, অথবা যে স্থানে বৃষ্টি অতি কম হয়, শীত অধিক না থাকে, বা শীত অধিক থাকিলেও বায়ু শুষ্কই থাকে, সে সকল স্থানই রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর। আমার বিশ্বাস যে এই জন্যই বেহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানের জল বায়ু যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর। শোণ নদীর ধারে কলুয়ার নামক স্থানে অনেক দিন থাকিয়া অনেক যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত

রোগী অনেক দিন সুস্থ ও বাঁচিয়া রহিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব, সুবিধা হইলে রোগীর উক্ত স্থানে বাস করা উচিত। কলুয়াব ব্যতীত আরা, এটাওয়া, মিরাট, জব্বলপুর, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানও আমার মতে যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এই সকল স্থানে অনেক দিন বাস করিয়া এবং জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক রোগীকে উহার অনেক স্থানে পাঠাইয়া দিয়া উহার ফল দেখিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ে গেলে অনেকের উদরাময় হইয়া থাকে। এই উদরাময়কে হিল ডায়েরিয়া (Hill-Diarrhœa) বলে। উদরাময় যক্ষ্মাকাশের একটা বিশেষ সাংঘাতিক লক্ষণ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আবার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অতিরিক্ত শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র-বায়ু আমার মতে যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। আমি যতদূর জ্ঞাত আছি দার্জ্জিলিঙ্গের বায়ু আর্দ্র এবং ঐ স্থানে শীতও অধিক। এমতাবস্থায় যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর পক্ষে দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ে বাস বিশেষ অনিষ্টকর। সিমলা পাহাড়ের বায়ু দার্জ্জিলঙ্গ পাহাড়ের বায়ু অপেক্ষা অনেকটা শুষ্ক এরূপ শুনিতে পাই। সেখানেও অনেকের হিল ডায়েরিয়া হইতে দেখা যায়। ঐ স্থানের শীতও দার্জ্জিলিঙ্গ অপেক্ষা অনেক অধিক। এমতাবস্থায় সিমলা পাহাড়ও যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। লোণা স্থান, বিশেষতঃ উহা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে, রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর এবং বিশেষ উপকারী বলিয়া অনেক চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত বিশ্বাস করেন। বোম্বাই নগর সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুবিধা হইলে যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগী বোম্বাই নগর বা উহার নিকটবর্ত্তী বেঙোল্লা নামক স্থানে বাস করিতে পারেন। যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর বাসস্থান সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করা অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আমি যাহা বিশ্বাস করি তাহাই উপরে লিখিলাম। যদি আমার উক্ত মত ও বিশ্বাস কাহারো মত ও বিশ্বাস বিরুদ্ধ হয়, পাঠক মহাশয়গণ আপন উদারতা গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

হাঁপানি কাশি (ASTHMA.)

ইহা নিশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের এক রোগ বিশেষ। বায়ু উপনলের পৈশিক আবরকের (Muscular Coat) আক্ষেপিক সঙ্কোচন বা স্প্যাজ্‌মোডিক্ কণ্ট্রে্ক্

শনের দরুণ বায়ু উপনলের মধ্যের ছিদ্র এত সংকীর্ণ হয় যে, উহার মধ্য দিয়া ফুস্ফুসের এয়ার বেসিকেলের (Air Vesicles) মধ্যে অনায়াসে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারিয়া হাঁপানির উদ্রেক হয়। ইহাতে শ্বাস কষ্ট হয়; বুকে আঁটা বা ষাটা অনুভূত হয় এবং নিশ্বাস একেবারে রুদ্ধ হইবে রোগী এরূপ অনুভব করে। রাত্রিযোগে বা অতি প্রত্যূষে ইহা রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে। বুকের মধ্যে আঁটা বোধ হয় এবং রোগী প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করার প্রয়াস পায় বটে; কিন্তু গায় প্রবল বাতাস লাগিলেই রোগীর কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না; নিশ্বাস প্রশ্বাসে রোগী অত্যন্ত কষ্টানুভব করে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়; বুক পানে তাকাইলেই উহা প্রবল বেগে নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; নাড়ী অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে এবং অসম (Intermittent) হয়; রোগীর মুখ পানে তাকাইলেই অসহ্য যন্ত্রণা বা উদ্বেগের চিহ্ন লক্ষিত হয়; মুখ মণ্ডল স্ফীত, টল্ টলে ও আরক্ত হয়; রোগী বিছানায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং সে উপুড় হইয়া সম্মুখ পানে মাথা হেট করিয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস এত কষ্টকর হয় যে, উহার দরুণ মনে হয় যেন শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইবে। প্রথমতঃ শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয় এবং তৎপর কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া কঠিন শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কাশির আক্রমণ সচরাচর ৩।৪ ঘণ্টা অবস্থিতি করিয়া আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে উপশম হয় এবং ২।৪।৬ দিবস হইতে ২।৪ বৎসর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিয়া রোগীকে পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। কাশির আক্রমণের সময় বক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পার্কাশন্ নোট পরিষ্কার বা ক্লিয়ার (Percussion note clear) থাকে, শ্রবণ উপায় (Auscultation) দ্বারা বক্ষ পরীক্ষা করিলে রেস্পাইসটরী মার্ম্মার ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সোনারাস্ এবং সিবিলাণ্ট্ রঙ্কাই (Sonorous and Sibilant Rhonchi) শুনিতে পাওয়া যায়। কোন প্রকার দুর্গন্ধ, ধূলা, উগ্র বা উত্তেজক দূষিত বায়ু, ইপিকাকিউএনা ইত্যাদি ঔষধের গন্ধ, গন্ধকের ধূম ইতাদি গলার মধ্য দিয়া শ্বাস যন্ত্রাদিতে প্রবেশ করিলেই সচরাচর কাশির পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে। এই রোগ সকল বয়সেই রোগীকে আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু সচরাচর ইহা অল্প বয়স্ক অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণকেই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষকে এই রোগ অধিক আক্রমণ করে। ইহা কদাচিৎ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। তবে অনেক সময় হাঁপানি কাশি

আক্রান্ত রোগীকে যক্ষ্মাকাশ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মরিতে দেখা যায়। এরূপ ঘটনা এতদ্দেশে বিরল নহে। হৃৎপিণ্ডের অসুখ এবং ফুস্ফুসের এম্ফিসিমা (Emphysema) নামক অসুখের সঙ্গে অনেক সময় হাঁপানি বর্ত্তমান থাকে।

কারণ। অনেক রোগীরই পিতা মাতার দোষে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ পিতা মাতার হাঁপানি কাশি থাকিলে পুত্র কন্যারও ইহা হইয়া থাকে। এজন্যই এক পরিবারের অনেক ব্যক্তিকে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে কোন প্রকার পুরাতন রোগোৎপাদক বিষ দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। অথবা আমবাতাদি (Nettle Rash) কোন প্রকার গুপ্ত চর্ম্ম রোগ দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। বহির্ব্বায়ুর পরিবর্ত্তন ও কোন প্রকারের দূষিত বায়ু অথবা কোন প্রকার ঔষধের গন্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রে প্রবেশ করা ইত্যাদি হাঁপানি কাশির উদ্দীপক কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

হাঁপানি কাশি সম্পূর্ণ রূপে আরাম হয় কি না সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ, আমি এ পর্য্যন্ত যত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি তন্মধ্যে একটীকেও সম্পূর্ণরূপে আরাম হইতে দেখি নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগে এবং আহারাদির কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলে রোগ অনেকটা থামাইয়া রাখা যাইতে পারে এবং রোগের যন্ত্রণাদিরও অনেকটা আশু উপশম হইতে পারে।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ ডাঃ বা θ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, বিশেষতঃ নিদ্রার অবস্থায়; শ্বাসকষ্ট ও রোগী দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে পারে না; আক্ষেপিক, ঘড়্ ঘড়্, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কাশি ও বায়ুবহা নলীর সঙ্কোচন বা সঙ্কীর্ণতা হইয়া শ্বাসরোধ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, ভয় ও মানসিক উত্তেজনা; মৃত্যুভয়; রোগী বলে যে সে অমুক দিন মরিবে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কাশির আক্রমণের সময় এই ঔষধের মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় ১ মাত্রা সেবন করিলে কাশির আক্রমণের অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। ৩ মাত্রা একোনাইট সেবনে কোন উপকার না দর্শিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা অতি কম। অতএব ইহা আর সেবন করা উচিত নহে।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হওয়ার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে রোগীর অত্যন্ত উদ্বেগ হয়; নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট; শ্বাসরোধ হইয়া রোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে; সন্ধ্যার সময় ও শয়ন করিয়া থাকিলে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও অত্যন্ত অস্থিরতা এবং মৃত্যু ভয়; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু সামান্য পরিমাণে জলাদি পান করিলেই পিপাসা নিবারিত হয় বা রোগী পরিতৃপ্ত হয়; ফাঁপড় হওয়ার ভয়ে রোগী শয়ন করিতে চাহে না; রোগী সর্ব্বদা উষ্ণ ঘরে থাকিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। ইহা রক্তাল্প ধাতু বিশিষ্ট (Anœmic) রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। যে সকল রোগীর অম্ল রোগ (Acidity) আছে ও ক্ষুধা থাকে না এবং সর্ব্বদাই কোষ্ঠবদ্ধ হয় ও অম্ল বা পিত্ত বমন হয়, নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহারে তাহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শে। বায়ু-উপনল প্রদাহ সম্বলিত হাঁপানি কাশিতে (Bronchitic Asthma) এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। কাশির আক্রমণ প্রায়ই অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যার সময় হইয়া থাকে; ফুস্ফুসের মধ্যে ধূলা রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, শ্বাস বন্ধ করিলে অথবা মাথা পশ্চাৎদিকে বাঁকা করিলে বা ফিরাইলে যাহার উপশম হয়; মুখমণ্ডল ও চক্ষু লালবর্ণ ও মাথা গরম; শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে; বুকের মধ্যে অসুখ বোধ ও দপ্-দপানি; নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগীর নিদ্রা ভাল হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট যুবা রোগীর পক্ষে এবং হাঁপানির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুউপনল প্রদাহ থাকিলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। রোগী সর্ব্বদা নিস্তব্ধ বা স্থির ভাবে থাকিতে চাহে; কারণ, সামান্য নড়া চড়াতেই কাশির উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয়; শুষ্ক কাশি অথবা কাশিতে কাশিতে কতক পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, বিশেষতঃ শ্বাস টানি-বার সময় অথবা কাশিবার সময়; বিছানায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলে বমনোদ্বেগ হয় ও রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে; মল অত্যন্ত কঠিন গুঁট্লি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। হাঁপানির সঙ্গে বায়ুউপনলের পুরাতন প্রদাহ থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দূষিত বায়ু (Flatulence) রুদ্ধ হইয়া থাকিলে যে রূপ হয়, বুকে সে রূপ আঁটা বোধ; স্বরভঙ্গ এবং বায়ু নলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ীর দরুণ কাশি ও স্বরভঙ্গ; মুখমণ্ডল ও মাথায় প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ ঘর্ম্ম হয়; এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন বা শিটা; রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। ইহা শিশুগণের হাঁপানিতে বিশেষ উপকারী। সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করা শিশুগণের পক্ষে একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

চায়না ৬ বা ১২ ডাঃ। শ্লেষ্মার সঞ্চার হইলে যেরূপ হয়, সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিলে বায়ুনলের উপরিভাগে সেরূপ অনুভূত হইয়া শ্বাসরোধ হয়; নিশ্বাস টানিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব ও প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন; রোগীর পানে তাকাইলে সে মরিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; কাশি এবং কাশিতে কাশিতে অতি কষ্টে পরিষ্কার শাদা চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রিযোগে ও জলাদি পানের পর রোগের বৃদ্ধি এবং একদিন অন্তর একদিন রোগী ভাল থাকে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক ও গলার মধ্যের প্রবল সঙ্কোচন; বুকের প্রবল সঙ্কোচন ও প্রবল বেগে ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস; শ্বাস টানিবার সময় শ্বাস নলীতে প্রবল ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; বুকে ও গলার মধ্যে সঙ্কোচন হেতু আঁটা বোধ হওয়ার দরুণ রোগী কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়; সামান্য নড়াচড়াতেই কাশির বৃদ্ধি; বমনোদ্বেগ ও পাকস্থলীতে খালি বোধ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

লোবিলিয়া ইন্‌ফ্লেটা ১, ৩ ডাঃ বা θ। কাশির আক্রমণের পূর্ব্বে শরীরের সমুদয় অংশে, এমন কি হাত ও পায়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কুট্ কুট্ করে; নিশ্বাস প্রশ্বাস উদ্বেগযুক্ত এবং সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট; কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে ও কোন দ্রব্য গিলিতে কষ্ট অনুভূত হয়; বমনোদ্বেগ ও বমন এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত খালি বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। হাঁপানির আক্রমণের সময় এই ঔষধের মূল আরোক এক ফোঁটা

মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। আমেরিকাবাসী কোন এক সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলেন যে তিনি এই ঔষধের ২০০ ডাইলুসনের ১ মাত্রা সেবন করাইয়া অনেক রোগীর হাঁপানির আক্রমণ থামাইয়াছেন। কিন্তু আমি এই ক্রম অনেক রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাই নাই। কাশিতে কাশিতে বমন এবং সর্ব্বদা বমনেব ইচ্ছা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ বলিয়া উক্ত চিকিৎসক মহাশয় বলিয়াছেন।

ফস্ফরাস্ ৬ ডাঃ। প্রবল হাঁপানির আক্রমণ বা নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট যাহা কিয়ৎদূর হইতে অন্য লোকে শুনিতে পায়; বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন ও উহাতে আঁটা বোধ; শ্রান্তিজনক কাশি ও কাশিতে কাশিতে চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন; সম্পূর্ণ স্বর শূন্যতা; পেটের মধ্যে দুর্ব্বল ও খালি বোধ; মল কঠিন লম্বা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। ক্ষীণকায়বিশিষ্ট লম্বা রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

স্পঞ্জিয়া ৬ ডাঃ। গলার মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ প্রবেশ করিয়া লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, সে প্রকার শ্বাস কষ্ট; প্রশ্বাস সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট; দুর্ব্বলতার দরুণ যেরূপ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস সেরূপ গভীর হয়; ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হইয়া রোগী ফাঁপড় হয়; স্বরভঙ্গ, গভীর খেউ খেউ ও সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট কাশি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন কোন রোগীর এই ঔষধের ১ বা ৩ দশমিক ক্রমের গুঁড়ায় অধিক উপকার দর্শে।

সাল্‌ফার ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিদ্রাবস্থায় অথবা সন্ধ্যার সময় বুকে আঁটা বোধ বা শ্বাস নলীর মধ্যে ধূলী লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হইয়া কাশির উদ্রেক হয়; স্বরভঙ্গের সহিত শুষ্ক কাশি নতুবা বুকে ভার বোধ ও টাটানির সহিত তরল কাশি; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে; মাথার উপবিভাগে সর্ব্বদাই উষ্ণানুভব ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। বহির্ব্বায়ুর ধূম বা কুয়াশা নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বুকের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টানুভব ও অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন যাহার দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে; কাশিবার সময় বোধ হয়

যেন সমুদয় বায়ুনল শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ।. কাশির আক্রমণ প্রায়ই শীতল, ভিজা বা আর্দ্র বায়ুতে ও অতি প্রত্যূষে আরম্ভ হইয়া থাকে; হৃৎ-প্রদেশে যন্ত্রণা ও শ্বাস.বোধ হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; নাসিকা, কর্ণ এবং পা ও পায়ের পাতাদি শীতল; কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয় ও অত্যন্ত বলক্ষয়; দুর্ব্বল কারক উদরাময়; অত্যন্ত পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে জল পানের ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে আম্বা, ব্রোমিয়াম, ক্যালী কার্ব্ব, ল্যাকেসিস্, স্যাম্বুকাশ, সিল্‌ফিয়াম এবং আরালিয়া রেসিমোসাও আবশ্যক হইতে পারে। হাঁপানির আক্রমণের সময় আরালিয়া রেসিমোসার মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ বা ১ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করিলে কাশির আক্রমণের বিশেষ হ্রাস হয়।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রখর আকার ধারণ করিলে উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক। নতুবা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন করিবে।

আনুষঙ্গিক উপায়। হাঁপানি কাশি আক্রান্ত রোগী যে জল বায়ুতে থাকিয়া সুস্থ থাকে তাহাকে সে স্থানেই রাখা উচিত। পচা জলাশয় বিশিষ্ট আর্দ্র স্যাঁৎসেঁতিয়া স্থানে তাহাদিগের বাস করা অনুচিত। হাঁপানি কাশি আক্রান্ত রোগীর পক্ষে প্রতি দিন কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান বিশেষ উপকারী। সর্ব্বদা ফ্লানেল বা অন্যান্য রকমের পশমি কাপড় গায় রাখা দ্বারা অপকার বই উপকার হইতে দেখা যায় না। যাহাতে পেটের অসুখ হয় সে সকল আহার বা পানীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ। আহার পানাদির অত্যাচারে রোগ বৃদ্ধি হয়।

হৃৎস্পন্দন (PALPITATION OF THE HEART.)

হৃৎস্পন্দন সচরাচর রোগের একটী লক্ষণ মাত্র। ইহা একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে। এইটী অনেকানেক রোগের একটী কষ্টদায়ক লক্ষণ। ইহা কখন কখন হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অসুখের একটী প্রধান লক্ষণ। ইহা অনেক সময়

অত্যন্ত প্রবল মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, স্নায়ুবিক মণ্ডলীর অসুখ, উগ্র মদ্য, চা কাফি তামাকু ইত্যাদি উগ্র উত্তেজক ও মাদক পদার্থ পানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি ও কোন কোন প্রকার অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণেরই এই প্রকার হৃৎস্পন্দন হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া (Hysteria), হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the Heart), হৃৎপিণ্ড চর্ব্বি যুক্ত বা কোমল হইলে (Fatty or Flabby Heart), ; হস্ত মৈথুন ; অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ; নাটক, উপন্যাস ইত্যাদিতে ভয়ানক হৃদয়বিদারক ঘটনার বিষয় পাঠ ইত্যাদি কারণেও হৃৎস্পন্দন হইতে পারে। হৃৎস্পন্দন হৃৎপিণ্ডের অসুখের দরুণ হইলে ইহা একটী আশঙ্কার কারণ।

চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। হৃৎস্পন্দন, বিশেষতঃ রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট যুবাদিগের ; অত্যন্ত প্রবল হৃৎস্পন্দন যাহার দরুণ রোগী একবারে ভয়াতুর হইয়া অবসন্ন হয় এবং তাহার মন অস্থির হইয়া পড়ে ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা ও রোগী মনে করে যে সে মরিবে ; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ; হৃৎস্পন্দনের দরুণ রোগী একবারে সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং সে অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। ভয় পাইয়া হৃৎস্পন্দনের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অত্যন্ত প্রবল হৃৎস্পন্দন, রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উদ্রেক হয় ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ; অত্যন্ত অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয় ; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ; অত্যন্ত পিপাসা ; রোগী বারম্বার জলপান করিতে চাহে, কিন্তু একবারে অল্প পরিমাণ জলপান করিলেই পিপাসা নিবারিত হয় বা রোগী পরিতৃপ্ত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অসম (Intermittent) হয় ; হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টানুভব ; বিশ্রামাবস্থায় হৃৎস্পন্দন, নড়া চড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় ; দপ্ দপিয়া শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ডিজিটালিস ৩ বা ৬ ডাঃ। কথা বলা, নড়া চড়া, অথবা শয়ন

করিলে হৃৎস্পন্দনের উদ্রেক হয়; রোগী মনে করে তাহাকে কোন ব্যক্তি নাড়িলে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবে; হৃৎপ্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় প্রখর বেদনা অথবা উক্ত স্থানে প্রবল সঙ্কোচক বেদনা; হৃৎপিণ্ডের একরূপ যান্ত্রিক (Organic) অসুখ যাহাতে রোগীর হাত ও পায়ের পাতাদিতে শোথের ন্যায় স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যায় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক সময় এই ঔষধের ১ম দশমিক ডাইলুশন সেবনে অধিক উপকার দর্শে।

রাস্‌টক্‌স্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। নিস্তব্ধ বা স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দনের উদ্রেক হয় যাহার দরুণ উপশমের আশায় রোগী বারম্বার বসিয়া পাশ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়; হৃৎপিণ্ডে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও বাম বাহুতে অবশ ও বেদনা বোধ ইত্যাদিতে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফস্ফরাস্‌ ৬ ডাঃ। বুকের মধ্যে আঁটা বোধ যাহার দরুণ রোগীর অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয় এবং সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; হৃৎস্পন্দন যাহা আহারের পর বা মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতে বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

বিরেট্রাম্‌ আল্‌বাম্‌ ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; প্রবল হৃৎস্পন্দন যাহা রোগীর নিকটবর্ত্তী আত্মীয় বন্ধুরাও দেখিতে পায়; কপালে শীতল ঘর্ম্ম; দুর্ব্বলকারক উদরাময় এবং প্রত্যেকবার দাস্তের পর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া; মনের উদ্বেগ ও মৃত্যু ভয়; অত্যন্ত পিপাসা যাহা প্রচুর পরিমাণে জলাদি পান না করিলে নিবারিত হয় না বা রোগী পরিতৃপ্ত হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে আর্নিকা, আসাফিটিডা, ক্যাক্টাশ্‌, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, চায়না, ককিউলাশ, কফিয়া, ল্যাকেসিস্‌, নাক্স্‌ বমিকা, অক্‌জালিক্‌ আসিড্‌, ফ্‌স্ফরাস্‌, ফস্ফরিক্‌ আসিড্‌, রুমেক্স্‌, সিপিয়া, টেবেকাম্‌ ইত্যাদি ঔষধ গুলিও আবশ্যক হইতে পারে।

ঔষধের মাত্রা। রোগ তরুণ ও প্রবল হইলে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য। রোগ মৃদু ও পুরাতন হইলে প্রতিদিন ঔষধের ২।৩।৪ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যাহাদিগের হৃৎস্পন্দন রোগ থাকে তাহাদিগের পক্ষে অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, তাড়াতাড়ি চলিয়া

বেড়ান, দৌড়ান, অনেক উচ্চ সিঁড়ি ভাঙ্গা, বা পাহাড় পর্ব্বতে উঠা অত্যন্ত অনিষ্টকর। যদি অজীর্ণ বা পেটের অসুখের দরুণ হৃৎস্পন্দন হয় তবে অজীর্ণ বা পেটের অসুখের চিকিৎসায়ই হৃৎস্পন্দন সারিয়া যায়। যদি রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে অন্ত্রের মধ্যে মল এবং তদ্দরুণ প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু (Flatulence) রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তবে ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবান মিশাইয়া উহা দ্বারা গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিয়া রুদ্ধ মল বাহির করিয়া ফেলিলেই হৃৎস্পন্দন সারিয়া যায়। আবশ্যক হইলে এক পাইণ্ট জলের মধ্যে ১ ড্রাম পরিমাণ গ্লিসেরিণ (Glycerine) মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের যে সকল অসুখের দরুণ হৃৎস্পন্দন হয় সে সকল রোগ প্রায়ই কঠিন এবং উহা ঔষধ প্রয়োগে সম্পূর্ণ রূপে আরাম হয় কি না সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে ঔষধ প্রয়োগে যে রোগের অনেক আশু উপশম হয় সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ নাই। যে সকল স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া রোগ বা জরায়ুর অসুখ থাকে তাহাদিগের হৃৎস্পন্দনের আক্রমণের সময় উষ্ণ জলে পা হাঁটু পর্য্যন্ত ১৫।২০ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলে হৃৎস্পন্দনের অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। যথোচিত পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি আহার; বহির্ব্বায়ুতে পরিমিত অঙ্গ চালনা, নিয়মিত সময়ে আহার করা ও নিদ্রা যাওয়া, প্রত্যহ কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান, বারম্বার কাঁচা জল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলা বিশেষ উপকারী। অতিরিক্ত আহার, উত্তেজক দ্রব্য আহার বা পান, চা, কাফি পান, তামাক খাওয়া ইত্যাদি একবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

হৃদ্বাত রোগ (RHEUMATISM OF THE HEART.)

প্রবল সন্ধিবাত রোগের ভোগ সময়ে অথবা কোন রোগ না থাকিলেও রোগীর বুকের বাম পার্শ্বে এক প্রকার ভার অনুভূত হয় এবং কখন কখন উহার সঙ্গে সঙ্গে হুল ফুটানের ন্যায় প্রবল বেদনাও থাকে; রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; শ্বাসকষ্ট হয়; মুখাকৃতি উদ্বেগযুক্ত ও হৃৎপিণ্ডে প্রবল দপ্‌দপ্‌ শব্দ হয়; প্রবল জ্বর ও কখন কখন প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়। নাড়ী ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ও সঙ্কুচিত এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা পরি-

বর্ত্তনশীল। এই প্রকার রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক আকার ধারণ করে এবং ইহাতে রোগীর মৃত্যু না হইলেও তাহার হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকারের পুরাতন দুরারোগ্য রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। প্রখর জ্বর ও হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত চাঞ্চল্য; হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দনে সামঞ্জস্য থাকে না; বুকের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসেরও ব্যাঘাত জন্মে; অত্যন্ত ভয়, মনের উদ্বেগ ও স্নায়বিক উত্তেজনা; মূত্রাবরোধ এবং মূত্র কোষের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। হৃৎস্পন্দনের আধিক্য, বিশেষতঃ রাত্রিতে ও চীত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে; অত্যন্ত বলক্ষয়; অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং মৃত্যু ভয়; বারম্বার অত্যন্ত প্রবল পিপাসা, কিন্তু সামান্য পরিমাণে জলাদি পান করিলেই পিপাসা নিবারিত হয় বা রোগী পরিতৃপ্ত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। হৃৎপ্রদেশে ভার বা চাপা বোধ যাহার দরুণ শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়; হৃৎপিণ্ডের অসম ও অনিয়মিত সঙ্কোচন ও প্রবল হৃৎস্পন্দন; বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হয় ও হঠাৎ দূরীভূত হয়; মুখমণ্ডল স্ফীত, টল্‌টলে ও আরক্ত এবং দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া; রক্ত বহা নালীর অত্যন্ত উত্তেজনা; বমন; সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা এবং সমুদয়শরীরে শীতল ঘর্ম্ম হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ৩ বা ৬ ডাঃ। হৃৎপিণ্ডের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম স্কন্ধে বেদনা যাহা বাম বাহু পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় এবং হাত যেন পার্শ্বের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; বাম স্তনের নিম্নদেশে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। হৃৎপিণ্ডে আক্ষেপিক বেদনা যাহার দরুণ হৃৎস্পন্দনের উদ্রেক হয়; প্রত্যেকবার নড়াচড়ার পর, বিশেষতঃ হাত নাড়িলেই, শ্বাস কষ্ট বা হাঁপানির উদ্রেক হয়; রোগী শয়ন করিলেই

কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়, অতএব সে শয়ন করিতে চাহে না; গলার উপর কোন প্রকারের সামান্য চাপ দিলে বা উহা স্পর্শ করিলেই অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয়; নিদ্রার সময় রোগের যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

রাস্‌টক্‌স্‌ ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। হৃৎপিণ্ডে দুর্ব্বলবোধ ও উহার স্পন্দন; স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিলে প্রবল হৃৎস্পন্দন; হৃৎপিণ্ডে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনানুভব ও বাম বাহুতে বেদনা ও অবশবোধ; বিশ্রাম কালে বেদনা যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয় যাহার দরুণ রোগী বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া উপশম পাইবার প্রয়াস পায় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থা অনুসারে ঔষধের ১ মাত্রা, ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে ঔষধেব ১ মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। সাগু, বার্লী, আরারুট, ভাতের মাড় পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। পরিষ্কৃত কাঁচা জল ব্যতীত রোগীকে অন্য কোন দ্রব্য পান করিতে দিবে না। রোগীব গায় যাহাতে হিম বা আর্দ্র বাতাসাদি না লাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

হৃদ্বেদনা বা হৃৎস্নায়ুশূল

(ANGINA PECTORIS,—NEURALGIA OF THE HEART.)

ইহা হৃৎপিণ্ডেব এক অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা বিশেষ। ইহার প্রকৃত নিদান সম্বন্ধে অদ্য পর্য্যন্তও বিশেষ কিছু নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহাতে হৃৎপ্রদেশে হঠাৎ ভয়ানক কষ্টদায়ক বেদনার উদ্রেক হইয়া রোগী একবারে অস্থির হইয়া পড়ে। বেদনা আরম্ভ হইয়া সকল সময়ে ক্রমাগত বর্ত্তমান থাকে না, অর্থাৎ বেদনা আরম্ভ হইয়া কতকক্ষণ থাকিয়া আবার কতকক্ষণের জন্য দূরীভূত হয়। বেদনা হৃৎপ্রদেশে আরম্ভ হইয়া কখন কখন গ্রীবা ও বাহু, এবং বেদনা প্রবল হইলে, বাম হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়া থাকে। শ্বাস কষ্ট হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় এবং শ্বাস রোধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে রোগী এরূপ আশঙ্কা করে। রোগী সোজা

হইয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; সে একবারেই নড়িতে চাহে না; নাড়ি সচরাচর ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল থাকে; মুখমণ্ডল ও হাত পায়ের পাতা শীতল হয়; মুখাকৃতি মলিন ও বিকৃত হয় এবং রোগীর মুখ পানে তাকাইলে অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন লক্ষিত হয়। সচরাচব বেদনাব আক্রমণ অর্দ্ধ হইতে ২।৩ ঘণ্টাও অবস্থিতি করিয়া ক্রমে হ্রাস হয় এবং কখন কখন পাকস্থলী হইতে উদ্গার দ্বারা কতক পরিমাণে দূষিত বায়ু উঠিয়া যাইয়া রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে।

কারণ। ইহা প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকার যান্ত্রিক রোগের দরুণ ঘটিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে চর্ব্বির অধিক সঞ্চার হওয়া হেতু রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে; উগ্র মদ্য পান বা তামাক ইত্যাদি খাওয়া ইত্যাদি হৃৎস্নায়ুশূলের কারণ মধ্যে পরিগণিত। আবার অনেক সময় অজীর্ণ, আহারাদিতে অত্যাচার ও মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতার দরুণও এ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

রোগ নির্ণয়। ডাক্তার ফদারগিল্ (Dr. Fothergill) বলেন যে, রোগী যুবা বা যুবতী হইলে হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগ জনিত হাঁপানীতে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ ভাষাণ, ঘন ঘন; নাড়ী ক্ষুদ্র, চর্ম্ম শাদা, এবং নাড়ী চঞ্চল ও লুপ্তপ্রায় হয় এবং অবশেষে প্রচুর পরিমাণে জলের ন্যায় প্রস্রাব হয় ইত্যাদি লক্ষণ থাকে, সেরূপ লক্ষণ হৃৎস্নায়ুশূলেও থাকার দরুণ হিষ্টিরিয়া জনিত হাঁপানি হৃৎস্নায়ুশূলের সঙ্গে ভ্রম হইতে পারে। হৃৎস্নায়ুশূলের বেদনা হৃৎ অগ্রভাগ প্রদেশে আরম্ভ হইয়া ক্রমে বাম স্কন্ধ এবং তৎপর বাম বাহুতে যাইয়া ক্রমে বাম হাতের অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বেদনার শেষ বা বিরাম হয় এবং বাম পার্শ্বের হস্তাদিতে প্রায়ই অবশ বোধ হয়। এই লক্ষণটী হৃৎস্নায়ুশূলের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত বলিয়া অনেক চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ডাক্তার ওয়াট্সান্ (Dr. Watson) বলেন যে বুকের ডাইন অংশও হৃৎস্নায়ুশূল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। আবার বেদনা বুক হইতে আরম্ভ হইয়া দুই হাত এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বেদনার শেষ হয়। আবার হৃৎস্নায়ুশূল পাকস্থলীর আক্ষেপ (Spasm), বা পিত্তশিলা (Gallstone) বহির্গত হওয়ার সময় বেদনা বা যাতনার সঙ্গে ভ্রম হইতে পারে। পাকস্থলীর আক্ষেপ যুবতী স্ত্রীলোকেরই অধিক হইয়া থাকে,

হৃৎস্নায়ুশূল প্রায়ই পুরুষ এবং মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিগণের হইয়া থাকে। পাকস্থলীর আক্ষেপ এবং পিত্তশিলা নির্গমনে যাতনা হৃৎস্নায়ুশূলের যাতনা অপেক্ষা অনেক মৃদু হয় এবং উহা প্রায়ই বক্ষ এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অনুভূত হয় এবং ইহাতে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম মৃদু হয়, ইহাতে রোগী হৃৎস্নায়ুশূলের ন্যায় নড়িতে চড়িতে তত অনিচ্ছা প্রকাশ করে না। পাকস্থলীর আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণের লক্ষণ, হৃৎস্পন্দন, এবং হিষ্টিরিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায় এবং উহাতে হৃৎপিণ্ডের অসুখের চিহ্নগুলি পাওয়া যায় না। পিত্তশিলা জনিত শূল বেদনায় (Biliary Colic), বেদনা সচরাচর উদরোর্দ্ধ প্রদেশ এবং নাভি প্রদেশের নিকট অনুভূত হয়, এবং বক্ষ আক্রমণ করিলেও ইহা বাহু পর্য্যন্ত কদাচিৎ বিস্তৃত হয়, ইহাতে বমন হওয়ার সম্ভাবনা, ইহাতে নাড়ী অপেক্ষাকৃত কম মৃদু হয়, ইহাতে নড়া চড়াতে রোগী বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করে না, এবং ইহার আক্রমণের পরই রোগীর শরীর কামল রোগের ন্যায় হরিদ্রা বর্ণ হয়, অথবা মলের সঙ্গে পিত্তশিলা নির্গত হয়।

চিকিৎসা।

রোগ কঠিন ও অনেক সময় সাংঘাতিক হওয়া হেতু ইহার চিকিৎসার ভার কোন এক বিচক্ষণ বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত। এই প্রকার চিকিৎসকের অভাবে নিম্নলিখিত প্রণালীতে চিকিৎসা করিলেও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত প্রবল বেদনা যাহা বাম বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; শ্বাস রোধ হওয়ার দরুণ বুকে এত আঁটা বোধ হয় এবং রোগী উহার দরুণ এত কষ্ট পায় যে, যন্ত্রণার দরুণ রোগীর আপাদ মস্তক ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায়; নাড়ী পূর্ণ, সবল ও দপ্দপিয়া; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও মৃত্যু ভয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও মৃত্যু ভয়; হৃৎপ্রদেশে অকথ্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা যাহা গ্রীবা বা মাথার উপরিভাগ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত যন্ত্রণা বা আঁটা ও সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা এবং উহার দরুণ মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও মূর্চ্ছা; সম্মুখ পানে বাঁকা হইলেই রোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারে;

সামান্য নড়া চড়াতেই বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক সময় আর্সিনিয়াস্ আসিডের ১ম বা ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, $\frac{১}{২}$ বা ১ গ্রেইন মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ব্রাইওনিয়া অল্‌ল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। মানসিক উত্তেজনা বা ভয় পাইয়া যদি বেদনার উদ্রেক হয়; বুকে কর্ত্তনবৎ বেদনা যাহা বাম বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টদায়ক, বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনার দরুণ যাহা উৎপন্ন হয়; সামান্য নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ডিজিটালিস ৩ বা ৬ ডাঃ। অনেক কাল শোক, দুঃখ, চিন্তা ইত্যাদি ভোগ করিয়া রোগ উৎপন্ন হইলে; হৃৎপ্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বা সঙ্কোচক বেদনা বা যাতনা; রোগী মনে করে যেন কোন ব্যক্তি তাহাকে সামান্য নাড়িলেই তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য রোধ হইবে; অত্যন্ত প্রবল হৃৎ-স্পন্দন যাহার শব্দ রোগীর নিকটবর্ত্তী আত্মীয় বন্ধুগণও শুনিতে পায়; নাড়ীর স্পন্দন অপেক্ষা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অধিক প্রবল; পাকস্থলীর মধ্যে এরূপ যাতনা হয় যে উহার দরুণ রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু অতি শীঘ্রই হইবে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। হৃৎপ্রদেশে আঁটা বা চাপা বোধ; হৃৎস্পন্দন, মনের উদ্বেগ ও মূর্চ্ছা; রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না, অতএব সে মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া বসিতে বাধ্য হয়; গলার উপর স্পর্শ করিলেও রোগী অত্যন্ত কষ্টানুভব করে এবং উহার দরুণ রোগী হাঁপড় হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে এরূপ অনুভূত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। বুকের বাম পার্শ্বে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে খিল ধরার ন্যায় বা সঙ্কোচক বেদনা বা উক্ত স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা যাহার দরুণ রোগী ছট্ ফট্ করে ও তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আইসে; কখন কখন উক্ত বেদনা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে; অত্যন্ত প্রবল হৃৎ-স্পন্দন যাহা দূর হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়; কপালে শীতল ঘর্ম্ম হওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ক্যাক্টাস্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। লোহার পাত দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, হৃৎপিণ্ডে সেরূপ আঁটাবোধ যাহার দরুণ হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গতিরোধ হয়; হৃৎপ্রদেশে ভয়ানক প্রখর বেদনা এবং তদ্দরুণ শ্বাস কষ্ট; হৃৎস্পন্দন, রাত্রিতে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইয়া রোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হইয়া মূর্চ্ছা যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। হৃৎপিণ্ডের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রবল হৃৎস্পন্দন; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া থাকা; ফাঁপড় বোধ এবং বুকে অত্যন্ত কষ্টানুভব; হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বল এবং অনিয়মিত স্পন্দন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ৩ বা ৬ ডাঃ। হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম স্কন্ধে বেদনা যাহা বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পুনরায় পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত হয়; বাম স্তনের ঠিক নিম্নভাগে বেদনানুভব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। জরায়ুর অসুখ হেতু যদি হৃৎস্নায়ুশূল হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। বাম স্তনের ঠিক নিম্ন ভাগে বেদনা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

স্পাইজেলিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অসুখ; হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক বার স্পন্দনের সময় হৃৎপিণ্ডে ছুরী বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনানুভব; এই বেদনা অতি শীঘ্র শীঘ্রই শরীরের ডাইন অংশ হইতে বাম অংশে বিস্তৃত হয়; হৃৎস্পন্দন এত প্রবল হয় যে দূর হইতেও অন্য লোকে উহা দেখিতে বা শুনিতে পায়; রোগী কেবল ডাইন পাশে পাশ উঁচু করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে পারে. মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, সম্মুখ দিকে বাঁকা হইলে, পাকস্থলী স্পর্শ করিলে, বাহু উপরের দিকে উঠাইলে অথবা নড়াচড়াতে বেদনাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

টেবেকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখমণ্ডল মৃতবৎ শিটা বা মলিন; গা বমী বমী করা এবং মুখাকৃতি বসিয়া যাওয়া; হাঁটু হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত সমুদয় অংশ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; গলার মধ্যে ভয়ানক আঁটাবোধ এবং বুকের মধ্যদিয়া কসিয়া বা যাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় যাহার দরুণ রোগী কথা বলিতে পারে না; সমুদয় শরীরে কাঁপনি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের প্রবল আক্রমণের সময় উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা ১৫।২০ মিনিট অন্তর দেওয়া উচিত। বেদনার কথঞ্চিত উপশম হইলে ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যখন বেদনার আক্রমণ হয়, রোগীর পা হাঁটু পর্য্যন্ত গরম জলে ভিজাইয়া ১০।১৫ মিনিট রাখিবে, তৎপর পা ভালরূপ মুছাইয়া দিয়া হাতের পাতার তালুদিয়া পা সজোরে মর্দ্দন করিবে। হৃৎ-প্রদেশের উপর ফ্লানেল কাপড় গরম করিয়া সেক দিবে বা একটী লবণের পোটলা গরম করিয়া হৃৎপ্রদেশের উপর সেক দিবে। রোগীকে নিস্তব্ধভাবে রাখিবে এবং তাহাকে এমন ঘরে রাখিবে যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে। যাহাদিগের এই রোগ হয় তাহাদিগের পরিমিত আহার, নিয়মিত সময়ে আহার করা ও নিদ্রা যাওয়া যার পর নাই কর্ত্তব্য। কোন প্রকার উত্তেজক আহার বা পানীয় দ্রব্য, মদ্যপান, চা, কাফি পান এবং তামাক একবারে নিষিদ্ধ।

বক্ষশোথ (HYDROTHORAX,—DROPSY OF THE CHEST.)

ইহাতে বুকের মধ্যে শুষ্ক ঘাসের রঙ্গ বিশিষ্ট জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়। ইহা বুকের এক বা দুই পার্শ্বই আক্রমণ করিতে পারে। রোগ প্রায়ই অজ্ঞানিত-রূপে আস্তে আস্তে রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সঞ্চিত জলীয় পদার্থের চাপ পড়িয়া ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য বা কন্‌জেচ্‌শন্‌ হয়। কোন প্রকার কঠিন শারীরিক পরিশ্রম, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়া বা বেড়ান, অথবা নিম্ন-স্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় বুকে আঁটা বোধ ও হাঁপানির উদ্রেক হয়। কোন প্রকার বিশেষ উপদ্রব না হইয়াও কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত রোগ এই অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু রোগ যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শ্বাসকষ্টও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, বিশেষতঃ রাত্রিতে ও শয়ন করিয়া থাকিলে, যদি বুকে অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থের সঞ্চার হয়, তবে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শয়ন করিবার সময় রোগীর শ্বাসরোধ হওয়ার উপ-ক্রম হয়। চলিয়া বেড়ানের সময় হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দপ্‌দপ্‌ করিয়া স্পন্দন করে এবং উহার দরুণ রোগী বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং বাতাস সেবন

করার প্রয়াস পায়। হাত পায়ের পাতাদি ঠাণ্ডা হয়; ওষ্ঠ নীল বর্ণ হয় এবং কপাল শীতল ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত হয়। কষ্টদায়ক কাশির উদ্রেক হয়; প্রথমতঃ শুষ্ক কাশি এবং তৎপর কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পা এবং হাতের পাতাদি স্ফীত হয়; নাড়ী ক্ষুদ্র, অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট ও কম্পমান এবং রোগের শেষাবস্থায় সমুদয় শরীরে শোথ হয়। বক্ষশোথ প্রায়ই হৃৎপিণ্ড, মূত্র কোষ, যকৃত বা ফুস্‌ফুসের রোগের দরুণ ঘটিয়া থাকে। ইহা কখন কখন আরক্ত জ্বর অথবা মলমাদি দ্বারা পুরাতন ঘা বা ক্ষত শুকাইলেও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। শয়ন করিয়া থাকিলে বুকে অত্যন্ত কষ্টানুভব; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, বুকে সেরূপ টাটানি; মূত্র পরিমাণে অল্প ও কাফির ন্যায় মলিন বা কালচে; পিপাসা থাকে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। আরক্ত জ্বরের পর বক্ষশোথের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই শ্বাস কষ্ট; বিছানায় পাশ ফিরিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে রোগী হাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়; রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে না পারিয়া উপুড় হইয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; প্রবল হৃৎস্পন্দন, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, অস্থিরতা ও নিদ্রা শূন্যতা এবং মৃত্যু ভয়; অত্যন্ত পিপাসা এবং রোগী বারম্বার জলাদি পান করে; কিন্তু সে একবারে অধিক পরিমাণে জলাদি পান করিতে পারে না; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। বাত রোগের সঙ্গে সঙ্গে অথবা বাত রোগের পর বক্ষশোথ; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা সামান্য নড়া চড়াতেই বা নিশ্বাস প্রশ্বাসে বৃদ্ধি পায়; রোগী স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে; রোগী সর্ব্বদা খিট্‌ খিট্‌ করে এবং সকলকেই চটিয়া উত্তর দেয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। প্লুরিসির সঙ্গে সঙ্গে বক্ষশোথ হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

কল্‌চিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বুকে অত্যন্ত আঁটা বোধ বা কষ্টানু-

ভব, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়; হাত পায়ের পাতা স্ফীত হয়; মূত্র কটাবর্ণ, কাল্‌চে ও পরিমাণে অল্প ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। হৃৎপিণ্ডের বাত রোগের দরুণ বক্ষশোথ হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। শ্বাসরোধ হইয়া রোগী ঘুম হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠে এবং হাতাদি এদিক ওদিক বারম্বার বিস্তার করে; শ্বাস কষ্ট যাহা কথা বলা বা আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করিলে বৃদ্ধি পায়; রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে না পারিয়া বসিয়া মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; গলা স্পর্শ করিলেই অসহ্য শ্বাস কষ্ট হইয়া রোগী একবারে ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

লাইকোপডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বুকের মধ্যে অত্যন্ত পূর্ণ বোধ; বুকের মধ্যে সর্ব্বদা আঁটা বোধ ও মনের অত্যন্ত উদ্বেগ যাহা রাত্রিতে আহারের পর বৃদ্ধি পায়; পেট সর্ব্বদা ভুট্ ভাট্ করে ও দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে; মূত্র ত্যাগ করার পর মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পাত্রের তলায় লাল বালির ন্যায় তলানি পড়ে; অল্প পরিমাণে আহারীয় বা পানীয় উদরস্থ হইলেই উদরে গলা সমান পূর্ণ বোধ হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল ও তরুণ হইলে ১।২ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগ মৃদু বা পুরাতন আকার ধারণ করিলে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীর পথ্য রুটী, ভাত, দুগ্ধ হওয়া উচিত। পরিপাক পাইলে রোগীকে মধ্যে মধ্যে মাংসের যুশও দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ টাট্‌কা হওয়া আবশ্যক। রোগীকে অধিক পরিমাণ জলপান করিতে দিবে না।

একাদশ অধ্যায়।

পাকস্থলীর অসুখ

(DISEASES OF THE STOMACH.)

ক্ষুধা শূন্যতা (LOSS OF APPETITE,—ANOREXIA.)

ক্ষুধা শূন্যতা প্রায় সর্ব্বদাই পাকস্থলী বা কোন প্রকার ধাতুগত পীড়ার এক লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রায়ই অযোগ্য আহার, অবসন্নকারক উগ্র মদ্য পান; তামাক খাওয়া; বহির্ব্বায়ুতে বাহির না হইয়া সর্ব্বদা ঘরে ও নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তকাদি পাঠ করা; যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে না এরূপ ঘরে নিদ্রা যাওয়া; বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া অলস ভাবে সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকা ইত্যাদি ক্ষুধা শূন্যতার প্রধান কারণ। অনেক সময় ক্ষুধা শূন্যতা এত প্রবল হয় যে উহার বিশেষ চিকিৎসা না করিলে অবশেষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ক্ষুধাশূন্যতা ও সকল প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি; আহারীয় সমুদয় দ্রব্যই তিক্ত লাগে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। অনেক দিন ধরিয়া উদরাময়ের পর বা প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবের পর ক্ষুধা শূন্যতার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

হিপার সাল্‌ফিউরিস্‌ ৬ বা ১২ ডাঃ। যত সাবধানেই থাকা যাউক না কেন, সামান্য কারণেই পেটের অসুখ হয়; মুখে পচা বিস্বাদ ও সকল প্রকার আহার দ্রব্যেই অনিচ্ছা বা অরুচি ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। পারা (Mercury) বা কোইনাইনের অপব্যবহারের পর ক্ষুধা শূন্যতার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখে পচা স্বাদ, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ ক্ষুধা শূন্যতা; বসিয়া থাকিলে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি পাথরের ন্যায় পেটে রহিয়াছে রোগী এরূপ অনুভব করে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখে তিক্ত স্বাদ; তিক্ত উদ্গার উঠা; তিক্ত বা টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্যেই স্বাদ থাকে না; আহারে, বিশেষতঃ রুটী, কাফি, তামাক ইত্যাদিতে অরুচি; রোগী ব্রাণ্ডি (মদ্য) পান ও চা খড়ি খাইতে চাহে; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কঠিন মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। মদ্য পানাদিতে অত্যাচার ও বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকার দরুণ অসুখ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখে পচা তিক্ত স্বাদ, বিশেষতঃ আহার বা পানের পর; চর্ব্বিযুক্ত বা তৈলাক্ত আহার দ্রব্য, মাংস, রুটী, এবং দুগ্ধে অরুচি; আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির গন্ধও স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠা; অতিরিক্ত তামাক খাইয়া ক্ষুধাশূন্যতা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা সামান্য কারণে দুঃখ প্রকাশ করে ও সহজে কাঁদে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। রজঃ রোধ বা স্বল্প রজঃ স্রাবের দরুণ অসুখ হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

এতদ্ভিন্ন অজীর্ণ রোগ, যকৃতের রোগ ইত্যাদির অধ্যায়ে চিকিৎসাদি দ্রষ্টব্য।

ঔষধের মাত্রা। প্রত্যেক বার আহারের অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ১ মাত্রা ঔষধ তিন দিবস সেবন করিয়া ৩।৪ দিবস ঔষধ বন্ধ করিয়া যদি কোন সুফল দেখিতে পাওয়া না যায়, তবে অন্য একটী ঔষধ লক্ষণ বিশেষে মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে সেবন করা উচিত।

আনুষঙ্গিক উপায়। প্রত্যহ কাঁচা জলে স্নান এবং প্রাতে ও বৈকালে নিয়মিতরূপে বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা করা উচিত। টাট্কা দুধ ও কাঁচা জল ব্যতীত রোগীকে অন্য কোন পানীয় পদার্থ দেওয়া উচিত নহে। যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে রোগীর সে ঘরে বাস ও শয়ন করা উচিত। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বিছানা হইতে

উঠিয়া পড়া উচিত। প্রত্যেক বার আহারের পর হাত দ্বারা শীতল জল নাভির চতুর্দ্দিকে অন্ততঃ ১৫ মিনিট বারম্বার মালিস করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। আহারাদি ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা অজীর্ণ রোগ ও যকৃতের অসুখাদির অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

দুষ্ট ক্ষুধা (MORBID APPETITE)

ক্ষুধাশূন্যতার ন্যায় দুষ্ট ক্ষুধাও পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কোন যন্ত্রের সাধারণ রোগের এক লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রায়ই উদরে কৃমি থাকিলে, গর্ভাবস্থায়, হিষ্টিরিয়া রোগে, অথবা কখন কখন কোন প্রবল তরুণ রোগের আরাম হওয়ার অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। ইহাতে রোগীর অনিবার্য্য ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং যাহা শরীরের পরিপোষণার্থ প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষাও রোগী সর্ব্বদা অধিক আহার করিতে চাহে। ক্ষুধাশূন্যতার অধ্যায়ে চিকিৎসার যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, এ অধ্যায়েও সে প্রণালী অবলম্বনীয়।

চিকিৎসা।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অনিবার্য্য ক্ষুধা, বিশেষতঃ রাত্রিতে; টক ফলাদি খাওয়া ও মদ্যপানে অধিক ইচ্ছা; সর্ব্বদা সুস্বাদু দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; অত্যন্ত পিপাসা; কিন্তু রোগী একবারে অধিক জল পান করিতে পারে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সিনা ৩, ৩০ বা ২০০ ডাঃ। যদি রোগীর উদরে কৃমি থাকার লক্ষণ প্রকাশ পায়; অতিরিক্ত ক্ষুধা; পেট পূরিয়া আহারের পরও ক্ষুধা; মূত্র ত্যাগ করিবার কতকক্ষণ পরই মূত্র দুগ্ধের ন্যায় সাদা হয়; ঘুমের ঘোরে দাঁতে দাঁতে কড়্‌মড়্ শব্দ করা ও চমকিয়া উঠা; মুখদিয়া জল উঠা; গা বমী বমী করা; চক্ষুর তারা বিস্তৃত; নাসিকার অগ্রভাগ খোঁটা বা চুলকান ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। (কৃমি রোগের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু কোন দ্রব্যেই রুচি থাকে না; কোষ্ঠবদ্ধ, মল একবার গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পুনরায় গুহ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

স্টাফিসেগ্রিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে আহার দ্রব্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ; মদ্য পান বা তামাক খাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। প্রতিদিন মনোনীত ঔষধের দুই তিন মাত্রা সেব্য।

অজীর্ণ (DYSPEPSIA,—INDIGESTION)

পরিপাক যন্ত্রের কোন কোন কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হেতু এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃতি নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। কারণ, ইহার দরুণ শরীরের প্রায় সমুদয় যন্ত্রই সোজা সোজী বা প্রকারান্তরে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগ এত প্রকারে প্রকাশ পাইতে পারে যে, ইহার লক্ষণ ও যন্ত্রণাদির বিষয় নির্ণয় করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। কোন কোন সময়ে রোগী তাহার মাথার অসুখের বিষয় এরূপ বর্ণনা করে যে সে মনে করে যেন তাহার সংন্যাশ রোগ হইবে। আবার কোন কোন রোগী ফুস্ফুসের অসুখ হইয়াছে বলিয়া মনে করে যেন তাহার যক্ষ্মাকাশ হইয়াছে। সে ইহাও মনে করিতে পারে যে তাহার হৃৎপিণ্ডের অসুখ হইয়াছে এবং এই রোগেই তাহার শীঘ্র মৃত্যু হইবে। এই প্রকার দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও মাসের পর মাস এরূপ সর্ব্বদা ভাবিয়া ভাবিয়া রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং অবশেষে মনের বিকার জন্মিয়া রোগীর মনোপীড়া বা হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস (Hypochondriasis) হইয়া পড়ে এবং তাহার দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকে না। ক্ষুধা বা রুচি শূন্যতা অথবা সর্ব্বদা আহারের ইচ্ছা; পাকস্থলীতে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence); উদ্গার উঠা বা গুহ্যদ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ; বুকে ও পেটে আঁটা বোধ ও হৃৎস্পন্দন; পেট টাটায় এবং সামান্য প্রচাপনেও পেট অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ও টাটায়। এমন কি, রোগী একখানি সামান্য পাতলা কাপড়ের চাপও পেটে সহ্য করিতে পারে না। কোন একটী পাথর বা শীসের ডেলা পেটের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে রোগী এরূপ অনুভব করে; টক, পচা ও উগ্র গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে; বুক জ্বালা হয়, মুখ দিয়া জল উঠে; কখন কখন আহা-

রের পরই বমন দ্বারা উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি উঠিয়া পড়ে; অন্ত্রে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence) হয়; কোষ্টবদ্ধ; রোগী মনে করে যে সে কোন কাজ কর্ম্ম করিতে অক্ষম; তাহার উচ্চ পদাদি পাওয়ার কোন স্পৃহা থাকে না; সে সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকে ও তাহার মনের স্ফূর্ত্তি একবারেই থাকে না; মাথায় ঝম্ ঝম্ শব্দ হয় ও মাথা ঘোরে। শিরঃপীড়া, রাত্রিতে অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা; ঘুমের ঘোরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা; বলক্ষয় ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি অজীর্ণ রোগের কতকগুলি প্রধান লক্ষণ।

কারণ। সর্ব্বদা ঔষধ সেবন অজীর্ণ রোগের একটী প্রধান কারণ। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই শিশুগণকে আফিম সংযুক্ত ঔষধ, রেচক ঔষধ এবং অন্যান্য প্রকারের ঔষধাদি পান করিতে দেওয়ার দরুণ তাহাদিগের পরিপাক যন্ত্র সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ঐ সময় হইতেই শিশুর ভবিষ্যতে অজীর্ণ রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে। সচরাচর মানসিক অবসন্নতা, শোক, মনের কষ্ট, নিরাশা, অনিয়মিতরূপে আহার করা ও নিদ্রা যাওয়া; অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা বা উত্তেজক আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করা; ভালরূপে চর্ব্বন না করিয়া তাড়াতাড়ি আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করা; চা, কাফি, তামাক, মদ্য পান এবং অতিরিক্ত ঔষধাদি খাওয়া; কোন কাজ কর্ম্ম না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকা; অতিরিক্ত আহার এবং অনিয়মিত রূপে মল মূত্র ত্যাগ; মৈথুন কার্য্যে অত্যাচার, হস্ত মৈথুন, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি অজীর্ণ রোগের সাধারণ কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম ৬ ডাঃ। অপরিমিত আহার দ্বারা রোগোৎপন্ন হওয়া; জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত, উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা; বমন এবং বমনোদ্বেগ; মল তরল ও কঠিন গুটুলী বা নেড়যুক্ত; পিপাসা, যাহা রাত্রিযোগে বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর অজীর্ণ; পাকস্থলীতে টাটানি ও মোচড়ানের ন্যায় কষ্টানুভব; পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা; পেটের মধ্যে পূর্ণবোধ; জিহ্বা হরিদ্রা

লেপযুক্ত; আহারের পর বমনের ইচ্ছা; মুখে পচা বা তিক্ত স্বাদ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০. ডাঃ। দুধের সর বরফে মিশাইয়া খাওয়া অথবা ফল কিম্বা টক দ্রব্যাদি খাইয়া রোগোৎপন্ন হওয়া; আহার বা পানের পর বমন বা বমনোদ্বেগ; পাকস্থলীতে উষ্ণ বা জ্বালানুভব; বারম্বার অত্যন্ত প্রবল পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জলাদি পান করিতে পারে না; মনের উদ্বেগ, অস্থিরতা বা নিদ্রা-শূন্যতা; একখানি প্রস্তর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি বোধ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। গ্রীষ্ম কালে অথবা শরীর অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তপ্ত হইলে শীতল জলাদি পানের পর অজীর্ণ; আহারে অনিচ্ছা এবং এই অনিচ্ছা সময়ে সময়ে এত অধিক হয় যে আহার দ্রব্যের ঘ্রাণও রোগীর অসহ্য হইয়া পড়ে; পাকস্থলী প্রদেশে টাটানি; বারম্বার উদ্গার উঠা, বিশেষতঃ আহারের পর; সমুদয় দ্রব্যই মুখে তিক্ত বা টক লাগে; আহারের অনতিকাল বিলম্বেই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন হইয়া পড়ে; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন, রোগী সামান্য কারণেই বিরক্ত হয় ও খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। কোন প্রকার ভারি পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি বোধ, যাহার দরুণ রোগী কোমরে কাপড়াদি কসিয়া পরিতে পারে না; মুখে টক স্বাদ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন এবং বমনে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি টক হইয়া নির্গত হওয়া; মাংস বা কোন প্রকারের উষ্ণ পদার্থ উদরস্থ করার অনিচ্ছা ও সুস্বাদু আহার দ্রব্যে স্পৃহা, পায়ের পাতা শীতল বা আর্দ্র; প্রচুর রজঃস্রাব; রোগী রাত্রি ৩ টার পর আর ঘুমাইতে পারে না, মল লম্বা ও মোটা কঠিন নেড় ও কখন কখন তরল মলের সঙ্গে উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণাও নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

কার্ব্বো বেজিটেবিলি ৬ বা ১২ ডাঃ। বারম্বার উদ্গার উঠা যদ্দ্বারা রোগী কিয়ৎকালের জন্য উপশম অনুভব করে; নির্দ্দোষি আহার দ্রব্যাদিও রোগীর সহ্য হয় না; বুক জ্বালা ও উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence), আহার বা পানের পর পেটে এত অসুখ অনুভূত হয় যে রোগী

মনে করে যেন তাহার পেট ফাটিয়া যাইবে; উগ্র গন্ধযুক্ত টক উদ্গার উঠা ও পাকস্থলীতে জ্বালানুভব; মদ্য পানাদিতে অত্যাচারের পর রোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। যে প্রকার অজীর্ণ রোগে বুকজ্বালা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, সে প্রকার অজীর্ণ রোগের পক্ষে এই ঔষধের ৩ দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ মাত্রায়, বিশেষ উপকারী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রাতে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ঠোশ মারিয়া থাকে এবং পেটের মধ্যস্থিত পদার্থগুলি বুকে উঠিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; পাকস্থলী ও কৃত্রিম পাঁজরার হাড়ের নীচে বেদনা বা টন্ টনানি; মুখে তিক্ত স্বাদ ও পিত্ত বমন; রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এবং কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে চটিয়া উঠে এবং অন্যায় উত্তর দেয় ইত্যাদি এই ঔষধের কতকগুলি প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। উদরে পূর্ণ বোধ বা ঠোশ মারিয়া থাকা; উদ্গার উঠা যাহাতে রোগী কোন উপশম অনুভব করে না; সকল প্রকার পুষ্টিকর ও বলকারক আহার দ্রব্যাদিতেই অরুচি; রোগী মদ্য ও টক স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্যাদি উদরস্থ করিতে চাহে; উদ্গার ও উদ্গারে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির গন্ধ থাকে; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট উদরাময়; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, যাহার দরুণ রোগী প্রত্যেক বার আহারের পরই শয়ন করিয়া থাকিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রকৃতিক লক্ষণ। যদি রক্তস্রাব বা উদরাময়ের পর অজীর্ণ রোগ হয়, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

জেল্‌সিমিয়াম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে খালি ও দুর্ব্বল বোধ; পাকস্থলী স্ফীত ও উহাতে বেদনা; বমনোদ্বেগ; পাকস্থলীতে জ্বালানুভব যাহা মুখ গহ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; ভয়, শোক অথবা কোন প্রকারের কুসংবাদ শুনিয়া হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হেতু রোগোৎপন্ন হইলে; কৃত্রিম ক্ষুধা এবং পাকস্থলীতে এক প্রকারের চর্ব্বনবৎ বেদনা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। অত্যন্ত সাবধানে আহারাদি করিলেও পেটের অসুখ হয়; রোগী টক ও উগ্রগন্ধযুক্ত পদার্থ খাইতে চাহে; বমনোদ্বেগ ও উদ্গার উঠা যাহার কোন স্বাদ বা গন্ধ থাকে না; মুখে পচা বা ধাতুর স্বাদের ন্যায় স্বাদ; গলার মধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চার; মল

কঠিন ও সহজে নির্গত হয় না; টক দ্রব্য খাইলে যেরূপ হয়, আহার বহা গলনালীর মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

লাইকোপডিয়াম্ ১২ বা ৩০ ডাঃ। আহারের পর পেটে অত্যন্ত ভার ও পূর্ণ বোধ; সামান্য পরিমাণে আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই পেট গলা সমান ভরিয়াছে এরূপ বোধ হয়; পেটের মধ্যে সর্ব্বদা ভুট্ ভাট্ করা; পেটে সর্ব্বদা গড়্ গড়্ কল্ কল্ শব্দ হয়, বিশেষতঃ পেটের বাম দিকে; মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে পৃষ্ঠদেশে অসহ্য কষ্টদায়ক বেদনানুভব; মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় পদার্থ থাকে; কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন, পরিমাণে অল্প ও অতি কষ্টে নির্গত হয়; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অনেক সময় এই ঔষধের ২০০ ডাঃ দ্বারা অন্যান্য ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। পাকস্থলী ও উদর অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; বসিয়া থাকিলে আহার দ্রব্যাদি যেন উদরে পাথরের ন্যায় রহিয়াছে এরূপ ভারি অনুভূত হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভার ও চাপাবোধ; আহারের পর উদ্গার উঠা ও বুক জ্বালা; কঠিন পদার্থ, মাংস, উষ্ণ আহার দ্রব্যাদিতে অরুচি ও ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার বা পানে স্পৃহা; মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে থুথু উঠে ও মুখে লবণ ও ধাতুর স্বাদ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অতি প্রত্যূষে মুখে পচা বা তিক্তস্বাদ; বারম্বার টক উদ্গার উঠা; পাকস্থলীর উপর চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; পাকস্থলীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা ও ভার বোধ, বিশেষতঃ আহারের পর; রোগী কসিয়া কাপড় পরিতে পারে না; রোগী সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা একাকী নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে; মল কঠিন মোটা নেড যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; প্রত্যেক বার মল ত্যাগের পর মনে হয় যেন কোষ্ঠ ভাল রূপে পরিষ্কার হইল না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করা; মদ্য পানে অত্যাচার; সর্ব্বদা রেচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার করা, অথবা বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া কেবল পুস্তকাদি পাঠ বা মৈথুন কার্য্যে অত্যাচার বা হস্ত মৈথুন দ্বারা যদি রোগোৎপন্ন হয়, তবেএই ঔষধ আরো উপকারী। অনেক সময়

এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশন দ্বারা অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। জিহ্বা শাদা বা হরিদ্রার লেপযুক্ত এবং প্রাতে মুখে বিস্বাদ; আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা; পাকস্থলী প্রদেশে দপ্‌দপানি; কোন প্রকারের তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত আহার দ্রব্যাদি রোগীর সহ্য হয় না; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া দাঁড়াইলে অথবা বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে; শীতবোধ, অথচ শরীরে কখন কখন হঠাৎ উষ্ণানুভব; রাত্রিতে উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। আহারের সময় পাকস্থলীর মধ্যে স্পন্দন বা দপ্‌দপানি; পরিপাক শক্তির অত্যন্ত হ্রাস; টক বা তিক্ত উদ্গার উঠা; একখানি পাথর চাপা দিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, পেটের মধ্যে সেরূপ ভারি বোধ; মুখমণ্ডল হরিদ্রার আভাযুক্ত ও নাসিকার উপর দিয়া কাল দাগ পড়ে; মল কঠিন গুট্‌লে যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ও গুহ্যদ্বারে ভারবোধ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যে সকল স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত প্রদর থাকে, তাহাদিগের অজীর্ণ রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাইলিসিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রাতে মুখে তিক্ত স্বাদ; বমনোদ্বেগ, বিশেষতঃ প্রাতে ও আহারের পর; জলে বিস্বাদ ও জলপানের পর বমন; পাকস্থলীতে বেদনা ও মুখে জল উঠা; ক্ষুধাশূন্যতা ও প্রবল পিপাসা; কোষ্ঠ বদ্ধ এবং মল একবার কথঞ্চিৎ বাহির হইয়া পুনবায় গুহ্যে প্রবিষ্ট হয়; প্রত্যেক অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলী শিথিল হইয়া যেন ঝুলিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; পূর্ণ মাত্রায় পুষ্টিকর ও বলকারক আহার দ্রব্যাদি পেট ভরিয়া খাওয়ার পরও রোগী ক্ষুধা অনুভব করে; পাকস্থলী পূর্ণ থাকা সত্বেও রোগী অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব করে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

চেলিডোনিয়াম্ ১ বা ৩ ডাঃ। পাকস্থলীতে কন্‌কনানি ও

চর্ব্বনবৎ বেদনা বা যাতনা, চাপ দিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং কোন দ্রব্য খাইলে যাহার উপশম হয়; রোগী আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য গরম গরম খাইতে চাহে; অত্যন্ত অনিয়মিত রূপে হৃৎস্পন্দন; ভেড়ার মলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল গুঁট্‌লি মল ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হাইড্রাষ্টিস্ ক্যানেডন্‌সিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে ঘুশ্ ঘুশে কন্‌কনিয়া বেদনা বা যাতনা যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে; নাভি প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বেদনা; উদ্গারে গলা দিয়া টক স্বাদ বিশিষ্ট জলীয় পদার্থ উঠে; পাকস্থলীতে যেন কিছু নাই এরূপ অনুভূত হয়, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন; মল মোটা লম্বা নেড় ও পরিমাণে অধিক ও শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ইগ্‌নেসিয়া ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। অজীর্ণের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক মণ্ডলীর অত্যন্ত নিস্তেজতা যাহা মানসিক অবসন্নতার দরুণ ঘটিয়া থাকে; রোগী যেন সর্ব্বদাই শোকাতুর থাকে এবং পাকস্থলীতে দুর্ব্বল ও খালি বোধ করে; আহারের পর যেন পেট ঢোল মারিয়া থাকে বা ফাঁপে, যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; পাকস্থলীতে চর্ব্বন বা কর্ত্তনবৎ বেদনা বা যাতনা; অন্তর্ব্বলী সহ অর্শ রোগ এবং প্রত্যেক বার মল ত্যাগের সময় বলী গুলি গুহ্য দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফস্ফরাস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বমনোদ্বেগ না হইয়াই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি মুখ ভরিয়া আপনা আপনি উঠিয়া আইসে; গিলিতে না গিলিতেই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি মুখে উঠিয়া পড়ে; জলপান করিলে উহা পাকস্থলীতে যাইয়া উষ্ণ হইতে না হইতেই বমন হইয়া পড়ে; লম্বা, সরু কঠিন নেড় মল ত্যাগ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

রবিনিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে অতিরিক্ত পরিমাণে অম্ল পদার্থের সঞ্চার; উদরস্থ হওয়ার পরই আহার দ্রব্যাদি টক হয়; পাকস্থলীতে অনবরত ভারি বোধ; পাকস্থলী হইতে অত্যন্ত উগ্র টক স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠে যাহার দরুণ দাঁত টক হয়; পাকস্থলী এবং দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; মাথার সম্মুখ ভাগে অনবরত বেদনা বা কন্‌কনানি; বারম্বার মল ত্যাগের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল দূষিত বায়ু নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

রুটা গ্রাবিয়োলেন্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। কোন প্রকারের অত্যন্ত ভারি বস্তু উঠাইবার দরুণ অজীর্ণ; পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বা চর্ব্বনবৎ বেদনা; মাংস খাইবারে অশক্তি, কারণ, উহাতে উদ্গার উঠে এবং গা চুলকায়; বারম্বার বাহ্যের বেগ এবং বেগের সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য বাহির হইয়া পড়া; অল্প পরিমাণ কঠিন ভেড়ার মলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটলী মল ত্যাগ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। টক উদ্গার উঠা এবং পাকস্থলীতে অতিরিক্ত পরিমাণে অম্লের সঞ্চার; পাকস্থলী প্রদেশের উপর স্পর্শ করিলেও অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়; পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, যাহার দরুণ সে কিছু খাইতে বাধ্য হয়; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; মাথার উপরিভাগে ভয়ানক জ্বালা ও উষ্ণানুভব; অতি প্রত্যূষে উদরাময় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। ক্ষীণ কায় বিশিষ্ট রোগী যাহারা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বিশেষ বিশেষ লক্ষণের চিকিৎসা। পেট ফাঁপা ও পাকস্থলীতে কন্কনানি ও জ্বালাযুক্ত বেদনার জন্য লক্ষণ বিশেষে আর্ণিকা, আর্সিনিক, বেলাডোনা এবং ফস্ফরাস ব্যবস্থা। পাকস্থলীতে অম্লের সঞ্চার, টক উদ্গার ও মুখে টক স্বাদ, বুক জ্বালা, উদ্গারে বা বমন দ্বারা টক্ পদার্থ উঠা ইত্যাদি লক্ষণে, লক্ষণ বিশেষে, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস, চায়না, নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরাস এবং সাল্ফার ব্যবস্থা। উগ্র গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠিলে লক্ষণ বিশেষে কার্ব্বো বেজিটেবিলিস, পাল্সেটিলা এবং সাল্ফার সেব্য। পচা দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠিলে আর্ণিকা, আর্সিনিক, চায়না, ফেরাম্, মার্কিউরিয়াস, ফস্ফরাস, সিপিয়া ব্যবস্থা। মুখে তিক্তস্বাদ, তিক্ত উদ্গার উঠা, তিক্ত বমন ইত্যাদিতে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, ক্যামোমিলা, নাক্স্ বমিকা, সিপিয়া ব্যবস্থা। দুষ্ট ক্ষুধা হইলে লক্ষণ বিশেষে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, চায়না, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরাস ব্যবস্থা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও মানসিক বা শারীরিক অবসন্নতা হইলে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, চায়না, ফেরাম্, ফস্ফরাস ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগ তরুণ ও প্রবল হইলে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর

ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগ পুরাতন হইলে প্রতিদিন ঔষধের ১।২ বা ৩ মাত্রা ব্যবস্থা।

আনুষঙ্গিক উপায়। যে প্রকার দ্রব্য পুষ্টিকর, বলকারক, অথচ সহজে পরিপাক পায়, রোগীর আহার দ্রব্য সেরূপ ও প্রচুর পরিমাণে হওয়া আবশ্যক। রোগীকে মাংস, মৎস্য ও তরকারি ইত্যাদি পরিমিত পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত। কোষ্ঠবদ্ধ অনিবার্য্য হইলে মাচ, মাংস কম পরিমাণে দিয়া তরকারি অধিক পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত। যে সকল তরকারিতে অধিক পরিমাণে রস থাকে সে সকল তরকারি রোগীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর, কারণ, উহাতে উদরে দূষিত বায়ুর (Flatulence) সঞ্চার হয়। ভাল রূপে চর্ব্বন না করিয়া রোগীর কোন প্রকারের আহার দ্রব্যই উদরস্থ করা উচিত নহে। যে দ্রব্য খাইয়া রোগীর একবার পেটের অসুখ হইয়াছে সে দ্রব্য খাওয়া উচিত নহে। আহারের সময় জলপান না করিয়া প্রতিদিন প্রাতে এবং রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় অথবা আহারের অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা পর কাঁচা টাট্‌কা জল পান করা উচিত। মদ্য, চা, কাফি ইত্যাদি উত্তেজক পানীয় দ্রব্যাদি একবারে নিষিদ্ধ। তামাক খাওয়া বিশেষ অনিষ্টকর। রোগীকে তাহার অসুখের বিষয় একবারেই চিন্তা করিতে দিবে না এবং সে যাহাতে প্রফুল্ল থাকে সে সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইবে। রোগীকে সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকিতে না দিয়া সে যাহাতে প্রতিদিন প্রাতে এবং বৈকালে বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা করিতে পারে এমন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। মেঘ বৃষ্টি না থাকিলে চলিয়া বেড়ান সকল রোগীর পক্ষেই সুবিধা জনক। রোগীর প্রত্যহ কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান করা উচিত।

এই রোগের চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ "সরল চিকিৎসায়" অজীর্ণ রোগের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বুক জ্বালা ও মুখে জল উঠা

(PYROSIS,—HEARTBURN,—WATER BRASH)

ইহাতে বুকে বা পাকস্থলীতে জ্বালা অনুভূত হয়; রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহার মনের উদ্বেগ হয়; বমনের উদ্রেক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে এক প্রকার চর্ব্বনবৎ অসুখ অনুভূত হয় ও টক বা কটু স্বাদ বিশিষ্ট

উদ্গার উঠে বা জলবৎ তরল পদার্থ গলা দিয়া নির্গত হয়। ইহা অজীর্ণ রোগের একটী আনুষঙ্গিক লক্ষণ মাত্র। অনেক সময় কৃমির উত্তেজনা, ঝাল দ্রব্য খাওয়া, মসলা, কাফি, মদ্য পান ও দোক্তা বা তামাক খাওয়ার দরুণও এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। বুক জ্বালা ও মুখ দিয়া জল উঠা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, টক উদ্গার উঠা ও পাকস্থলীতে জ্বালানুভব; মদ্য পান বা নিমন্ত্রণাদিতে অনেক রকমের দ্রব্যাদি একবারে খাইয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রত্যেকবার আহারের পর বুক জ্বালা; মুখে জল সঞ্চিত হওয়া; কাঠ বমি এবং পাকস্থলীতে ভার বোধ; প্রত্যেক বার আহারের পর পাকস্থলীতে পূর্ণ বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রাত্রিতে উদ্গার উঠা; তিক্ত বা টক স্বাদবিশিষ্ট জল উঠা; প্রত্যেকবার আহারের পর বমন; পাকস্থলীর উপর চাপিলে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানির উদ্রেক হয়; মাতালদিগের মুখে জল উঠা; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কঠিন মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদ ও গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা; ক্ষুধা লাগিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সে প্রকার চর্ব্বণবৎ যাতনা; গলা দিয়া হঠাৎ তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ নির্গমন ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ। আহার বা পানের পর মুখে জল উঠা, পাকস্থলীতে জ্বালানুভব। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ফস্ফরাস ৬ বা ১২ ডাঃ। বুক জ্বালা ও গলা দিয়া হঠাৎ তিক্ত স্বাদ ও উগ্রগন্ধবিশিষ্ট পদার্থ উঠা; আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি টক স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া বমন হইয়া পড়ে; রোগী সর্ব্বদাই ঘুমাইতে চাহে, বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে আহারের পর ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

বুক জ্বালার সময় ক্যাপ্সিকাম্ ১ ডাঃ, বা θ, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ১৫ মিনিট অন্তর ১ মাত্রা, এই রূপ দুই তিন মাত্রা সেবনে অনেকের বুক জ্বালার আশু উপকার হইতে দেখা যায়। আদার আরোকের (Tincture Ginger), ৫ হইতে ১০ ফোঁটা, অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া, আহারের অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পর, পান করিলে বুক জ্বালার অনেক উপশম হইতে দেখা যায় বা বুক জ্বালা একবারে সারিয়া যায়। ইহা দ্বারা রোগ সারে না বটে, কিন্তু উহার বিশেষ উপশম হইতে দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকের অজীর্ণ রোগের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঔষধের মাত্রা। প্রত্যেক বার আহারের অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মনোনীত ঔষধের এক মাত্রা সেব্য। ঔষধ তিন দিন উক্ত প্রণালীতে সেবন করিয়া তিন দিন ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। ইহাতে যদি উপকার দর্শে ভাল, নতুবা লক্ষণ বিশেষে অন্য একটা ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে সেবন করা উচিত।

আনুষঙ্গিক উপায়। (অজীর্ণ রোগের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

পাকস্থলীর আক্ষেপ বা উহাতে শূল বেদনা

(GASTRALGIA,—CRAMP IN THE STOMACH)

ইহাতে স্নায়ু শূলের ন্যায় পাকস্থলীতে এক প্রকার বেদনা হয় এবং রোগী অত্যন্ত কষ্টপায়। ইহাতে পাকস্থলীতে থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপিক বা খিল ধরার ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয় এবং তদ্দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়। পাকস্থলীতে ভারবোধ; বারম্বার হাই উঠা; হাত পায়ের পাতা শীতল এবং এক প্রকার সার্ব্বাঙ্গিক অসুখ বোধ হইয়া রোগ সচরাচর আরম্ভ হয়। আবার কখন কখন কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়াও পাকস্থলীতে ছিঁড়িয়া ফেলা, কর্ত্তনবৎ, টানিয়া ধরা বা আক্ষেপিক বেদনার উদ্রেক হয়। অনেক সময় বেদনা পৃষ্ঠদেশ, বুক ও গলার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। কখন কখন কোন কোন রোগীর পাকস্থলীর উপর প্রবল প্রচাপনে বেদনার উপশম হয়। আবার কোন কোন রোগীর পেটে চাপ পাড়লেই বেদনার

বৃদ্ধি হয়। রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং বেদনার চিন্তায় রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বেদনার আক্রমণের অবস্থায় রোগী অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়ে এবং তাহার মনের অত্যন্ত উদ্বেগ হয়। বেদনার আক্রমণ এক হইতে ৫।৬ ঘণ্টা ও কোন কোন রোগীর কথন কথন ততোধিক কালও অবস্থিতি করে এবং কতক পরিমাণে উদ্গার দ্বারা দূষিত বায়ু ও কথন কথন টক স্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন দ্বারা বাহির হইয়া বেদনার উপশম হয়।

কারণ। সচরাচর যে সকল আহার দ্রব্য সহজে পরিপাক পায় না সে সকল দ্রব্য,—যথা কাঁচা তরকারী, শাক সবজী, পেঁয়াইজ, লাউ ইত্যাদি অপাকজনক আহার দ্রব্যাদি, উদরস্থ করা, উগ্র মদ্য, রেচক ঔষধ, আফিম, লডেনাম্ ইত্যাদি পান করাও এই রোগের কারণ। যাহাদিগের এই রোগ হওয়ার ধাতু বর্ত্তমান রহিয়াছে, আহারাদিতে অত্যাচার, অথবা কোন প্রকারের অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হইলেই তাহাদিগের বেদনার আক্রমণ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে আক্ষেপিক খিল ধরার ন্যায় বেদনা; আঁকড়িয়া ধরা, চাপিয়া ধরা, অথবা খিল ধরার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী ভীত হইয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া বাঁক দিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদনা; এই বেদনা হঠাৎ হয় ও হঠাৎ সারিয়া যায় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে খিল ধরা ও নিয়ত টক স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা; পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা যাহা পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; শয়ন করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি; উগ্র মদ্যপান বা অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি উদরস্থ করিয়া রোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ককিউলাস্ ৬ ডাঃ। আহারের সময় ও আহারের পর পাকস্থলীতে প্রবল খিল ধরা; পেট কামড়ানী ও পেটে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনানুভব; পাকস্থলীতে পূর্ণ বোধ, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

কলোসিন্থ ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা যাহা

গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও উপুড় হইয়া হাঁটুর চাপা বা অন্য কোন প্রকার প্রবল প্রচাপনে যাহার উপশম হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। বিরক্তি বা ক্রোধের দরুণ বেদনা উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা ও পাকস্থলীস্থ সমুদয় যেন নিম্ন দিকে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ চাপা-বোধ; চীৎ হইয়া পশ্চাৎ দিকে শরীর বাঁকা করিলে এবং ঘর্ষণ দ্বারা বেদনার উপশম হয়; গলা দিয়া টক বা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ নির্গত হয়; কোষ্ঠবদ্ধ ও বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। যাহারা বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রমে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে ও সর্ব্বদা অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলাদি দ্বারা বাঁধা আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করে, অথবা মদ্য পান করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। যে পর্য্যন্ত বেদনার উপশম না হয় সে পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক। বেদনার উপশম হইলে প্রতি দিন ঔষধের ৩।৪ মাত্রা সেব্য অথবা আবশ্যক হইলে ঔষধ একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আনুষঙ্গিক উপায়। যে সকল আহার দ্রব্যে অপাক জন্মায় সে সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ। বেদনার সময় উষ্ণ জলে ফ্লানেলের কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া, অথবা একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়ায় লবণ লইয়া উহা দ্বারা একটী পোটলা করিয়া কাঠের কয়লার আগুণে উষ্ণ করিয়া পাকস্থলীর উপর সেক দিলে এবং উষ্ণজল দ্বারা পা ধোয়াইয়া দিলে বেদনার অনেক উপশম হইতে দেখা যায়।

বমন (VOMITING.)

বমন অনেকানেক রোগের একটী কষ্ট দায়ক লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রায়ই পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রকোষ, প্লীহা, জরায়ু, অন্ত্র এবং মস্তিষ্কের অসুখের দরুণ ঘটিয়া থাকে। দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত আহার, কৃমির উত্তেজনা, গর্ভাবস্থা, গাড়ী, পাল্কী, নৌকা বা জাহাজে চাপিয়া বেড়ান, অথবা কোন প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বা ময়লা দেখিয়াও বমনের উদ্রেক হইতে পারে।

চিকিৎসা।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ৬ ডাঃ। অতিরিক্ত আহার বা টক স্বাদ বিশিষ্ট মদ্যপানে বমনোদ্বেগ বা বমন; অনিবার্য্য ভয়ানক বমন যাহা কোনও উপায়ে নিবারিত হয় না; জিহ্বা গাঢ় শাদা লেপযুক্ত ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বমন, বিশেষতঃ আহার বা পানের পর; হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা এবং পিত্ত অথবা কটার আভাযুক্ত বা কাল্চে পদার্থ বমন; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ইত্যাদি.এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। আহার বা পানের তৎক্ষণাৎ পরই বমন; তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বা পিত্ত বমন; বমন করার সময় বুকের বাম পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। উদরস্থ তিক্ত বা টক স্বাদ বিশিষ্ট আহার দ্রব্যাদি বমন; তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বা পিত্ত বমন। শিশুগণের বমনের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ককিউলাস্ ৬ ডাঃ। গাড়ী, ঘোড়া, নৌকা, পাল্কী, জাহাজ ইত্যাদিতে চাপিয়া বেড়াইলে বা দোলায় দুলিলে বমনোদ্বেগ বা বমন; সমুদ্র পথে যাওয়ার সময় বমনোদ্বেগ; বমনোদ্বেগ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা যাওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

কোনায়াম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। গুঁড়ান কাফির ন্যায় পদার্থ বমন। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমনে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। বমন বা বমনোদ্বেগের পক্ষে ইহা এক অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। সর্ব্বদা ক্রমাগত বমনোদ্বেগ; উদরস্থ আহার দ্রব্য অথবা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পিত্তযুক্ত তরল পদার্থ, অথবা সবুজ বর্ণের গোঁদ গোলার ন্যায় শ্লেষ্মা বমন; পাকস্থলীতে ভয়ানক বেদনা; সর্ব্বদা গা বমি বমি করা; চর্ব্বিযুক্ত বা তৈলাক্ত দ্রব্যাদি খাইলে বা তামাক ইত্যাদি খাইলেই বমনের উদ্রেক হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। আহারের পর বমনোদ্বেগ; মাতালদিগের কাঠ বমী; টক গন্ধ ও টক স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া; উজ্জ্বল লাল বা কাল্‌চে লালবর্ণ রক্ত বমন; কোষ্ঠ বদ্ধ; মল কঠিন লম্বা ও মোটা নেড যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; মল ত্যাগের পর মনে হয় যেন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই; বারম্বার হিক্কা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। পাকস্থলী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং রোগী সামান্য পরিমাণে আহার করে, প্রত্যেকবার আহারের পর বমন ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করিয়া যদি রোগোৎপন্ন হয়, অথবা রোগী যদি শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়, তবে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। অত্যন্ত প্রবল বমন ও সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ, অত্যন্ত বলক্ষয়; উদরস্থ আহার্‌ দ্রব্য বমন; টক, তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট ফেণাযুক্ত শাদা অথবা হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা বমন; কাল পিত্ত বা রক্ত বমন; রোগী নড়িলে বা জলাদি পান করিলেই বমন হয়; কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়; হঠাৎ বল ক্ষয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে একোনাইট, লোবিলিয়া, ওপিয়াম্, পিট্রোলিয়াম্, ফস্ফরাস, ফাইটোলাকা, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ইত্যাদি ঔষধ গুলিও আবশ্যক হইতে পারে।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল হইলে উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য। রোগ প্রবল না হইলে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা দেওয়া কর্ত্তব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যদি কোন বিষাক্ত বা উত্তেজক পদার্থ উদরস্থ হইয়া বমন হয়, তবে যে কোন উপায়ে হউক, বমন দ্বারা উদরস্থ উক্ত পদার্থ গুলি যত শীঘ্র সম্ভবে তুলিয়া ফেলা উচিত। ঈষৎ উষ্ণ জলে রাইয়ের (Mustard) গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইয়া বা গলার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া বা পাখীর পালক গলার মধ্যে দিয়া বমন করাইতে পারা যায়। পাকস্থলী বা অন্য কোন যন্ত্রের অসুখ-জনিত উত্তেজনার দরুণ বমন হইলে বারম্বার উষ্ণ জল পানে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের

টুকরা চোষিয়া পান করিলে কোন কোন রোগীর বমনের অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। অতিরিক্ত বমনে, যত পরিমাণ ইথার (Ether), তত পরিমাণ স্পিরিট্ ল্যাবেণ্ডার (Spt. Lavendar) একত্রে মিশাইয়া উহা হইতে ১ ছোট চামচা পরিমাণ, প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার জলে মিশাইয়া, সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগীকে শয়নাবস্থায় নিস্তব্ধভাবে রাখিবে এবং যাহাতে রোগীর মনে কোন প্রকারের অশান্তি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন যে কারণে বমন হয় সে কারণ দূরিভূত করার চেষ্টা করা উচিত।

রক্ত বমন বা হিমেটিমিসিস্ (HÆMATEMESIS,—VOMITING OF BLOOD)

সচরাচর রক্ত বমনের পূর্ব্বেই পাকস্থলী প্রদেশে ভার ও পূর্ণ বোধ, বেদনা ও অসুখ বোধ হয়, মুখে লোণ্তা স্বাদ; বমনোদ্বেগ, অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা; মাথা ঘোরা ও মাথা ঝিম ঝিম করা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। বমন দ্বারা নির্গত রক্তের পরিমাণ ও আকার সকল সময় সকল রোগীর এক প্রকার হয় না। কখন কখন রক্ত উজ্জল লালবর্ণ এবং তরল হয়। আবার কখন কখন কোন কোন রোগীর কাল্চে লালবর্ণ ও জমাট থানা থানা রক্ত বমন হইয়া থাকে। কখন কখন রক্ত অধিক পরিমাণে, এমন কি, ১ সের ১॥ সেরও নির্গত হয়। এমতাবস্থায় ভাজা গুঁড়াণ কাফির ন্যায় রক্তের রঙ্গ হয় ও রক্ত গলিত হয়। যদি বমন দ্বারা রক্ত নির্গত না হয়, তবে উহা মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়। এমতাবস্থায় রক্তের রঙ্গ কাল বা আল্কাতরার (Coal Tar) ন্যায় হয়।

কারণ। পাকস্থলীর কোন রক্ত বহা নালী ছিঁড়িয়া যাওয়াই রক্ত বমনের মুখ্য কারণ। রক্ত বমনের অনেক উদ্দীপক কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা পাকস্থলীর অসুখ; উগ্র ঔষধ সেবন বা মদ্যপান; কোন প্রকারের আঘাত প্রাপ্ত হওয়া; রক্তস্রাবক অর্শ রোগের (Bleeding Piles) হঠাৎ রক্ত বন্ধ হওয়া; রজঃস্রাব বন্ধ হওয়া ইত্যাদির দরুণ রক্ত বমন হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলি স্মরণ থাকিলে ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব (Hæmop-

tysis এবং পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব (Hæmatemesis) এই দুই রোগের প্রভেদ করা সময়ে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

রক্তোৎকাশ বা ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব (Hæmoptysis)	রক্ত বমন বা পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব (Hæmatemesis.)
(১) ইহার রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ।	(১) ইহার রক্ত কাল্চে লালবর্ণ।
(২) ইহাতে কাশি দ্বারা রক্ত নির্গত হয়।	(২) ইহাতে বমন দ্বারা রক্ত উঠে।
(৩) ইহাতে রক্ত প্রায়ই ফেণাযুক্ত হয় এবং রক্তের সঙ্গে শ্লেষ্মা বা লাল থাকে।	(৩) ইহাতে রক্তের সঙ্গে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি নির্গত হয় এবং ইহার রক্ত ফেণা যুক্ত নহে।
(৪) রক্ত নির্গত হওয়ার পূর্ব্বে ইহাতে প্রায়ই বুকে বেদনা এবং শ্বাসকষ্ট হয়।	(৪) ইহাতে রক্ত বমনের পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ এবং পাকস্থলীতে অত্যন্ত যাতনা অনুভূত হইয়া থাকে।
(৫) ইহাতে মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয় না।	(৫) ইহাতে সচরাচর মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। পাকস্থলীতে হঠাৎ প্রখর বেদনার উদ্রেক হইয়া কতকক্ষণ কাঠ বমী, বা ওয়াক তোলার পর রক্ত বমন হয়; রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ; ভয় ও মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; কপালে শীতল ঘর্ম্ম; জ্বর ভাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্নিকা মণ্টেনা ৩ বা ৬ ডাঃ। পেটে কোন প্রকারের আঘাত লাগিয়া বা অনেকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কোন প্রকারের ভারি বস্তু উঠাই-বার পর বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে যদি রক্ত বমন হয়; রক্ত কাল্চে জমাট বা থানা থানা; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ যাতনা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখ মণ্ডল মৃতবৎ মলিন বা শিটা; মুখে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ এবং জিহ্বা কটাবর্ণ বা কাল্চে; অসহ্য পিপাসা এবং তদ্দরুণ বারম্বার অল্প পরিমাণে জলাদি পান;

কটা বর্ণের বা কাল্‌চে পদার্থ, বা শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন; পাকস্থলীতে জ্বালা অত্যন্ত বলক্ষয় এবং অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। মস্তিষ্ক এবং পাকস্থলীতে রক্তাবরোধ; রক্ত বমনের সঙ্গে সঙ্গে কাণে টন্ টন্ গুণ্ গুণ্ বা সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া, গাল লালবর্ণ এবং পাকস্থলীতে পূর্ণ এবং গরম বোধ; সকল প্রকার আহার বা পানীয় দ্রব্যেই অরুচি; চক্ষের সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার ন্যায় ধড়্ ফড়্ করার ন্যায় অনুভূত হওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যান্থ্যারিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত মিশ্রিত বা রক্ত চিহ্ন যুক্ত শ্লেষ্মা বমন; পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালানুভব; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একেবারে কয়েক ফোটা মূত্রের অধিক নির্গত হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখাকৃতি মৃতবৎ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা বরফের ন্যায় শীতল হওয়া; টক, পিত্তযুক্ত অথবা রক্ত মিশ্রিত পদার্থ বমন; বারম্বার মূর্চ্ছা যাওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অসম গতিবিশিষ্ট (Intermittent) এবং ক্ষীণ বা ক্ষুদ্র হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য। রক্ত বমনের দরুণ সমুদয় শরীর শীতল, শীতল ঘর্ম্ম হওয়া, নাড়ী লুপ্তপ্রায় বা লুপ্ত, পেট ফাঁপা ইত্যাদি রোগের চরমাবস্থার লক্ষণে এই ঔষধের ৩০ ডাঃ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

চায়না ১, ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত বমন, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মুখাকৃতি শিটা, হাত পায়ের পাতা শীতল; কাল্‌চে, রক্তমিশ্রিত পদার্থ বমন; ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ টন্‌টনানি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইরিজারণ ক্যানেডেন্‌সিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বারম্বার কাঠ বমীর সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালা এবং রক্ত বমন; রক্তের চিহ্নযুক্ত অল্প পরিমাণ মলত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হ্যামামেলিস্ ১ বা ৩ ডাঃ। কাল্‌চে রক্ত বমন; পাকস্থলীতে কাঁপনির ন্যায় অনুভূত হওয়া, অথবা উদরে পূর্ণবোধ এবং গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া; সময়ে সময়ে হঠাৎ জ্বর ভাব; পাকস্থলীতে অত্যন্ত প্রবল দপ্‌দপানি; পাকস্থলী প্রদেশের পশ্চাৎ দিয়া কসেরুকায় আগা গোড়া বেদনা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

হায়োসায়েমাস ৩ বা ৬ ডাঃ। রক্ত বমনের সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্‌স্ (Convulsions) রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কাল্‌চে রক্ত বমন; পাকস্থলীর গভীর প্রদেশে অত্যন্ত টাটানি যাহার দরুণ পাকস্থলীর উপর স্পর্শ করিলেও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; যকৃত প্রদেশে ঘুশ্‌ঘুশে রকমের কন্‌কনানি; পেট যেন স্ফীত বা ঠোশ মারিয়া থাকার ন্যায় দেখায়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশ বোধ, উহাতে দুর্ব্বল বোধ এবং উহাতে কাঁপনি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। হঠাৎ রক্ত বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখাকৃতি শিটা হওয়া এবং শরীর ঠাণ্ডা হওয়া; রক্ত বা আলকাতরার ন্যায় পদার্থ বমন, পাকস্থলীতে এক বিশেষ প্রকৃতির অকথ্য মোচড়ানী যাহার দরুণ সর্ব্বদাই গা বমী বমী করে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

নাক্‌স্ বমিকা ৬,১২ বা ৩০ ডাঃ। সর্ব্বদাই খিট্ খিট্ করা এবং অন্যের উপর ঈর্ষার ভাব; অর্শ রোগের রক্ত স্রাব বন্ধ হইয়া রক্ত বা কাল্‌চে পদার্থ বমন; পাকস্থলী পূর্ণ এবং স্ফীত এবং স্পর্শনেও বেদনা যুক্ত হয় বা টাটায়; কোষ্ঠ বদ্ধ এবং কোষ্ঠ হইলেও রোগী কাল মল ত্যাগ করে; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও রোগী মনে করে যেন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই; মদ্যপানে অত্যাচার, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খাওয়া, কোন প্রকারের অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা অলস ভাবে ঘরে বসিয়া থাকার দরুণ রোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। আমি এই ঔষধের ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি।

ফস্‌ফরাস্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালা এবং আঁটা বোধ, টক স্বাদ বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত কালী বা গুঁড়ান কাফির ন্যায় জলবৎ তরল পদার্থ বমন, পাকস্থলী হইতে রক্ত স্রাব, ঠাণ্ডা জলপানে যাহার উপশম হয়; অতি কষ্টে কঠিন লম্বা সরু মলত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

সিকেল্ কর্ণুটাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগী বমন করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত নিস্তেজ ও নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার পাকস্থলীতে কোন প্রকারের যাতনা থাকে না; মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, এবং হাত মৃত দেহের ন্যায় শিটা বা মলিন; কটাবর্ণের, কাল্‌চে, গলিত বা পচা রক্ত বমন, সর্ব্বদা আচুল গায় থাকার ইচ্ছা; রোগী শীর্ণ এবং রুগ্ন শরীর

বিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। কোন কোন রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধের মূল আরোক, $\frac{1}{8}$ ফোঁটা মাত্রায়, এবং ৩০ ডাঃ, ১ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে অধিক উপকার দর্শে।

বিরেট্রাম আল্‌বাম্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অস্থিরতা, মুখাকৃতি শিটা বা মলিন, পাগলের ন্যায় স্থির ভাব বিশিষ্ট এবং মুখমণ্ডল বিকৃত; রক্ত বা জলবৎ তরল কালচে পদার্থ বমন; নাড়ী মৃদু গতিবিশিষ্ট, শরীর শীতল, মূর্চ্ছা এবং শীতল ঘর্ম্ম; মাথা খাড়া করিলে বা বসিলে বা সামান্য নড়াচড়াতেই বমনোদ্বেগ ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। যদি রক্ত বমন প্রবল হয়, তবে অর্দ্ধ বা এক ঘন্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য। রক্তস্রাব কথঞ্চিত কমিয়া আসিলে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রক্ত বমনের পর ৫।৬ ঘণ্টার পূর্ব্বে রোগীকে কোন প্রকারের আহার দেওয়া অনুচিত। তৎপর সাগু, আরারুট, বার্লী ইত্যাদি পাতলা করিয়া রাঁধিয়া ঠাণ্ডা হইলে রোগীকে খাইতে দিবে। উহার সঙ্গে টাট্‌কা দুধও ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত রক্ত বমন না থামে সে পর্য্যন্ত কোন কঠিন বস্তু রোগীকে খাইতে দিবে না। যদি কোন মতেই বমন না থামে, তবে শীতল জল বা সুবিধা হইলে জলে বরফ মিশাইয়া উহাতে নেকড়া ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া পাকস্থলীর উপর লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। যদি বমন অত্যন্ত প্রবল হয় এবং অন্য কোন উপায়েই না থামে, তবে অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ উষ্ণ জল লইয়া, যে পর্য্যন্ত বমন না থামে, সে পর্য্যন্ত রোগীকে ১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর উহা পান করিতে দিবে। রোগীকে মাথা নিচু করিয়া বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পাকস্থলীর প্রদাহ

(GASTRITIS,—INFLAMMATION OF THE STOMACH.)

পাকস্থলীর তরুণ প্রবল প্রদাহে পাকস্থলী প্রদেশে জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি যাহা প্রচাপনে বা নড়া চড়াতে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; অত্যন্ত পিপাসা ও শীতল জল পানের স্পৃহা; কিন্তু জল পান করিলেই তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া পড়ে, পাকস্থলীতে পূর্ণ বোধ এবং স্পর্শনে

পাকস্থলী উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়; জ্বরের ন্যায় সার্ব্বাঙ্গিক উত্তেজনা; নাড়ী পূর্ণ, দ্রুতগামী; জিহ্বার দুই পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লালবর্ণ ও উহার মধ্যভাগ শাদা ফার (Furr) যুক্ত; রোগী চীত হইয়া হাঁটু গুটাইয়া শয়ন করিয়া থাকে; কোষ্ঠবদ্ধ ও মূত্রাবরোধ হয়। রোগ যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে, নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র ও প্রায় সূত্রবৎ সূক্ষ্ম হয়, শরীর সঙ্কুচিত ও চক্ষু ইত্যাদি বসিয়া যায়; মুখমণ্ডল ও হাত পা শীতল ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত হয় এবং অবশেষে আক্ষেপ (Convulsions) হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

কারণ। আর্সিনিক্, করোসিব্ সাব্লিমেট্ (Corrosive Sublimate), পাকস্থলী সম্বন্ধীয় রেচক ঔষধ এবং অন্যান্য উত্তেজক বিষ বা পদার্থ উদরস্থ করা ইত্যাদি পাকস্থলী প্রদাহের কারণ। শরীর উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইতে না হইতেই বরফ মিশ্রিত জল বা অত্যন্ত শীতল জল বা বরফের কুলপী ইত্যাদি খাওয়ার দরুণও অনেকের পাকস্থলী প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। প্রবল জ্বর; চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক; নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী এবং অত্যন্ত পিপাসা; পাকস্থলীর নানা স্থানে বেদনা ও টাটানি যাহার দরুণ রোগী তাহার পাকস্থলী প্রদেশ কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না; তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বা পিত্ত বমন; মৃত্যুভয় ও মনের উদ্বেগ; জল ব্যতীত সমুদয় পদার্থই তিক্ত লাগে; অত্যন্ত ভয় ও মনের উদ্বেগ ও মানসিক উত্তেজনা; শ্বাস কষ্ট, নিদ্রাশূন্যতা ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর পাকস্থলী প্রদাহ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপা বোধ এবং উহাতে চিন্‌চিনে আক্ষেপিক বেদনা বা পেট কামড়ানী; মলিন জমাট রক্ত বমন; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁত্‌লিয়া গেলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ অনুভূত হয়; রোগীর নিকট তাহার বিছানা কঠিন বলিয়া বোধ হয়; পচা ডিমের গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখাকৃতি উদ্বেগ যুক্ত; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা বা টাটানি; পাকস্থলীতে উষ্ণানুভব বা জ্বালা ও উহার মধ্যে স্থানে স্থানে প্রখর বেদনা; উদরস্থ আহার বা

পানীয় দ্রব্যাদি বমন; বমনের সময় পাকস্থলীতে ভয়ানক বেদনার উদ্রেক হয়; অত্যন্ত পিপাসা ও শীতল জল পানের ইচ্ছা; রোগী বারম্বার জলপান করে, কিন্তু সে একবারে অধিক পরিমাণে জলপান করিতে পারে না; অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা এবং মৃত্যু ভয়; অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

বেলাডোনা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। সমুদয় পেট টন্ টন্ করে ও পাকস্থলীতে বেদনাযুক্ত ভার বোধ হয়; পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; পাকস্থলীতে বেদনা হঠাৎ হয় ও হঠাৎ যায়; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও দপ্ দপিয়া শিরঃপিডা; প্রলাপ উক্তি ও বিছানা হইতে পালাইবার চেষ্টা; কোন প্রকারের গোলমাল বা আলোক সহ্য হয় না; ঘুমের ঘোরে চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা; নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। পাকস্থলী প্রদেশ এত টন্ টন্ করে যে উহাতে সামান্য চাপও সহ্য হয় না; পাকস্থলীর মধ্যেছুরি বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পাকস্থলীতে জ্বালানুভব; আহার বা পানের তৎক্ষণাৎ পরই বমন; বিছানায় উঠিয়া বসিলেই বমনোদ্বেগ ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; প্রলাপ উক্তি ও বিছানা হইতে পলায়ন করিয়া বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা; ওষ্ঠ উষ্ণ, শুষ্ক ও ফাটাযুক্ত; পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণ শীতল জল পানের স্পৃহা; রোগী নিস্তব্ধ বা স্থির ভাবে থাকিতে চাহে; মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ক্যান্থারিস ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে অত্যন্ত প্রখর বেদনা যাহার দরুণ রোগী হতাশ হইয়া বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করে; পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালানুভব যাহা কখন কখন অন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা; কিন্তু মূত্র ত্যাগের সময় একবারে অল্প কএক ফোঁটার অধিক মূত্র নির্গত হয় না; অন্ত্র চাঁচিলে যেরূপ হয়, মলের সঙ্গে পর্দ্দার ন্যায় সেরূপ পদার্থ নির্গত হয়; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা; বমন বা প্রবল কাঠবমি বা উকি উঠা এবং উদরে শূল বেদনার ন্যায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা; অত্যন্ত মনের উদ্বেগ, নিদ্রাশূন্যতা এবং অস্থিরতা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। বমনোদ্বেগ বা বমনই যদি রোগের একটী প্রধান লক্ষণ হয়; উদরাময় ও ঘাসের রঙ্গের ন্যায় সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ ও উদরে কর্ত্তনবৎ শূল বেদনার ন্যায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও স্ফীত বা টল্ টলে; জিহ্বা লালবর্ণ, পরিষ্কার এবং কম্পমান; স্পর্শনে পাকস্থলী অত্যন্ত টাটায় এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা হয়; পাকস্থলীতে সঙ্কোচক বা আক্ষেপিক বেদনা; টক গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা বা রক্ত বমন; আহারবহা নালীর মধ্যে জ্বালা যাহা মুখ গহ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মল অত্যন্ত কঠিন ও সহজে নির্গত হয় না; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না এবং মল ত্যাগের পর মনে হয় যেন কোষ্ঠ পরিষ্কার হইল না; শেষ রাত্রি বা প্রাতঃকালে লক্ষণাদির বৃদ্ধি; রাত্রি ৩টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যাহারা সর্ব্বদা বেচক ঔষধ সেবন করে এবং বহির্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা অলসভাবে থাকে বা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। চাপিলে উদরোর্দ্ধ প্রদেশ অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়; পাকস্থলীতে টন্‌টনানি বা ছুরি বিঁধানের ন্যায় প্রখর বেদনা; আহার বা পানের পর বমনোদ্বেগ বা বমন; রোগী ফাঁপড় হয় ও সে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং সে বিশুদ্ধ শীতল বায়ু সেবন করিতে চাহে; নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় মাথা ঘোরা ও শীত বোধ; জলবৎ তরল উদরাময়, বিশেষতঃ রাত্রিতে; মুখে তিক্ত স্বাদ এবং গলা দিয়া অনবরত শ্লেষ্মা উঠা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। চক্ষু বসিয়া যায় ও টল্ টল্ করে বা উজ্জ্বল হয়; ওষ্ঠ শুষ্ক ও নীলের আভাযুক্ত; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে শীতল জলাদি পানের স্পৃহা; কোন দ্রব্য উদরস্থ হইলে পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে না এবং বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে; হাত পায়ের পাতাদি শীতল ও শীতল চট্‌চটিয়া আঠা ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত; অত্যন্ত বলক্ষয়, মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও মৃত্যু ভয়; নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম, অথবা নাড়ী

একবারেই অনুভূত হয় না; প্রচুর পরিমাণে অবসন্নকারক ভেদ ও বমন ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে এপিস মেলিফিকা, আইরিস বার্সিকালার, ফস্ফরাস ইত্যাদি ঔষধগুলিও আবশ্যক হইতে পারে।

ঔষধের মাত্রা। রোগ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিলে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য। রোগের উপশম আরম্ভ হইলে ২।৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা ব্যবস্থা।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগের প্রবল আক্রমণের সময় অল্প পরিমাণ শীতল জল বা বরফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা রোগীকে পান করিতে দিবে। কারণ, উহা ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থ হউক না কেন উদরস্থ হইলেই বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে। রোগের কথঞ্চিত উপশম হইলে সাগু, আরারুট, ভাতের মাড় পাতলা করিয়া উহার সঙ্গে টাট্‌কা দুগ্ধও মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এ সময়েও রোগীকে কোন প্রকারের কঠিন পদার্থ আহারের ব্যবস্থা দিবে না এবং রোগের যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত রোগীকে তাহার স্বাভাবিক আহারাদির ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে। রোগী যে ঘরে থাকে সে ঘরে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে তাহার উপায় দেখা উচিত। রোগীর ঘরে অধিক লোককে থাকিতে দিবে না। গরম জল এবং ফ্লানেল কাপড় দ্বারা রোগীর পাকস্থলীর উপর সেক দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবান মিশাইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া পিচকারি দিয়া অন্ত্রের রুদ্ধ মল বাহির করিয়া ফেলিবে। রেচক ঔষধ বিশেষ অনিষ্ট কর।

সমুদ্রে জাহাজাদিতে যাওয়ার সময় বমন বা বমনোদ্বেগ

(SEA SICKNESS)

যাহারা সমুদ্রাদি দিয়া অতি কম যাতায়াত করে তাহাদিগের মধ্যেই ইহা সচরাচর অধিক ঘটিয়া থাকে। আবার যাহারা সর্ব্বদা সমুদ্র পথে যাতায়াত করে তাহাদিগের মধ্যেও যে সকলে এরোগ হইতে অব্যাহতি পায় ইহাও বলা যাইতে পারে না। ইহাতে মাথা ঘোরা, বমনোদ্বেগ বা বমন, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি কতক গুলি অতি কষ্টদায়ক লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। বমনে উদরস্থ আহার দ্রব্য, জল, এবং প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। রোগীর শরীরের অবস্থা বিশেষে রোগ মৃদু বা প্রবল

আকার ধারণ করে এবং অল্প কি অধিক কাল অবস্থিতি করে। যে পর্য্যন্ত জাহাজের দোলন রোগীর অভ্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত বমনাদি থামে না।

চিকিৎসা।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অতিরিক্ত পরিমাণে বমনোদ্বেগ যাহার দরুণ রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে ও ছট্ফট্ করে; প্রবল কাঠ বমি বা উকি উঠা ও উদরস্থ আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি বমন; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং রোগী বারম্বার অল্প পরিমাণ জলাদি পান করে; অত্যন্ত অস্থিরতা এবং মৃত্যু ভয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ককিউলাস্ ৬ ডাঃ। ইহা এই রোগের এক প্রধান ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। মাথা ঘোরা; বিছানা হইতে উঠিলে বা সোজা হইয়া দাঁড়াইলে বমনোদ্বেগ; অত্যন্ত বমনোদ্বেগ ও বমন, জাহাজের গতির আন্দোলনে যাহার বৃদ্ধি হয়, আহার বা পানের পর বমনাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। সর্ব্বদাই ক্রমাগত বমনোদ্বেগ; প্রচুর পরিমাণে অনায়াসে বমন, যাহার দরুণ রোগীর বলের বিশেষ ক্ষয় হয় না; পাকস্থলীতে খালি বোধ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। সমুদ্রে যাওয়ার পূর্ব্বেই কোন কোন চিকিৎসক যাত্রীকে এই ঔষধের কএক মাত্রা সেবন করার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। জাহাজ হইতে নামিলেও অনেকের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, মাথা ঘোরে, ক্ষুধা বা রুচি থাকে না; কোষ্ঠ বদ্ধ হয় বা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। এমতাবস্থায়ও এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে ক্রিয়াজোট, টেবেকাম্, পিট্রোলিয়াম্, বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ইত্যাদি ঔষধগুলিও ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যে প্রকার আহার বা পানীয় দ্রব্য পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক পায়, সে প্রকার আহার দ্রব্যই রোগীর পক্ষে ভাল। নিয়মিত রূপে আহারাদি করা উচিত। এক দিনের বাসি রুটী, টাট্কা দুধ, গোল আলু, মটর সুটি, পাকা ফল ইত্যাদি রোগীর পক্ষে উপকারী। বমন বা বমনোদ্বেগের সময় অল্প পরিমাণে শীতল জল বা বরফ পান

করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। সুবিধা হইলে মধ্যে মধ্যে রোগীর চলিয়া বেড়ান উচিত।

হিক্কা (HICCOUGH,—SINGULTUS)

বক্ষ ও উদর কোটরের মধ্যবর্ত্তী ডায়েফ্রাম্ (Diaphragm) নামক গোলাকার পেশীর হঠাৎ ও অনিচ্ছা পূর্ব্বক সঙ্কোচন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গ্লটিশের (Glottis) সঙ্কোচন হেতু বায়ুনলে বায়ু প্রবেশ করার ব্যাঘাত জন্মিয়া এক বিশেষ প্রকারের শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দটাকে হিক্কা বলে। ইহা অনেক রোগের একটী অত্যন্ত কষ্টদায়ক লক্ষণ বিশেষ এবং ইহা সচরাচর কোন কোন রোগের শেষাবস্থায় অথবা শিশুগণ, বা সুস্থ যুবা যুবতীরও ঘটিয়া থাকে। কোন কঠিন রোগে বারম্বার হিক্কা একটা বিশেষ কুলক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। কারণ, ইহা দ্বারা রোগের চরমাবস্থা বুঝায়।

চিকিৎসা।

হিক্কা যদি অন্য কোন রোগের লক্ষন স্বরূপ হয়, তবে সেই রোগের অবস্থা ও লক্ষণাদি দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু হিক্কা যদি অন্য কোন রোগের লক্ষণ স্বরূপ না হইয়া একটী স্বতন্ত্র লক্ষন বা রোগের ন্যায় প্রকাশ পায় (এরূপ ঘটনা যুবা বালক বালিকাগণের মধ্যে বিরল নহে) তবে অল্প পরিমাণে ঠাণ্ডা জল বা চিনির সর্ব্বত খাইলেই হিক্কা থামিয়া যায়। যদি এই উপায়ে হিক্কা না সারে, তবে কএক মাত্রা নাক্স্‌বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কথা দ্বারাই হউক বা অন্য কোন উপায়েই হউক, হিক্কার সময় রোগীর মন অন্য দিকে আকর্ষণ করিতে পারিলেও হিক্কা থামিয়া যাইতে দেখা যায়। একটী হিক্কাক্রান্ত রোগীর হিক্কা অনেকানেক ঔষধ সেবন করাইয়াও থামান গেল না। রোগীর বয়স আন্দাজ ১৮।১৯ বৎসর, তিনি কলিকাতার কোন এক কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহার চরিত্র কোনও দৃষ্টতঃ দোষ ছিল না। তাঁহাকে হঠাৎ মিছা মিছি বলিলাম তোমার দুশ্চরিত্রের দরুণ তোমার রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমার চরিত্র সংশোধন কর, নতুবা বড় লজ্জার কথা। ইহা শুনিয়াই যুবক নিস্তব্ধ হইল এবং তাহার হিক্কা থামিয়া গেল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

উদরের অসুখ

(AFFECTIONS OF THE ABDOMEN.)

শূলবেদনা (COLIC,—ENTERALGIA.)

উদরে যত প্রকার বেদনা হয় উহার প্রায় সমুদয়কেই গ্রন্থকারেরা শূল বেদনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু বৃহৎ অন্ত্রের বা অন্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশের অসুখ বা বেদনাকেই প্রকৃত শূল বেদনা বলা উচিত। ইহাতে অন্ত্রের মধ্যে খিলধরার ন্যায়, মোচড়ান বা পেটকামড়ানীর ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয়। এই বেদনা একবার আরম্ভ হইয়া কতকক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দূরীভূত হয় এবং কতকক্ষণ পর রোগীকে পুনরায় আক্রমণ করে। নাভি প্রদেশে অথবা উহার এক পার্শ্বে বৃহৎ অন্ত্রের সমুদয় স্থানে এই বেদনার উদ্রেক হয়। এই বেদনা সময়ে সময়ে এত প্রবল আকার ধারণ করে যে, উহার দরুণ রোগী বিছানায় বা ঘরের মেজ্যাতে গড়াগড়ী যাইয়া ছট্‌ফট্‌ করে। বমনোদ্বেগ, বমন এবং উদ্গার দ্বারা বায়ু নিঃসরণই কোন কোন রোগীর প্রধান উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। মুখ মণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম হয় এবং রোগীর মুখ পানে তাকাইলে অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণার চিহ্ন লক্ষিত হয়। কখন কখন পেট ঢোল মারিয়া থাকে বা পেট কাঁপে এবং চাপ দিলে অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়। আবার কখন কখন উদর পৃষ্ঠ দেশ পানে আকৃষ্ট হয় এবং পেট চাপিলে বেদনার উপশম হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ও বারম্বার বাহ্যের বেগ অথচ বেগ দিলে মল নির্গত হয় না। এই লক্ষণটী প্রায় সমুদয় রোগীরই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

কারণ। যে সকল দ্রব্য সহজে পরিপাক পায় না সে সকল দ্রব্য খাওয়া, শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইতে না হইতেই শীতল জল বা বরফ মিশ্রিত জল বা বরফের কুল্পী খাওয়া; উদরে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসাদি লাগা, ঘরের সিমেন্ট্ করা মেজ্যাতে পেট লাগাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া

থাকা, ইত্যাদি শূল বেদনার কতকগুলি বিশেষ কারণ বলিয়া অনুমিত। শেষোক্ত কারণে এতদ্দেশে গরমের দিনে অনেক ছোট বালক বালিকাগণের প্রবল শূল বেদনা হইতে দেখা যায়। আবার অন্ত্রের মধ্যে কঠিন মল বদ্ধ হইয়াও শূল বেদনা উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। না রাঁধিয়া শাক তরকারী খাওয়া; গরম গরম রুটী বা পিঠা, চিংড়ী মাছ বা কাঁকড়া ইত্যাদি খাওয়া; অন্ত্রের মধ্যে প্রচুর দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি শূল বেদনার আরো কতকগুলি কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া রোগীর পেটের উপর সেক ও উষ্ণ জল দ্বারা পায়ের পাতা ধোয়াইয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক সময় উষ্ণ জলে স্নান, ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবান, আবশ্যক হইলে উহাতে গ্লিসেরিণ (১২ আউন্স জলে ১ ড্রাম গ্লিসেরিণ), মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা গুহ্য দ্বার দিয়া পিচ্‌কারি দিলেও অনেকের উপকার দর্শিতে দেখা যায়। পিচ্‌কারি দ্বারা অন্ত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল প্রবেশ করাইয়া যতক্ষণ সম্ভবে জল অন্ত্রের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অন্ত্রের মধ্যে কঠিন মল বদ্ধ হইয়া রোগ উৎপন্ন হইলেই উক্ত পিচকারি দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। প্রদাহ জনিত শূল বেদনা যাহা মূত্রাধার পর্যন্ত আক্রমণ করে; মূত্র কৃচ্ছ্র ও মূত্র পরিমাণে অল্প; উদর অত্যন্ত টাটায়; উদরে এরূপ কর্ত্তনবৎ প্রখর বেদনা হয় যে উহার দরুণ রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে এবং বারম্বার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; অত্যন্ত ভয় ও মনের উদ্বেগ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। সরলান্ত্র গোলাকার হইয়া বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় দৃষ্ট হয়; পেটে আঁকড়িয়া ধরার ন্যায় বেদনা; নাভি প্রদেশে বাটাবোধ; প্রচাপনে ও হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে বেদনার উপশম হয়; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদনা; এই বেদনা হঠাৎ হয় ও হঠাৎ সারিয়া যায় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অন্ত্রের মধ্যে কঠিন গুঁটলী জমিয়া শূল বেদনার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ।

উদরে এত পূর্ণবোধ হয় বা উদর এত ফাঁপে যে উহার দরুণ রোগী মনে করে তাহার পেট ফাটিয়া যাইবে; উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকে; বারম্বার উদ্গার উঠে, কিন্তু উহা দ্বারা বেদনাদির কোনও উপশম হয় না; উদরের নিম্ন দিকে কোন পদার্থ ঠেলিয়া নামিতেছে রোগী সর্ব্বদা এরূপ অনুভব করে; পেটে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় যাহা কতক দূর হইতেও শুনা যায়; টকস্বাদ ও উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির এক প্রকার উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার উঠে; অত্যন্ত বলক্ষয় এবং মুখমণ্ডল মৃত দেহের ন্যায়; হাত পা ইত্যাদি ঠাণ্ডা; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বেদনাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ শূল বেদনায় বিশেষ উপকারী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু জনিত শূল বেদনা, পেট ঢাকের ন্যায় স্ফীত হয় বা ফাঁপে; পেটে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার অন্ত্রের সমুদয় অংশ একত্রে জড়সড় হইয়া এক গোলার ন্যায় আকার ধারণ করিবে; কুঁচ্কির উপরি অংশ দিয়া অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িবে রোগী এরূপ মনে করে; টক স্বাদ বিশিষ্ট উদরস্থ আহার দ্রব্য অথবা চট্ চটিয়া পদার্থ বমন; রোগী এত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে চটিয়া যায় ও অন্যায় রকমে উত্তর দেয়; রোগী শিশু বা অল্প বয়স্ক হইলে সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; রোগী বেদনার দরুণ একবারে পাগলের ন্যায় হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রকৃতিক লক্ষণ। কখন কখন বেদনার আক্রমণের সময় এই ঔষধের মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায়, $\frac{1}{2}$ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা সেবনে বেদনার অনেক আশু উপশম হইতে দেখা যায়।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। দূষিত বায়ু জনিত শূল বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা; নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনবৎ প্রবল বা চিন্‌চিনে বেদনা, হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়; উদরে পূর্ণ ও আঁটা বোধ ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। ফলাদি খাইয়া বা কোন প্রকার প্রবল তরুণ রোগের পর বা উদরাময়, রক্তস্রাব ইত্যাদির পর শূল বেদনা হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। কোন প্রকারের দুর্ব্বল কারক রোগের আরাম হওয়ার অবস্থায় অনেক রোগী অতিরিক্ত পরিমাণে আহার

করে এবং তদ্দরুণ উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি ভালরূপে পরিপাক পায় না। এমতাবস্থায় পেট ফাঁপে এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট তরল ভেদ হইয়া শূল বেদনার উদ্রেক হয়। এরূপ ঘটিলে চায়না দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ককিউলাস্ ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে ভয়ানক খিল ধরা এবং পেট কামড়ানী ও ভোঁতা ছুরি দিয়া কাটিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ বেদনা; উদরের সঙ্কোচন এবং রোগী মনে করে যেন তাহার উদর হইতে কোন পদার্থ নিম্ন অথচ বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; মধ্য রাত্রিতে দূষিত বায়ু জনিত শূল বেদনা; উদগার বা গুহ্য দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া বেদনার উপশম হয়; উদর স্ফীত এবং পেটের মধ্যে যেন এক খানি ধারাল পাথর বসান রহিয়াছে নড়িলে রোগী এরূপ অনুভব করে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

কফিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। উদরে প্রসব বেদনার ন্যায় অসহ্য বেদনা; অন্ত্র যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে রোগী এরূপ অনুভব করে এবং যাহার দরুণ সে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদে; দাঁত দ্বারা কড়্ মড়্ শব্দ করে; বেদনার যন্ত্রণায় রোগী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে; আক্রান্ত স্থান এত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় যে উহার দরুণ রোগী কাহাকেও উক্ত স্থান স্পর্শ করিতে দেয় না; অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদাই খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

কলোসিন্থ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। উদরে প্রবল কর্ত্তনবৎ খাটিয়া ধরার ন্যায় বা আক্ষেপিক বেদনা; সমুদয় অন্ত্র পাথরের ন্যায় কঠিন পদার্থ দ্বারা যেন অত্যন্ত প্রবল বেগে চাপা রহিয়াছে রোগী এরূপ মনে করে; বেদনা সর্ব্বদা থাকে না (সবিরাম বা সবিচ্ছেদ); (বেদনা বিরাম শূন্য বা স্বল্প বিরাম বিশিষ্ট হইলে ডায়োস্কোরিয়া বিলোসা ১ দশমিক ডাঃ, বা ডায়োস্কোরিণের ১ দশমিক ক্রমের গুঁড়া অধিক উপকারী) রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা; বেদনার দরুণ রোগী সর্ব্বদা কোঁথায় বা কোঁকায় এবং কাঁদে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত ক্রোধের পর অথবা আফিমের অপব্যবহার দ্বারা রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী। মধ্যে মধ্যে বেদনার সম্পূর্ণ বিরাম এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে অকথ্য বেদনা ও গা বমি বমি করা বা পেট মোচড়ান ; নাভির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কর্ত্তনবৎ বা চিন্‌চিনে বেদনা, নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং স্থির ভাবে থাকিলে যাহার উপশম হয় ; সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ ; মাথা হেট করিয়া উপড় হইয়া থাকিলে বমনের উদ্রেক হয় ; বমনের পর নিদ্রার ইচ্ছা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

লাইকোপডিয়াম ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। শূল বেদনা এবং অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকা যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার পেট ফাটিয়া যাইবে ; উদ্গার উঠিলে বা গুহ্য দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ হইলেও কোন-উপশম হয় না. সামান্য পরিমাণ আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই মনে হয় যেন পেট গলা সমান ভরিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ বা ১২ ডাঃ। পাকস্থলী ও উদরে টন্‌টনানি ; উদরে চিমটীকাটার ন্যায় বা চিন্‌চিনে বেদনা ও বেদনার সময় শীত কম্প হওয়া ; বারম্বার বাহ্যের বেগ ; চট্‌চটিয়া মল বিশিষ্ট উদরাময় ; উরুদেশ ও পায়ে শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্‌স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পাকস্থলীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা ও বুকের মধ্য দিকে চাপা বোধ ; এক খানি পাথর রাখিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা ও ভারি বোধ ; কর্ত্তনবৎ চিন্‌চিনে বেদনা ও বমন বা উদ্গারের ইচ্ছা ; অজীর্ণ বা অন্যায় আহারের দরুণ শূল বেদনা ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; মল অত্যন্ত কঠিন, মোটা ও লম্বা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ; রোগী সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং সকলের প্রতিই ঈর্ষার ভাব প্রকাশ করে ; যকৃতের কার্য্যের জড়তা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য বারম্বার রেচক ঔষধ সেবন, বা বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম করিয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখে পচা তিক্ত স্বাদ, বিশেষতঃ আহার বা পানের পর ; পাকস্থলীর মধ্যে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা কন্‌কনানি ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা ; বারম্বার তরল

ভেদ যাহা সর্ব্বদা এক প্রকার থাকে না এবং যাহা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়; রোগী গায় কাপড় রাখিতে চাহে না এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ শীতল বায়ু সেবন করিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অধিক পরিমাণে তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্যাদি খাইয়া রোগোৎপন্ন হইলে এবং রোগী শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

বিরেট্রাম্ আল্বাম ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। ছুরি দিয়া কাটিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীর নানা স্থানে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; ভয়ানক কর্ত্তনবৎ শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বমনোদ্বেগ ও বমন; অত্যন্ত পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা, মনের উদ্বেগ, ভয় ও হতাশ, সমুদয় শরীরে শীতল ঘর্ম্ম; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। শূল বেদনা প্রবল আকার ধারণ করিলে অনেক সময় ১৫ মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেবন করা আবশ্যক হইতে পারে। বেদনার প্রখরতা কমিয়া আসিলে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য।

পিত্তজনিত-শূল বেদনা (Bilious Colic)

পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে পিত্ত থাকিলে পিত্তজনিত শূল বেদনা হইয়া থাকে। পাকস্থলী প্রদেশেই বেদনা সচরাচর অনুভূত হয়। ইহাতে পাকস্থলী প্রদেশে কামড়ানীর ন্যায়, জ্বালাযুক্ত বেদনা অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ ও সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণের তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পিত্ত বমন হয়। বেদনার আক্রমণ সর্ব্বদা হঠাৎ হয় না। বেদনা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ক্ষুধা বা আহারে রুচি থাকে না, মুখে তিক্তস্বাদ, জিহ্বা লেপযুক্ত এবং পাকস্থলীর অন্যান্য প্রকারের কার্য্য সম্বন্ধীয় বৈলক্ষণ্য জ্ঞাপক কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বেদনার প্রবল আক্রমণ হইলে যকৃৎ প্রদাহযুক্ত হইয়া বেদনার পুনরাক্রমণ হইলেও হইতে পারে।

চিকিৎসা।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। পাকস্থলীর মধ্যে চিড়্ টকাটার ন্যায় বা চিন্‌চিনে বা কর্ত্তনবৎ বেদনা, তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট, পিত্ত, ক্

পদার্থ বমন, বিশেষতঃ আহার বা পানের পর; চাপিলে পাকস্থলী প্রদেশ বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে; মল শুষ্ক ও কঠিন ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা; যাহারা গাঢ় কাফি পান করেন তাঁহাদিগেরই এই বেদনা অধিক হয়; যকৃৎ প্রদেশে স্ফীতি ও আঁটা বোধ; তিক্ত পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন; রোগ যদি প্রবল ক্রোধ বা ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার দরুণ হয়; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। কখন কখন বেদনার আক্রমণের সময় এই ঔষধের মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায়, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর, ১ মাত্রা সেবনে বেদনার অনেক আশু উপশম হইতে দেখা যায়।

কলোসিন্থ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। ইহা এই প্রকার শূল বেদনার এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। মুখে তিক্ত স্বাদ; সবুজের আভাযুক্ত পিত্ত বমন; পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; সজোরে মোচড়াইয়া ধরিলে যেরূপ হয়, উদরের মধ্যে অন্ত্রে খাটিয়া ধরার ন্যায় সেরূপ বেদনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা; সর্ব্বদা কোঁথানী বা কোঁকানী; বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদে, বেদনা সম্পূর্ণ বিরাম বিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ ও স্বল্প বিরাম বিশিষ্ট হইলে ডায়োস্কোরিয়া ১ ডাঃ, বা ডায়োস্কোরিণের ১ ক্রমের গুঁড়া ১ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবস্থা। অত্যন্ত ক্রোধ, বা আফিমের অপব্যবহারের দরুণ রোগোৎপন্ন হইলে কলোসিন্থ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। সর্ব্বদাই ক্রমাগত গা বমি বমি করা; পিত্ত বা তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে ভয়ানক বেদনা ও গা বমি বমি করা; উদরে চিমটিকাটার ন্যায় বা চিনচিনে বেদনা বা পেট কামড়ানী ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পাকস্থলীতে খাটিয়া ধরা বা খিল ধরার ন্যায় বেদনা; চিমটিকাটার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা ও বমনের ইচ্ছা বা উদ্গার উঠা; প্রচাপনে পাকস্থলী প্রদেশ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; গলা দিয়া তিক্ত মিশ্রিত টক স্বাদের জল উঠা; টক গন্ধ

ও টক স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা বমন; কোষ্ঠবদ্ধ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, অথচ বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; রাত্রি ৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং অতি প্রত্যূষে রোগী পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। যাহারা অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য সর্ব্বদা বেচক ঔষধ খায়, বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম করে এবং মদ্যপানে অত্যাচার করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী। অনেক সময় ২০০ ডাঃ অধিক উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। শূল বেদনার অধ্যায়ে ঔষধ সেবনের যে প্রকার ব্যবস্থা করা গিয়াছে, এ রোগেরও সেই প্রণালী অবলম্বনীয়।

আনুষঙ্গিক উপায়। যাহাদিগের এই প্রকার শূল বেদনা থাকে তাহাদিগের পক্ষে মিষ্ট দ্রব্য অনিষ্ট কর। খালি পেটে থাকা অন্যায। যে সকল দ্রব্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, অথচ সহজে পরিপাক পায় সে সকল দ্রব্য খাওয়া উচিত। খালি পেটে দুধ খাওয়া অন্যায়। দুধের সঙ্গে ময়দাদি নির্ম্মিত দ্রব্য মিশাইয়া খাইবে। ভাতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কাঁচকলা, মোচা, পটল, ডুমুর, সিম, বেগুন ও কলাই সুটী ইত্যাদি তরকারী সুসিদ্ধ করিয়া খাওয়া উচিত। ইহা দ্বারা যকৃতের কার্য্য ভাল রূপে সম্পন্ন হয়। প্রতিদিন কাঁচা টাটকা জলে স্নান ও বহির্ব্বায়ুতে প্রাতে ও বৈকালে অঙ্গচালনা বিশেষ উপকারী। যে সকল কার্য্যে ক্রোধ হওয়ার সম্ভাবনা তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

সীসাজনিত শূল বেদনা (COLICA PICTONUM,—LEAD-COLIC.)

চিত্রকর এবং যাহারা সীসার ব্যবহার সর্ব্বদা করে, তাহাদিগের মধ্যেই এই রোগ সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রায়ই রোগীকে ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিয়া থাকে। কখন ক্ষুধা থাকে, কখন বা ক্ষুধা থাকে না; দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে; অলসবোধ; ঈষৎ বমনোদ্বেগ; কোষ্ঠবদ্ধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্পকাল স্থায়ী পেটে বেদনা ও পেট যাটিয়া ধরার ন্যায়

অনুভূত হইয়া রোগ ক্রমে ক্রমে রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কখন কখন এই রোগ রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে। রোগী পেট কামড়ানী দ্বারা আক্রান্ত হয়, পাকস্থলী ও উদরে মোচড়ানের ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয়। এই বেদনা সর্ব্বদা থাকে না। কখন কখন বেদনা ঊর্দ্ধদিকে বুক ও বাহু, নিম্নদিকে মূত্রাধার ও গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিতে কষ্টানুভূত হয়। উদর পৃষ্ঠদেশ পানে আকৃষ্ট ও কঠিন হয় এবং উহা চাপিলে বেদনার উদ্রেক হয় বা টাটায়; বমনোদ্বেগ এবং চট্‌চটিয়া আঠা তরল পদার্থ বমন। কখন কখন উক্ত পদার্থের সঙ্গে কটু পিত্ত থাকে, কখন বা পিত্ত থাকে না। রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া ছট ফট্ করে, এবং উপশমের আশায় সে কখন বা উপুড় হইয়া, কখন বা হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া, কখন বা কোন প্রকারের কঠিন পদার্থ দ্বারা পেটে চাপ দিয়া শয়ন করিয়া থাকে। যদি ঔষধাদি দ্বারা কোন উপকার না দর্শে, তবে মুখমণ্ডল ও হাত পায়ে শীতল ঘর্ম্ম হয় এবং জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া মূর্চ্ছা হয় এবং তৎপর রোগীর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।

উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া নিংড়াইয়া উদরের উপর সেক এবং পা উষ্ণ জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিলে, বা ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। নাভিপ্রদেশে ধাটিয়া ধরা যাহার দরুণ অন্ত্র একত্রিত হইয়া নাভিপ্রদেশে একটী গোলার ন্যায় আকার ধারণ করিয়া ফুলিয়া উঠে, অন্ত্র আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় উদরে বেদনা; রক্তাধিকা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কলোসিন্থ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; অনবরত উকি উঠা, বমনোদ্বেগ বা বমন; নাভি প্রদেশে কামড়ানী বা মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা, হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়; অন্ত্র কোন কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপিলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ বেদনা; বেদনার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপর চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়, এবং এই অবস্থায়

না থাকিলে কোন মতেই বেদনার উপশম হয় না; অত্যন্ত অস্থিরতা ও চীৎকার করিয়া কাঁদা; বেদনা সর্ব্বদা থাকে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পেট কামড়ানী বা পাকস্থলীতে আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া ক্ষণকালের জন্য দূরীভূত হয়; অন্ত্রের মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং বমনের ইচ্ছা; মোচড়াইয়া ধরিলে যেরূপ হয়, অন্ত্রের মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয়; অন্ত্র টাটায় ও উহাতে জ্বালানুভূত হয়; গুহ্যদ্বার দিকে চাপা বোধ ও বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যদ্বারে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য বারম্বার রেচক ঔষধ সেবন এবং মদ্যপানে অত্যাচার দ্বারা রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ওপিয়াম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। অন্ত্র কাটিয়া যেন খণ্ড খণ্ড করিতেছে পেটে এরূপ বেদনানুভব; বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শূল বেদনা ও আক্ষেপ (Convulsions), নাড়ী পূর্ণ এবং মৃদুগতিবিশিষ্ট। কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কঠিন কাল গোলার ন্যায়, পেটে মল থাকে বটে, কিন্তু বাহ্যের বেগ থাকে না; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ এবং সর্ব্বদা ঘুমাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। শূল প্রবল হইলে ২০।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য। রোগের প্রখরতা কমিয়া আসিলে ১।২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য।

যকৃতের তরুণ প্রদাহ

(HEPATITIS,—ACUTE INFLAMMATION OF THE LIVER.)

যকৃতের যে অংশ প্রদাহযুক্ত হয় সেই অনুসারে যকৃত প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। যকৃতের বহির্ভাগ বা আবরক পর্দ্দা প্রদাহযুক্ত হইলে রোগটীকে যকৃতের বাহ্যাবরক প্রদাহ বা পেরি হেপেটাইটিশ্ (Peri-Hepatitis) বলে এবং তাহা হইলে উহার লক্ষণাদি ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরিসির (Pleurisy)

লক্ষণের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকে। প্রবল জ্বর, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী; দক্ষিণ পার্শ্বে কৃত্রিম পাঁজরার হাড়ের নীচে স্থানে স্থানে জ্বালাযুক্ত প্রবল বেদনা; বেদনা কখন কখন বুক, দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থান, দক্ষিণ এবং বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বেদনা কাশিলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়। যকৃত প্রদেশ উষ্ণ এবং কখন কখন স্ফীত হয় এবং চাপিলে উক্ত প্রদেশ বেদনাযুক্ত হয়; শ্বাস কষ্ট; কষ্টদায়ক শুষ্ককাশি; যকৃতের বহির্ভাগ প্রদাহযুক্ত হইলে অন্ত্রে বেদনা ও কোষ্ঠ বদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যকৃতের ভিতরেব অংশ আক্রান্ত হইলে বেদনাদি অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদু হয় বটে; কিন্তু বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে উহা বৃদ্ধি পায়। যে সকল লক্ষণাদির বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে উহা ব্যতীতও ইহাতে বমনোদ্বেগ বা বমন; জিহ্বা গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের ফার (Fur) যুক্ত; মুখে তিক্ত-স্বাদ; অত্যন্ত পিপাসা; মূত্র মলিন হরিদ্রার আভাযুক্ত; পৃষ্ঠদেশ ও সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনানুভব; রোগী কোন বিষয়ে স্থির ভাবে চিন্তা করিতে পারে না এবং সে কখন কখন প্রলাপ বলে। যকৃতের তরুণ প্রবল প্রদাহ কদাচিৎ ৭।৮ দিবসের অধিক অবস্থিতি করে। কিন্তু কুচিকিৎসায় রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিয়া অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিতে পারে।

যকৃতের তরুণ প্রদাহে যকৃতে ফোড়া (Abscess) হইতে পারে। ইহা সচরাচর সরলান্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশের রোগ, অথবা পূঁয দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া পাইমিয়া (Pyœmia) নামক রোগের দরুণ হইতে পারে। প্রথম উক্ত কারণে হইলে ফোড়াটী বৃহৎ আকারের হয় এবং উহা একটী কঠিন পর্দ্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী যকৃতের অংশ কোমল হয়। যদি পাইমিয়া রোগের দরুণ হয়, তবে পোর্টেল বেইন্সের (Portal Veins) গতির সঙ্গে সঙ্গে যকৃতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া প্রকাশ পায়। একটী ফোড়া হইলে উহা প্রায়ই যকৃতের ডাইন খণ্ডে (Right lobe) প্রকাশ পাইয়া থাকে। উহা বহির্দ্দেশ পানে ফুলিয়া উঠিতে পারে, অথবা উহা ফাটিয়া উহার পূঁযাদি অন্ত্রাবরক ঝিল্লী (Peritoneum), বক্ষকোটর, অথবা অন্ত্রনালীর (Intestinal Canal) কোন কোন অংশে প্রবিষ্ট হইতে পারে। অথবা কোন কোন রোগীর ফোড়ার পূঁযাদি শুকাইয়া যাইয়া আক্রান্ত স্থানে শ্বেত ও শুষ্ক পণিরবৎ (Cheesy) পদার্থ থাকিয়া যাইতে পারে।

যকৃতের বাহ্যাবরক পর্দ্দা প্রদাহযুক্ত (Peri-Hepatitis) হইলে উহা যকৃতের

পদার্থের প্রদাহের দরুণ ঘটিয়া থাকে এবং ইহাতে যকৃতের আবরক পর্দা উহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন যন্ত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ইহা অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর সমুদয় অংশের প্রদাহ (General Peritonitis), অথবা ইহা যকৃতের ফোড়ার উত্তেজনা, অথবা যকৃতেব ক্যান্সার বা হায়ডেটিড্ টিউমারের উত্তেজনার দরুণ ঘটিতে পারে।

উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা ও ভারি বোধ, উদরেব ডাইন পার্শ্বে ও ডাইন স্কন্ধে বেদনা, মল সাদাটিয়া রঙ্গের হওয়া, কামল রোগ, বমন, অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ুর সঞ্চার, উদরী, পায়ের পাতায় শোথ, অথবা পাকস্থলী বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (রক্ত বমন বা রক্ত ভেদ) ইত্যাদি যকৃতের অসুখের কতকগুলি সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। হৃৎপিণ্ড এবং মূত্র কোষের অসুখেও যকৃতের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

কারণ। প্রবল মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, ক্রোধ, শোক, উগ্র বমনকারক বা উগ্র বেচক ঔষধ সেবন; মদ্য পান; কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হওয়া; গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস; পিত্তাধারে পিত্তশিলা ইত্যাদি যকৃত প্রদাহের কতকগুলি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। প্রদাহজনিত প্রবল জ্বর এবং যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; অসহ্য বেদনা যাহার দরুণ রোগী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে; অত্যন্ত অস্থিরতা, মনের উদ্বেগ ও মৃত্যু ভয়; বিছানায় উঠিয়া বসিলেই মাথাঘোরে; মাথাধরা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার সমুদয় পদার্থ কপাল দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবে; তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বা পিত্ত বমন; মূত্রাবরোধ ও মূত্রকোষে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি এই, ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। যকৃত প্রদেশের স্ফীতি ও টাটানি ও উহাতে জ্বালাযুক্ত প্রবল বেদনা; কটার আভাযুক্ত বা কাল্চে পদার্থ বমন; কাল্চে তরল ভেদ যাহা আহার বা পানে বৃদ্ধি পায়; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা ও বারম্বার জল পান করা; কিন্তু রোগী একবারে অতি সামান্য পরিমাণে জল পান করে; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, অস্থিরতা ও

নিদ্রা শূন্যতা এবং মৃত্যু ভয়; অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। যকৃত প্রদেশে অত্যন্ত প্রখর বেদনা যাহা বুক ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, পাকস্থলী প্রদেশে কসিয়া টানিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়, সমুদয় উদরে টনটনানী, সামান্য ঝাকি লাগিলেই যাহা বৃদ্ধি পায়; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং কপালের দুই পার্শ্বে দপ্‌দপিয়া বেদনা; রোগী সর্ব্বদাই কোঁথায় বা কোঁকায়; ঘুমের ঘোরে চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা; প্রলাপ উক্তি ও বিছানা হইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছা; কোন প্রকারের গোলমাল বা আলোক সহ্য হয় না মূত্র সোনার ন্যায় হরিদ্রা বর্ণ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বালাযুক্ত বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা; জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের লেপযুক্ত ও তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বা পিত্ত বমন; ওষ্ঠ ফাটাযুক্ত, শুষ্ক ও উষ্ণ, প্রবল শিরঃপিড়া যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; বিছানায় উঠিয়া বসিলেই বমনোদ্বেগ ও অবসন্নতা; স্পর্শনে পাকস্থলী প্রদেশ টনটন্ করে; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে, এবং সামান্য কারণেই সে চটিয়া উঠে; মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন; রোগী সর্ব্বদা স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে ভালবাসে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ বা ১২ ডাঃ। যকৃতে চাপ পড়া বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; যকৃতের প্রদাহ, যাহার দরুণ যকৃত স্পর্শ করিলেই অত্যন্ত টাটায়; শরীরের চর্ম্ম কামল রোগের ন্যায় হরিদ্রা বর্ণ, কাশিলে বা হাঁচি দিলে বুক হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয়; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম যাহার দরুণ রোগী কোনও উপশম অনুভব করে না; সবুজ বর্ণের, পিত্তযুক্ত বা ফেণাবিশিষ্ট ভেদ, বারম্বার কষ্ট দায়ক বাহ্যের বেগ ও কোঁথপাড়া; পিত্ত বমন ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। যকৃতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বা দপ্‌দপিয়া বেদনা ও স্পর্শনে যকৃত অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; মুখে টক বা তিক্ত স্বাদ এবং পিত্ত বমন, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও পাঁজরার নীচে চাপা

বোধ; অত্যন্ত প্রবল শিরঃপীড়া যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; কোষ্ঠবদ্ধ, মল অত্যন্ত কঠিন, মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না বা কথঞ্চিৎ নির্গত হয়; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গেলেও মনে হয় যেন গুহ্য দ্বারে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে; রাত্রি ৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া কেবল পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম করে এবং সর্ব্বদা মদ্যপান করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। যকৃত প্রদেশে পূর্ণ ও বেদনাবোধ; বমনোদ্বেগ ও পিত্ত বমন; রোগী সর্ব্বদা যকৃত প্রদেশ ঘষে বা নাড়ে; মুখে তিক্ত স্বাদ এবং মুখে জল উঠা; প্রাতে বেদনাহীন উদরাময়; মলত্যাগের সময় গুহ্য (হারিস) বাহির হইয়া পড়ে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। জিহ্বা হরিদ্রা লেপযুক্ত এবং মুখে তিক্ত স্বাদ; রোগী বারম্বার ব্যাকুল হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ রাত্রিতে; সবুজবর্ণের চট্‌চটিয়া উদরাময়; সচরাচর রাত্রিযোগেই উদরাময় হইয়া থাকে; উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলেই মাথা ঘোরে; রোগী সর্ব্বদা কাঁদে ও তাহার অসুখের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করে; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা; সন্ধ্যার সময়ই লক্ষণাদির বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

চেলিডোনিয়াম্ ১ বা ৩ ডাঃ। যকৃত প্রদেশে প্রখর বা ঘুশ্‌-ঘুশে বেদনা এবং উহাতে টাটানি; ডাইন স্কন্ধাস্থির যে নিম্ন কোণ মেরুদণ্ড পানে স্থিত, উহার নীচে অনবরত বেদনানুভব; মুখাকৃতি মলিন এবং হরিদ্রা বর্ণ; মাথার পশ্চাৎভাগে কাণের দিকে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; ভেড়ার মলের ন্যায় অথবা কোমল উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের মলত্যাগ; মূত্র পরিমাণে অল্প, গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ এবং টক ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায়ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

হাইড্রাষ্টিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। যকৃতের জড়তা এবং উহার সঙ্গে

সঙ্গে ফিকা রঙ্গের অম্ল মলত্যাগ ; কামল রোগ এবং পাকস্থলীর শ্লেষ্মা জনিত অসুখ, এবং তদ্দরুণ শ্লেষ্মা মল ত্যাগ ; পেটে কিছুই নাই সর্ব্বদা এরূপ অনুভূত হয় এবং সার্ব্বাঙ্গিক বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

লেপ্‌টেণ্ড্রা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। যকৃতে কন্‌কনিয়া বেদনা ; জিহ্বা হরিদ্রা লেপযুক্ত ; অধিক পরিমাণে কাল ঘোলাটিয়া আল্‌কাতারার ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল ভেদ যাহা অপরাহ্নে বা সন্ধ্যার সময়ই সচরাচর অধিক হয় ; কাল্‌চে কটাবর্ণ মূত্র ত্যাগ ; যকৃতের পিত্তাধার প্রদেশে অনবরত ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা ; কামল রোগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ল্যাকেসিস্‌ ৬ বা ১২ ডাঃ। যকৃতে প্রখর বেদনা যাহা পাকস্থলীর দিকে বিস্তৃত হয় ; পেটের ডাইন অংশে কোন বস্তু লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় এবং তদ্দরুণ উক্ত স্থানে হুল ফুটানের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে ; হাইপোকাণ্ড্রিয়ামে (Hypochondrium) কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। সবিরাম বা পালা জ্বরের (Ague) পর যকৃত প্রদাহে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে যে পর্য্যন্ত রোগের উপশম না হয় সে পর্য্যন্ত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগের কতক পরিমাণ উপশম হইলে ৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের এক মাত্রা ব্যবস্থা।

আনুষঙ্গিক উপায়। মৎস্য, মাংস এবং সকল প্রকারের তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত আহার দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ। রোগীকে ভাত, ময়দার প্রস্তুত করা দ্রব্য, সেকা রুটি, তরকারি এবং ফলাদি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জ্বর থাকিলে সাগু, আরারুট, বার্লি ইত্যাদি ব্যবস্থা। জল ব্যতীত রোগীকে অন্য কোন দ্রব্য পান করিতে দিবে না।

যকৃতের পুরাতন প্রদাহ (CHRONIC HEPATITIS,—LIVER COMPLAINT.)

গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই এই রোগ সচরাচর অধিক হইয়া থাকে এবং ইহার দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহার লক্ষণাদিও যকৃতের তরুণ প্রবল প্রদাহের ন্যায় প্রকাশ পায়। কিন্তু যকৃতের পুরাতন প্রদাহের লক্ষণাদি

যকৃতের তরুণ প্রদাহ অপেক্ষা অনেক মৃদু আকার ধারণ করে। যকৃত প্রদেশে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা হয়, এবং উহা টাটায়; স্কন্ধ ও বাহুতে চাপিয়া ধরার ন্যায় এক প্রকার বেদনা হয়; জিহ্বা মলিন হরিদ্রার আভাযুক্ত ফার (Fur) দ্বারা আবৃত হয়; মুখে তিক্ত স্বাদ; ক্ষুধা শূন্যতা; বমনোদ্বেগ, বিশেষতঃ প্রাতে আহারের পর; পাকস্থলীতে বেদনা ও পূর্ণ বোধ; অবসন্নকারক ঘুশ্‌ঘুশে শিরঃপীড়া; সমুদয় দিন রাত্রি ঘুমাইবার ইচ্ছা; দুর্ব্বলতা ও মনের স্ফূর্ত্তির অভাব; মানসিক অবসন্নতা; শরীরের চর্ম্ম এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রা বর্ণ হয়; মূত্র কাল্‌চে এবং পরিমাণে অল্প; কোষ্ঠ বদ্ধ; মল ফিকা বা কাদার রঙ্গবিশিষ্ট ইত্যাদি যকৃতের পুরাতন প্রদাহের লক্ষণ। যকৃতের পুরাতন প্রদাহ প্রায়ই অজীর্ণ রোগের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে, অথবা অজীর্ণ রোগের দরুণই উহা উৎপন্ন হয়। প্রকৃত পক্ষে অজীর্ণ রোগ যকৃতের কোন প্রকারের অসুখ ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

কারণ। অতিরিক্ত পরিমাণে মৎস্য, মাংস, তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য খাওয়া; ঔষধের অপব্যবহার, বিশেষতঃ পারা (Mercury) ও পারা ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার; গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে বাস; অঙ্গচালনা না করিয়া সর্ব্বদা অলস ভাবে থাকা ইত্যাদি যকৃতের পুরাতন প্রদাহের কারণ।

চিকিৎসা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। যকৃতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, নড়া চড়া বা সামান্য আঘাতে যাহার বৃদ্ধি হয়; দক্ষিণ স্কন্ধ এবং বাহুতে বেদনা; পাকস্থলী ও উদরে পূর্ণ বোধ; আহার, পানীয় সমুদয় দ্রব্যই তিক্ত লাগে; মুখ মণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই সে চটিয়া উঠে; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। আহারে অনিচ্ছা বা একেবারে অরুচি; সিদ্ধ করা দ্রব্যে অরুচি; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে যকৃতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা; রোগী কোমরে কাপড় কসিয়া পরিতে পারে না; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট কাদার রঙ্গের ন্যায়, কঠিন, মল ত্যাগ; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। রোগী গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি ভালরূপে

জীর্ণ হয় না; অক্ষুধা ও অরুচি; যকৃত স্ফীত ও স্পর্শনে বেদনাযুক্ত হয়; কোইনাইনের অপব্যবহারের পর যকৃতের এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট দুর্ব্বল কারক বেদনা হীন ভেদ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখে ক্ষত ও মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, জিহ্বা মলিন হরিদ্রাবর্ণের লেপযুক্ত, মুখে তিক্ত, টক, পচা অথবা মিষ্ট স্বাদ; আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্য পাথরের ন্যায় ভারি অনুভূত হয়; যকৃত প্রদেশে অত্যন্ত টাটানি ও হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা; মূত্র রক্ত মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় কাল্‌চে লালবর্ণ; মুখ মণ্ডল হরিদ্রার আভাযুক্ত; কাল্‌চে সবুজবর্ণের ফেণাযুক্ত মলত্যাগ ও পেট কামড়ানী ও কোঁথ পাড়া ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্‌ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথা ঝিম ঝিম করা ও দৃষ্টি রোধ; মাথার উপরিভাগে চাপা বোধের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; প্রত্যুষে মুখে পচা বা তিক্ত স্বাদ, গলা দিয়া তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা; যকৃত প্রদেশে দপ্‌দপানি; আহারের পর পেটে এত পূর্ণ বোধ হয় যে উহার দরুণ রোগী কোমরে কাপড় কসিয়া পরিতে পারে না, কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যাস; মল লম্বা ও মোটা কঠিন নেড যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন, গুহ্যের মধ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। যাহারা অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলাদি দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খায় এবং মদ্য পানে অত্যাচার করে বা অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা অলস ভাবে থাকে তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পডোফিলাম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। প্রাতে শিরঃপীড়া; জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত ও মুখে পচা স্বাদ; যকৃত প্রদেশে বেদনা ও পূর্ণ বোধ; বারম্বার চা খড়ির ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ এবং মল ত্যাগের সময় গুহ্য (হারিস) বাহির হইয়া পড়া ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক সময় এই ঔষধের মূল আরোকে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার দর্শে।

সাইলিসিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ। যকৃত প্রদেশ অত্যন্ত কঠিন ও উহাতে দপ্‌দপিয়া বেদনা; যকৃতে ফোঁড়া হওয়া; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল একবার কতক পরিমাণে বাহির হইয়া পুনবায় গুহ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী বারম্বার অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে; সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই কাঁদিবার উপক্রম হয়; কপালে ভার ও পূর্ণ বোধ; মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদা উষ্ণানুভব; জিহ্বা শাদা এবং উহার অগ্রভাগ লাল বর্ণ; পাকস্থলী ও উদর প্রদেশে টাটানি ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। ক্ষীণকায় বিশিষ্ট রোগী যাহারা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে প্রতি দিন ঔষধের ৩।৪ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যকৃতের তরুণ প্রদাহের অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন রোগীর প্রত্যহ স্নান ও বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা করা আবশ্যক। অতিরিক্ত পরিমাণে অঙ্গচালনা করিয়া ক্লান্ত হওয়া অন্যায়। গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে রোগীর বাস করা অনুচিত।

কামল রোগ বা নেবা (JAUNDICE,—ICTERUS.)

কামল একটী স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। ইহা যকৃতের বিকৃতাবস্থার এক লক্ষণ মাত্র। ইহাতে সমুদয় শরীরের চর্ম্ম এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ হয়। রোগী শাদা বা কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট মল এবং কটাবর্ণ ও কখন কখন কাল রঙ্গের মূত্রও ত্যাগ করিয়া থাকে। শরীরের চর্ম্ম ও চক্ষুর শ্বেতাংশ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইতে প্রায় সমুদয় রকমের হরিদ্রাবর্ণ, কাল্‌চে বা সবুজের আভাযুক্ত কটাবর্ণও হইতে পারে। ইহাতে অনেক সময় রোগীর সমুদয় শরীর চুলকায়; মাথা ঝিম ঝিম করে; জিহ্বা শাদাটিয়া লেপযুক্ত; ক্ষুধা বা রুচি থাকে না; মুখে কোন স্বাদ থাকে না অথবা তিক্ত স্বাদ থাকে; বমনের ইচ্ছা অথবা শ্লেষ্মা বা পিত্ত বমন; কখন কখন যকৃত প্রদেশে বেদনা; শীত বোধ এবং শরীর জ্বরের ন্যায় উষ্ণ; নাড়ী মন্দগতি বিশিষ্ট এবং প্রাতে জ্বরের ন্যূনতা ইত্যাদি কামল রোগের লক্ষণ।

কারণ। অত্যন্ত প্রবল মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা; বৈরক্তি; ক্রোধ; পিত্ত শিলার দরুণ পিত্ত নিঃসারক নালীতে কার্য্যের ব্যাঘাত; এক-জ্বর, সবিরাম বা পালা জ্বরে আর্সিনিক ও কোইনাইনের অপব্যবহার; মদ্য

বা মাদক দ্রব্যাদি পান ইত্যাদি কামল রোগের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। প্রবল জ্বর ও যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় প্রখর বেদনা; চর্ম্ম হরিদ্রার আভাযুক্ত; মূত্র লাল বর্ণ ও পরিমাণে অল্প; অত্যন্ত ভয়, মনের উদ্বেগ ও স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। চাপিলে যকৃতে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা; দক্ষিণ স্কন্ধ ও বাহুতে বেদনা; সমুদয় শরীরে বেদনা যাহা নড়া চড়াতে বৃদ্ধি হয়; জিহ্বা হরিদ্রা লেপযুক্ত এবং তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বা পিত্ত বমন; ওষ্ঠ উষ্ণ, শুষ্ক ও ফাটাযুক্ত; শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে বমনোদ্বেগ হয় ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কোষ্ঠবদ্ধ অথবা অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন মল ত্যাগ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী গণ্ড-মালা ধাতুবিশিষ্ট; মাথা বড় ও মাথার উপরিভাগের অস্থির জোড় খোলা থাকে (Open Fontanelles); মাথা হেট করিলে অথবা তৎপর সোজা হইলেও যকৃতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; যকৃতের বিবৃদ্ধি; কোমরে কাপড় কসিয়া পরিতে পারেনা; কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট অল্প পরিমাণ মলত্যাগ; মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত কাল্চে কটাবর্ণ ও মূত্র কোন পাত্রে কতকক্ষণ স্থির ভাবে ধরিয়া রাখিলে উহার নীচে শাদা তলানি পড়ে; পায়ের পাতা শীতল ও ভিজা; উদর স্ফীত; রোগী শিটা বা শীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। বৈরক্তিজনিত বা নবপ্রসূত শিশুর কামল রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মুখ মণ্ডল ও চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ; সবুজবর্ণের জলবৎ তরল, ক্ষত কারক ভেদ ও উদরে শূল বেদনা; মুখে তিক্তস্বাদ ও পিত্ত বমন; রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এবং তাহাকে কোন ব্যক্তি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অত্যন্ত অন্যায় রকমে উত্তর দেয়; রোগী শিশু হইলে সর্ব্বদাই খিট্ খিট্ করে এবং কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ; মাথা ঝিম ঝিম করা এবং কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি; মাথায় ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় কষ্টদায়ক বেদনা; যকৃত্ স্ফীত, কঠিন ও চাপিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; গলার পশ্চাত্তাংশে তিক্ত বোধ; সমুদয় দ্রব্যই তিক্ত লাগে; উদর স্ফীত ও পূর্ণ ও উহাতে আঁটাঃবোধ; হরিদ্রাবর্ণের, উদরস্থ অজীর্ণ আহাব দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট বেদনাহীন জলবৎ তরল ভেদ; এক দিন অন্তর এক দিন রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধেব প্রাকৃতিক লক্ষণ। রক্তস্রাব, উদরাময় বা ধাতু নিঃসরণ দ্বারা দুর্ব্বল হওয়ার পর কামল রোগ হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ডিজিটালিস্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। বারম্বার কাঠবমি; জিহ্বা পরিষ্কার; পাকস্থলীর মধ্যে টাটানি ও পেট ঠোশ মারিয়া থাকা; মল প্রায় শাদাটিয়া, মূত্র কটাবর্ণ ও পবিমাণে অল্প; বারম্বার মূত্র ত্যাগ ও মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত কষ্টানুভব; নাড়ী অসম (Intermittent) ও অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ বা ১২ ডাঃ। সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত কামল রোগ; চর্ম্ম অত্যন্ত হবিদ্রাবর্ণ ও যকৃত প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা; কটার আভাযুক্ত শাদা মল ত্যাগ এবং মল ত্যাগের সময় ও উহার পব কষ্ট-দায়ক কোঁথ পাড়া; জিহ্বা গাঢ় লেপযুক্ত অথচ কোমল; মুখে দুর্গন্ধ; বমন ও বমনোদ্বেগ; আহারে অরুচি; মূত্র লালবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও পবিমাণে অল্প ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। যকৃতের স্ফীতি ও কঠি-নতা, মুখে টক বা পচা স্বাদ ও আহাবে অনিচ্ছা বা অরুচি; যকৃত প্রদেশে সঙ্কোচক বেদনা; বমনোদ্বেগ এবং পিত্তযুক্ত পদার্থ বা পিত্ত বমন; কোষ্ঠ-বদ্ধ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে; রাত্রি ৩ টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা একাকী থাকিতে চাহে; প্রাতঃকালে লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যাহারা বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে ও মদ্য পানাদিতে অত্যাচার করে, সর্ব্বদা বেচক ঔষধ ব্যবহাব করে তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকাবী।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। যকৃতের পিত্তনিঃসারক নালীতে কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া কামল রোগ; (পিত্ত শিলার (Gall Stone) অধ্যায় দ্রষ্টব্য); যকৃতের পিত্তাধার প্রদেশে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; যকৃতে পূর্ণ বোধ ও টাটানি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। জিহ্বা হরিদ্রা লেপযুক্ত ও মুখে তিক্ত স্বাদ; বমনোদ্বেগ ও বমনের ইচ্ছা; রোগী বারম্বার অবসন্ন হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ রাত্রিতে; শীতবোধ এবং বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা; সবুজবর্ণের চট্‌চটিয়া তরল ভেদ, বিশেষতঃ রাত্রিতে; পিপাসাশূন্যতা; অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যা কালে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অধিক উপকারী।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধান বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা; মুখে টক বা তিক্ত স্বাদ; পেট ঠোশ মারিয়া থাকা; বারম্বার দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়া; শরীরে দমকা উষ্ণানুভব; মাথার উপরি ভাগে উষ্ণানুভব; রাত্রিতে সমুদয় শরীরে চুলকানী; দিনের বেলায় নিদ্রাবেশ, রাত্রিতে ঘুম না হওয়া; হয় কোষ্ঠ বদ্ধ, না হয় প্রাতে উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষ আর্সিনিক, বার্ব্বেরিস, আয়োডিন, লেপ্‌টেণ্ড্রা, ম্যাগ্‌নেসিয়া মিউরিয়াটিকা, ম্যান্‌সিনেলা ইত্যাদি ঔষধগুলিও আবশ্যক হইতে পারে।

ঔষধের মাত্রা। রোগ তরুণ ও প্রবল হইলে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা দেওয়া উচিত। রোগ পুরাতন হইলে প্রতিদিন ঔষধের ২।৩ মাত্রা সেব্য।

যকৃতের তরুণ প্রদাহে আহারাদির যে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে এই রোগেও তাহাই ব্যবস্থা।

পিত্তশিলা জনিত শূল বেদনা

(BILIARY CALCULI,—GALL-STONE COLIC)

যকৃতের পিত্তাধারেই সচরাচর পিত্তশিলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কখন কখন যকৃতের পিত্তনিঃসারক বৃহৎ নালীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিলা সচরাচর একটী গোধূম বা বাদামের ন্যায় ও কখন কখন মুরগীর ডিমের ন্যায় বড় হইয়া থাকে। এই শিলাগুলি গোলাকার ও কখন কখন কোণ বিশিষ্ট হয়। এই শিলা পিত্তনিঃসারক নালীর মধ্য দিয়া নির্গত হয় এবং উহা নির্গত হওয়ার সময় অত্যন্ত প্রবল বেদনার উদ্রেক হয়। এই বেদনা বক্ষাস্থির দক্ষিণ দিকে প্রায় ৪ অঙ্গুলি দূরে এবং বক্ষাস্থির কিঞ্চিৎ নিম্নে অনুভূত হয়। এই বেদনা সর্ব্বদাই ক্রমাগত বর্ত্তমান থাকে। বেদনা ঘুশ্‌ঘুশে কন্‌কনানির ন্যায় অনুভূত হয়। কখন কখন বেদনা এত প্রবল হয় যে উহা ঊর্দ্ধে বক্ষ এবং নিম্নে তলপেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তদ্দরুণ রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদে। বেদনা আরম্ভ হইলে বমনোদ্বেগ ও বমন হয় ও শরীরে শীতল ঘর্ম্ম হয়; নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী হয়; মুখ মণ্ডল মলিন হয় এবং অত্যন্ত বলক্ষয় হইয়া রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সচরাচর কোন প্রকারের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া বেদনা আরম্ভ হয় এবং ১ হইতে ৩।৪ ঘণ্টা অবস্থিতি করে। পিত্তশিলা পিত্ত-নিঃসারক নালী দিয়া অন্ত্রের মধ্যে পড়িলেই বেদনা হঠাৎ থামিয়া যায়। এই বেদনা একবার হইলে উহার বারম্বার পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এই বেদনাকে প্রকৃত পিত্তশূল বেদনা বলিয়া অনেক চিকিৎসক উল্লেখ করিয়া থাকেন। পিত্তশিলা বৃহৎ আকারের হইলেই যে বেদনা প্রখর হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে না। শিলা কোণ বিশিষ্ট হইলেই উহা নির্গত হওয়ার সময় বেদনা অত্যন্ত প্রখর আকার ধারণ করে। পিত্তশিলা জনিত শূল বেদনার সঙ্গে কামল রোগ থাকিতে পারে, বা উহা নাও থাকিতে পারে। অনেক সময় পিত্তশিলা জনিত শূল বেদনা নির্ণয় করিবার সময় গোলে পড়িতে হয়। পিত্ত-শিলা আক্রান্ত রোগীর মলের সঙ্গে পিত্তশিলা নির্গত হয়। এমতাবস্থায় রোগীর মল এক খানি চালুন বা এক খানি মিহি কাপড়ের উপর রাখিয়া উহাতে কতক পরিমাণ জল ঢালিয়া দিয়া ছাকিলে মল তরল হইয়া জলের সঙ্গে পড়িয়া যায় এবং পিত্তশিলা থাকিলে উহা চালুন বা ছাকিবার কাপড়ে

থাকিয়া যায়। এইটী পিত্তশিলা নির্ণয় করিবার একটী বিশেষ উপায় মধ্যে পরিগণিত।

কারণ। পিত্তশিলা কি কারণে হয় তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না। তবে অধিক বয়স, স্ত্রী জাতি, কোন প্রকারে অঙ্গচালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম করা; অনিবার্য্য কোষ্ঠ বদ্ধ; অতিরিক্ত পরিমাণে মাছ মাংস বা উত্তেজক আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করা; যকৃত, যকৃতের পিত্তাধার (Gall-bladder), পিত্ত নিঃসারক নালী (Bile-ducts) ইত্যাদির যান্ত্রিক অসুখের দরুণ পিত্ত নিঃসরণের ব্যাঘাত জন্মা ইত্যাদি পিত্তশিলার কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া কোন কোন নিদান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কোন কোন নিদান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, যে জলে অতিরিক্ত পরিমাণ চুণের অংশ থাকে তাহা পান করিলে পিত্তশিলা জন্মে।

চিকিৎসা।

ডাক্তার বেয়ার (Dr. Baehr) বলেন যে "লক্ষণাদি দৃষ্টে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে এই রোগে আর্সিনিক অত্যন্ত উপকারী ঔষধ; কারণ, ইহা স্নায়বিক মণ্ডলীর উত্তেজনা দূরীভূত করে। এতদ্ভিন্ন বিরেট্রাম্ এবং ককিউলাসও এই রোগে অত্যন্ত উপকারী। বেলাডোনা উক্ত দুই ঔষধ অপেক্ষা কম উপকারী। উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া অথবা কাঠের কয়লার আগুনে ফ্লানেল কাপড় উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা যকৃতের উপর অত্যন্ত গরম গরম সেক দিলে বিশেষ উপশম হয়। বেদনা অধিক প্রবল না হইলে হাতের মুটি দ্বারা ময়দা দলনের ন্যায় মৃদুভাবে যকৃত প্রদেশ দলন করিলেও শূলের অনেক আশু উপশম হয়। পিত্তশিলা জন্মিতে না পারে সেজন্য আহারাদির অত্যন্ত কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক। আহারাদির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে নাক্স্ বমিকা ও সাল্ফার ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে"। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৩০ ডাঃ ব্যবহার করিয়া পিত্তশিলা আক্রান্ত একটী রোগীর চিকিৎসায় তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন। তিনি আরো বলেন যে সেই অবধি তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কখনও অকৃতকার্য্য হন নাই। ডাক্তার বেজ্ (Dr Bayes) ও ডাক্তার ডাজিয়ান্ (Dr. Dudgeon) ক্যাল্কেরিয়ার উপ-

কারীতা সম্বন্ধে ডাক্তার হিউজের মত পোষকতা করেন। ক্যাল্কেরিয়া দ্বারা উপকার না দর্শিলে বার্ব্বেরিস নামক ঔষধ ব্যবস্থা। ডাক্তার হিউজ্ বার্ব্বেরিসের উপকারীতা সম্বন্ধে বলেন, "আমি এই প্রকার সামান্য রকমের রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে আমার বন্ধু ডাক্তার এডোয়ার্ড্ ব্লেকের পরামর্শ মতে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া যার পর নাই উপকার পাইয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে ক্যাল্কেরিয়া দ্বারা বার্ব্বেরিস অপেক্ষা অধিক শীঘ্র উপশম লাভ করিয়াছিলাম। বার্ব্বেরিসের মূল আরোক মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী।" বোষ্টান নিবাসী ডাক্তার থেয়ার বলেন যে, চায়না ৬ ডাঃ দ্বারা তিনি পিত্তশিলাক্রান্ত অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রথমতঃ শিলাগুলি নির্গত হয় এবং তৎপর শূল বেদনা আস্তে আস্তে দূরীভূত হয়। আহারাদির কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলে যে পিত্তশিলার নূতন উৎপত্তি স্থগিত থাকে, সে সম্বন্ধে ইউরোপ, আমেরিকা ও এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণের সন্দেহ নাই।

অন্ত্র প্রদাহ (ENTERITIS,—INFLAMMATION OF THE BOWELS.)

শীতকম্প হইয়া রোগ আরম্ভ হয় এবং তৎপর প্রবল জ্বর হয়। উদরের কোন কোন অংশে প্রখর জ্বালাযুক্ত, ছুরী বিধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। এই বেদনা প্রায়ই নাভি প্রদেশে অনুভূত হয়; সামান্য প্রচাপন, স্পর্শন, বমনের চেষ্টা, নিশ্বাস প্রশ্বাসে বা কাশিতে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বেদনার বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে রোগী হাঁটু গুটাইয়া চীৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে এবং নড়িতে চড়িতে চাহে না ও সর্ব্বদা কোঁথায় বা কোঁকায়; জিহ্বা শুষ্ক এবং উহার মধ্যভাগ লেপযুক্ত এবং পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লাল বর্ণ; অত্যন্ত প্রবল আভ্যন্তরিক উত্তাপ এবং অনিবার্য্য পিপাসা; নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র এবং সঙ্কুচিত; উদর স্ফীত, উষ্ণ এবং রোগী উহাতে কোন প্রকারের চাপ সহ্য করিতে পারে না; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ; কোষ্ঠবদ্ধ রোগের সমুদয় ভোগ কালেই থাকে; বমনোদ্বেগ ও প্রথমতঃ শ্লেষ্মা এবং পিত্ত ও তৎপর মলের ন্যায় সবুজ পদার্থ বমন হয়। রোগ অতি শীঘ্র শীঘ্রই বৃদ্ধি হয় এবং অনেক সময় অন্ত্র পচিয়া রোগ শেষ হয়। যখন পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়, বেদনাদি হঠাৎ দূরীভূত হয়; নাড়ী অতি শীঘ্র শীঘ্র লুপ্ত

হইতে থাকে; মুখাকৃতি মৃতবৎ শিটা, শীর্ণ ও মলিন হয়; হাত পা শীতল হয়; সমুদয় শরীর শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত হয়; হিক্কা, প্রলাপ-উক্তি এবং কথন কথন আক্ষেপ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

কারণ। উত্তেজক আহার দ্রব্য; কাঁচা ফল; ধূলা, বালি বা পাথরের কণা উদরস্থ করা, ক্যালোমেল, জোলাপা, ক্রোটন অএল, আলোজ্ ইত্যাদি উগ্র রেচক ঔষধ সেবন; অন্ত্রের মধ্যে কঠিন মল সঞ্চিত হওয়া এবং অত্যন্ত উগ্র মদ্য পান ইত্যাদি অন্ত্র প্রদাহের কতকগুলি প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদরের উপরে প্রবল আঘাত পাইলেও এই রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রোগের প্রারম্ভে যখন প্রদাহ জনিত জ্বর অতি প্রবল হইয়া চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুতগামী, মুখগহ্বর, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক হয়; প্রবল পিপাসা; উদর স্ফীত ও প্রচাপনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; নাভি প্রদেশে কর্ত্তনবৎ জ্বালা যুক্ত ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা যাহা সামান্য প্রচাপনেই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; অত্যন্ত ভয় ও মনের উদ্বেগ এবং মানসিক উত্তেজনা এমতাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা। কএকটী রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধের মিশ্র আরোক অপেক্ষা অমিশ্র বা মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্রায় সেবন করাইয়া অধিক সুফল পাওয়া গিয়াছে।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগের শেষাবস্থায়ই সচরাচর এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী ও দুর্ব্বল; জীবনীশক্তির হঠাৎ হ্রাস ও বলক্ষয় হইয়া শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম হয় এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে ও তাহার নিদ্রা হয় না; অত্যন্ত পিপাসা এবং রোগী বারম্বার জল পান করে বটে, কিন্তু সে একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না; উদরে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ অথবা ছুরী বিঁধানের ন্যায় প্রবল বেদনা যাহা আহার বা পানের পর বৃদ্ধি হয়; রাত্রি দুই প্রহরের পর সমুদয় লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক সময় এই ঔষধের ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায় সেবনে অধিক উপকার দর্শে।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। উদরে অত্যন্ত উষ্ণানুভব ও টাটানি; অন্ত্রে সঙ্কোচক বা আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা; বেদনার হঠাৎ উদ্রেক হয় এবং উহার হঠাৎ উপশম হয়; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও গ্রীবা দেশস্থ ধমনীর দপ্‌দপানি বা স্পন্দন; মুখ মণ্ডল লালবর্ণ ও টল্‌টলে এবং চক্ষু লালবর্ণ ও উজ্জ্বল; আলোক বা গোলমাল সহ্য হয় না; ঘুমের ঘোরে চম্‌কিয়া বা লাফাইয়া উঠা; ঘুমের ইচ্ছা রহিয়াছে অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না; রোগী প্রায় সর্ব্বদাই কোঁথায় বা কোঁকায়; আংশিক বা সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত ও অচেতনতা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। অন্ত্রপ্রদাহ ও নাভির চতুর্দ্দিকে কঠিনাকারের স্ফীতি; অন্ত্রের মধ্যে সূচী বা ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা যাহা সামান্য নড়া চড়াতেই বৃদ্ধি পায়; রোগী একবারে স্থির ও নিস্তব্ধভাবে থাকিতে চাহে এবং নড়িতে চাহে না; বমনোদ্বেগ ও শারীরিক অবসন্নতার দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিতে পারে না; ওষ্ঠ উষ্ণ, শুষ্ক ও ফাটাযুক্ত; অত্যন্ত পিপাসা এবং রোগী অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিতে চাহে; আহার বা পানের তৎক্ষণাৎ পরই বমন; মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন; রোগী অত্যন্ত চিড়্‌চিড়ে হয় এবং সামান্য কারণেই সে চটিয়া উঠে; প্রলাপ; বিছানা হইতে উঠিয়া বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যান্থারিস ৩ বা ৬ ডাঃ। উদরে উষ্ণানুভব ও জ্বালা; প্রচাপনে উদর অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়; অন্ত্রের সমুদয় অংশেই কর্ত্তনবৎ বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা ও সকল প্রকার পানীয় দ্রব্যেই অরুচি বা অস্পৃহা; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হয়; অন্ত্র চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, সে প্রকারের ফিকা লালবর্ণের পর্দ্দাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা মলত্যাগ; অত্যন্ত অস্থিরতা ও বমনের উদ্বেগ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ বা ১২ ডাঃ। উদর স্ফীত এবং কঠিন এবং প্রচাপনে বা স্পর্শনে বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; অন্ত্রের মধ্যে কর্ত্তনবৎ, ছুরি বিঁধানের ন্যায় বেদনা ও শীত কম্প; সবুজ বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু উহাতে যন্ত্রণাদির কোনও উপশম হয় না; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও মৃতবৎ

শিটা বা মলিন হয়; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা বমন; ঘুম ভাল হয় না; তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট বা পিত্তযুক্ত শ্লেষ্মা বমন ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

এতদ্ভিন্ন এই রোগের চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ সরল-চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল হইলে যে পর্য্যন্ত উপশম না হয় সে পর্য্যন্ত ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগের উপশম হইলে প্রতিদিন ঔষধের ২।৩ মাত্রা ব্যবস্থা।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগের ভোগ সময়ে রোগীকে সাগু, আরারুট, বালি ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে দিবে না। রোগীর ইচ্ছা হইলে টাট্‌কা দুগ্ধও অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া পেটের উপর সেক দিলে বেদনাদির অনেক উপশম হয়। যদি কোষ্ঠবদ্ধ কোন মতেই দূরীভূত না হয়, তবে উষ্ণ জলে কতক পরিমাণ গরুর দুধ মিশাইয়া গুহ্য দ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিলে অন্ত্রের মল নির্গত হইতে পারে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে পিচ্‌কারী দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার করাণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

উদরাময় (DIARRHŒA.)

নির্ব্বাচন। ইহা অন্ত্রের এক রোগ বিশেষ। ইহাতে রোগী সচরাচর বারম্বার তরল মল ত্যাগ করে এবং তরল ভেদের সঙ্গে সঙ্গে কখন পেট কামড়ানী বা পেটে বেদনা থাকে, কখন বা বেদনা থাকে না। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত ও উত্তেজিত হইয়াই এই রোগ সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগের প্রখরতা ও প্রকৃতি অনুসারে মল জলবৎ তরল, চট্‌চটিয়া পিত্তযুক্ত, উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট মলযুক্ত রক্ত ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী বা পেটে বেদনা হয়। কখন কখন বেদনাদি নাও থাকিতে পারে। কখন কখন ক্ষুধা থাকে না; জিহ্বা লেপযুক্ত; বমনোদ্বেগ বা বমন; ঘড়্‌ঘড়্‌ কল কল করিয়া পেট ডাকে; হাত পা শীতল ও অত্যন্ত বলক্ষয় হইতে পারে।

কারণ ও লক্ষণাদি প্রভেদে উদরাময় অনেক প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারই প্রধান। যথা:—(১) উত্তেজনা জনিত উদরাময় বা ইরিটেটিব্ ডায়েরিয়া (Irritative Diarrhœa)। ইহা উষ্ণ কারক, উত্তেজক বা অপরিষ্কৃত বা যাহাতে অপাক জন্মায় এরূপ আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ হইয়াই উৎপন্ন হয়। (২) কন্‌জেষ্টিব্ বা প্রদাহ জনিত (Congestive or Inflammatory) উদরাময়। শীত; শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইতে না হইতেই জল বা বরফাদি অত্যন্ত শীতল দ্রব্য পান; ঘর্ম্ম হইয়া হঠাৎ শরীরে মজিয়া যাওয়া; অথবা মল মূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি স্বাভাবিক নিঃসরণের অবরোধে এই প্রকার উদরাময় উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্ম কালে গরমের দরুণ ঠাণ্ডা হওয়ার আশায় অনেকে সিমেণ্ট্ করা ঘরের মেজ্যাতে উপুড় হইয়া শুইয়া থাকে। এমতাবস্থায় পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইয়া থাকে। এতদ্দেশে, বিশেষতঃ ছোট বালক বালিকাগণের মধ্যে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। (৩) পুরাতন আকারের উদরাময় (Chronic Diarrhœa)। বারম্বার তরুণ উদরাময়, কুচিকিৎসায়ই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ভালরূপে না সারিলেই উদরাময় পুরাতন আকারে পরিণত হয়। (৪) গ্রীষ্ম বা শরৎ কালীয় উদরাময় (Summer or Autumn Diarrhœa)। এই প্রকার উদরাময় সচরাচর গ্রীষ্ম ও শরৎ কালেই হইয়া থাকে এবং উহাকে গ্রন্থকারেরা সামান্য ওলাউঠা বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন।

কারণ। অন্ত্রের অতিরিক্ত আলোড়ন কার্য্যের (Peristaltic action) দরুণ অথবা অন্ত্রস্থিত সঞ্চিত পদার্থের অতিরিক্ত তরলাবস্থার দরুণ, কিম্বা উক্ত উভয় কারণ একত্রিত হইয়া উদরাময় হইয়া থাকে। এই বিকৃতির উদ্দীপক কারণ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে। যথা,—(১) অতিরিক্ত পরিমাণে অপাককারক বা পচা আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করা; অপরিষ্কার জল বা অন্য কোন প্রকারের জলীয় পদার্থ পান; রেচক ও উগ্র উত্তেজক ঔষধ খাওয়া; পিত্তাদির অতিরিক্ত সঞ্চার; কৃমি; এবং অন্ত্রের মধ্যে মল রুদ্ধ হইয়া থাকার দরুণ অন্ত্র উত্তেজিত হইয়া উদরাময় হইতে পারে। (২) কোন কারণ বশতঃ যকৃত সম্বন্ধীয় রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিয়া অন্ত্রস্থিত রক্তবহা নালীতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ। (৩) তরুণ বা পুরাতন আকারের অন্ত্র প্রদাহ (Enteritis); আল্‌বুমিন জনিত অসুখ এবং স্ফোটক বা টিউবার্কেল জনিত ক্ষত ইত্যাদি অন্ত্রের যান্ত্রিক অসুখ।

(৪) কখন কখন প্রবল মানসিক উত্তেজনা বা দাঁত উঠার দরুণ উত্তেজনা। (৫) অনেক রোগ আছে যাহাতে উদরাময় একটী অত্যন্ত প্রবল লক্ষণ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ওলাউঠা, আন্ত্রিক জ্বর বা টাইফয়েড্ ফিবার এবং আমাশায় এই প্রকার রোগের উদাহরণ। অনেক নিদান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন যে উক্ত রোগে রোগের বিষ শরীর হইতে বহির্গত করার জন্য উদরাময় প্রকৃতির একটী উপায় বিশেষ। মূত্র কোষের অসুখ, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট, পাইমিয়া এবং অনেক প্রকারের জ্বরে উদরাময় সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। আবার অনেক ক্ষয় এবং দুর্ব্বলকারক রোগ হওয়ার সময় বা শেষ হওয়ার সময় উদরাময় হইয়া রোগীর মৃত্যু শীঘ্র শীঘ্র হওয়ার সাহায্য করিতে পারে। যক্ষ্মাকাশ, ক্যান্সার, প্লীহা এবং মূত্র কোষের উপরের অংশের অসুখ বা হজ্‌কিন্ ডিজিজে (Hodgkin's Disease) এইরূপ ঘটিয়া থাকে। (৬) কোন প্রকারের নিঃসরণ অবরুদ্ধ হইয়া অথবা শোথের নিঃসরণ শরীরে শোষিয়াও উদরাময় হইতে পারে। এরূপ হইলে রোগটীকে বাই-কেরিয়াস্ (Vicarious) উদরাময় বা ডায়েরিয়া বলা যায়। (৭) বহির্ব্বায়ুর হঠাৎ পরিবর্ত্তন, গায় অতিরিক্ত পরিমাণে গরম বা ঠাণ্ডা লাগা; দূষিত বায়ু সেবন, যে স্থানে অনেক লোকের বাস সে ঘরে বা স্থানে বাস, অতিরিক্ত পরিমাণে ক্লান্ত হওয়া; গলিত মৃতদেহ বা উদ্ভিদ পদার্থ হইতে যে এক প্রকারের বাষ্পবৎ বিষ বহির্গত হয় তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া; মেলেরিয়া। উক্ত কারণগুলি একত্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় আহার হইলে গ্রীষ্ম ও শরত কালে প্রবল উদরাময় হইয়া থাকে। এই প্রকার উদরাময়কে ইংলিশ কলেরাও বলিয়া থাকে। কখন কখন কোন ফোঁড়ার পূয, অন্ত্রাবরক ঝিল্লীতে দূষিত জলীয় পদার্থের সঞ্চার হইয়া উহা অন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া উদরাময় উৎপাদন করিতে পারে।

উদরাময়ের চিকিৎসা করিতে গেলে কত দিন হইতে উদরাময় আরম্ভ হইয়াছে; দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কতবার ভেদ হয়, এবং উদরাময়ের পূর্ব্বে রোগী কি প্রকারের দ্রব্য খাইয়াছিল এবং আহারের কতক্ষণ পর উদরাময় আরম্ভ হইয়াছে এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যতবার সম্ভবে মলের অবস্থা দেখা উচিত। তরল মলের মধ্যে কঠিন মলের অংশ আছে কি না, মলের মধ্যে উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা আছে কি না (Diarrhoea Lientrica) তাহা দেখা উচিত। মল পিত্তযুক্ত কি না, সিরামযুক্ত

বা জলবৎ তরল কি না, মলের সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা, রক্ত, চর্ব্বি, পূঁয ইত্যাদি আছে কি না, আমাদিগের বিশেষরূপে জানা উচিত। এই সকল বিষয়গুলি জানিতে পারিলে রোগের প্রকৃত কারণ সহজে জানিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন উদরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে পেটে বেদনা বা পেট কামড়ানী, বমন বা বমনোদ্বেগ, পেট ডাকা বা পেটে গড্ গড্ কল কল শব্দ হওয়া, মলত্যাগের সময় কোঁথপাড়া, এবং জিহ্বা অস্বাভাবিকরূপে লেপযুক্ত হওয়া ইত্যাদি অজীর্ণের লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেক কাল ধরিয়া জলবৎ তরল ভেদ হইলে গুহ্যদ্বারে জ্বালা অনুভূত হইতে পারে। অনেকের চিকিৎসা কালীন ইহা রোগী বলে যে তাহাদিগের সর্ব্বদাই তরল ভেদ হয়। এমতাবস্থায় অনুসন্ধান করিয়া জানা উচিত যে তাহাদিগের ভগন্দর (Fistula-in-ano) আছে কি না। কারণ, এই রোগ থাকিলেও অনেক রোগী এরূপ অনুভব করিতে পারে। এই সকল বিষয় জানিতে পারিলে চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। অনেক কাল ধরিয়া উদরাময় থাকিলে রোগী অধিক কি অল্প পরিমাণে দুর্ব্বল হয় এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র বা আস্তে আস্তে অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে।

সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা। তরুণ প্রবল উদরাময়ে হঠাৎ বলক্ষয় হইলে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, ক্যাম্ফার, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস, সিকেল্ কর্ণুটাম্, থুজা, ভিরেট্রাম্ আল্বাম্ ব্যবস্থা। কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হইলে লক্ষণ বিশেষে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরেটা, ল্যাকেসিস্, নাক্স্ বমিকা, ওপিয়াম্, ফস্ফরাস্, রুটা ব্যবস্থা। পুরাতন উদরাময়ে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, চায়না, ফেরাম্, গ্রাফাইটিস্, গামি গাটি, আয়োডিন্, ইপিকাক, কালী বাইক্রম, হিপার সাল্ফ্, ফস্ফরিক্ আসিড্, পডোফিলাম্, ল্যাকেসিস্, লাইকোপডিয়াম্, নেট্রাম্ সাল্ফ্, থুজা, রাস্টক্স্, সাল্ফার, ভিরেট্রাম্ আল্বাম্ ব্যবস্থা। শীতল বাতাসাদি লাগিয়া উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, চায়না, ডাল্কেমেরা, মার্কিউরিয়াস, পাল্সেটিলা, ভিরেট্রাম্ আল্বাম্ ব্যবস্থা। হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে একোনাইট, আর্সিনিক, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, কষ্টিকাম্, ক্যামোমিলা, ডাল্কেমেরা, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্ মস্কাটা, নাক্স্ বমিকা, সাল্ফার ব্যবস্থা। শীতল জল বা বরফাদি পান করিয়া উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, ব্রাইওনিয়া, কার্ব্বো বেজি-

টেবিলিস, ডাল্‌কেমেরা, হিপার সাল্‌ফার, নাক্স্ মস্কাটা, রাস্‌টক্‌স্, সাল্‌-ফিউরিক্ আসিড্, পাল্‌সেটিলা ব্যবস্থা। কোন প্রকারের রেচক ঔষধ সেবনের পর উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, নাক্‌স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা ব্যবস্থা। চর্ব্বিযুক্ত আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করিয়া উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, পাল্‌সেটিলা এবং থুজা ব্যবস্থা। ভয় পাওয়ার পর উদরাময়ের পক্ষে একোনাইট, আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, কফিয়া, ওপিয়াম্, বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ ব্যবস্থা। ফলাদি খাওয়ার পর উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, ব্রাইওনিয়া, চায়না, কলোসিন্থ, পাল্‌সেটিলা ব্যবস্থা। শোকের দরুণ উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে কলোসিন্থ, জেল্‌সিমিয়াম্, ইগ্‌নেসিয়া, ফস্ফরিক্ আসিড্ ব্যবস্থা। ক্রোধ জনিত উদরাময়ের পক্ষে ক্যামোমিলা, কলোসিন্থ ব্যবস্থা। হঠাৎ উল্লাসিত হইয়া উদরাময় হইলে কফিয়া, ওপিয়াম্ ব্যবস্থা। স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরই উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষ আণ্টিমোনিয়াম্, ডাল্‌-কেমেরা, হায়োসায়েমাস্, পিট্রোলিয়াম্ ব্যবস্থা। ম্যাগ্‌নেসিয়া নামক রেচক ঔষধের অপব্যবহারের পর উদরাময় হইলে নাক্‌স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা, এবং রুম্ ব্যবস্থা। পারার অপব্যবহারের পর উদরাময় হইলে চায়না, হিপার সাল্‌ফ, নাইট্রিক্ আসিড্ ব্যবস্থা। দুধ খাইয়া উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, নেট্রাম্ কার্ব্ব, সাল্‌ফার ব্যবস্থা। আফি-মের অপব্যবহার দ্বারা উদরাময় হইলে বেলাডোনা, মার্কিবিয়াস্, নাক্‌স্ বমিকা ব্যবস্থা। শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উদরাময় হইলে লক্ষণ বিশেষে একোনাইট, আলোজ্, আণ্টিমোনিয়াম্, ব্রাইওনিয়া, পডোফিলাম্ ব্যবস্থা। চিংড়ী মাছ বা কাঁকড়া খাইয়া উদরাময় হইলে লাইকোপডিয়াম্, ব্রোমিন্, সাল্‌ফিউরিক্ আসিড্ ব্যবস্থা। বেদনাহীন উদরাময়ের জন্য লক্ষণ বিশেষে এপিস, আর্সিনিক, চায়না, কলচিকাম্, ক্রোটন, ফেরাম্, হিপার সাল্‌ফ্, হায়োসায়েমাস, ফস্ফরিক্ আসিড্, পডোফিলাম্, রাস্‌টক্‌স্, সিকেল কর্ণুটাম্ ব্যবস্থা। যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর উদরাময়ের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, চায়না, ফেরাম্, ফস্ফরাস্ ব্যবস্থা। গর্ভাবস্থায় উদরাময়ের জন্য আণ্টি-মোনিয়াম্, ডাল্‌কেমেরা, হায়োসায়েমাস, লাইকোপডিয়াম্, ফস্ফরাস্ ব্যবস্থা। গরুর বাছুরের মাংস খাইয়া উদরাময় হইলে আণ্টিমোনিয়াম্ ব্যবস্থা। শরীর ভিজিয়া উদরাময় হইলে একোনাইট, রাস্‌টক্‌স্, বডোডেণ্ড্রন্ ব্যবস্থা।

ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বিশেষে চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। কাল, সবুজ, শাদার আভাযুক্ত অল্প পরিমাণে বারম্বার চট্‌চটিয়া জলবৎ তরল ভেদ ও কখন কখন অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভেদ যাহা বায়ু নিঃসরণের সময়ও হয়; শরীর ভিজিলে বা হিম, ঠাণ্ডা, উত্তাপ লাগিলে অথবা শরীরে ঘর্ম্ম মজিয়া গেলে ভেদাদির বৃদ্ধি; দাস্তের পূর্ব্বে পেট কর্ত্তনবৎ বেদনা, ঘর্ম্ম বা বমনোদ্বেগ; দাস্তের সময় পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ ও কোঁথপাড়া; দাস্তের পর পেট বেদনার উপশম; মনের উদ্বেগ, অস্থিরতা; দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা ও মূর্চ্ছা যাওয়া; অসহ্য পিপাসা; সমুদয় শরীরে শুষ্ক ও উষ্ণানুভব; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ৬ ডাঃ। প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট জলবৎ তরল ভেদ; জিহ্বা শাদা লেপ-যুক্ত; তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পিত্তযুক্ত চট্‌চটিয়া পদার্থ বমন; আহার বা পানের পর রোগের বৃদ্ধি; অতিরিক্ত আহার দ্বারা উদরাময় হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। সবুজ বা হরিদ্রার আভা-যুক্ত চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা মল বা হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ; কোঁথপাড়িলে পেটের মধ্যে কোন পদার্থ ভাঙ্গিয়া যাইবে এরূপ বোধ হওয়া, জিহ্বা শুষ্ক ও উজ্জ্বল; সামান্য পিপাসা বা পিপাসা একবারেই থাকে না; পায়ের পাতার শোথ; প্রাতে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গাঢ়, কাল্‌চে সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা বা কাল্‌চে জলবৎ তরল ভেদ; অনিচ্ছা পূর্ব্বক মল ত্যাগ; উদরাময়, যাহার দরুণ গুহ্য দ্বারাদিতে ক্ষত হয়; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, অবসন্নতা এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় বা নিস্তেজতা; অত্যন্ত অস্থি-রতা, গায় জ্বালা এবং রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক জল পান করিতে পারে না; আহার বা পানের পরই বমন বা বমনোদ্বেগ; পেটে জ্বালানু-ভব; শীতল কোন পদার্থ উদরস্থ হইলেই রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। বারম্বার অল্প পরিমাণে সবুজবর্ণের তরল শ্লেষ্মা ভেদ; পেটে আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা; এই বেদনা হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ সারিয়া যায়; সর্ব্বদাই ঘুমাইবার ইচ্ছা রহিয়াছে অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না; ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা; অপরাহ্ন তিনটার পর অথবা ঘুমের পর রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৩ বা ৬ ডাঃ। গ্রীষ্মকালীয় উদরাময় অথবা শরীর উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইতে না হইতেই শীতল জল বা বরফাদি পানের দরুণ উদরাময়, কটাবর্ণ, তরল মলযুক্ত অথবা উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট পচা পনিরের গন্ধযুক্ত মল ভেদ; বসিলেই বমনোদ্বেগ ও শরীর অবসন্ন হয়; অনেকক্ষণ পর পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা; প্রাতঃকালে, নড়াচড়াতে রোগের বৃদ্ধি; গায় কোন প্রকারের ফুস্কুড়ী রুদ্ধ হওয়ার পর উদরাময় হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট রোগীর উদরাময়; উদর ফাঁপে বা ঠোশ মারিয়া থাকে; রোগী শিটা বা শীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকে; শাদাটিয়া বা জলবৎ তরল ভেদ; পুরাতন উদরাময়ে কাদার রঙ্গবিশিষ্ট জলবৎ তরল ভেদ; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট তরল ভেদ; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র; মূত্রত্যাগে কষ্টানুভব, মূত্র স্বচ্ছ বা পরিষ্কার ও উগ্র এবং পচা দুর্গন্ধযুক্ত; ঘুমের অবস্থায় মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যক্ষ্মাকাশ আক্রান্ত রোগীর উদরাময়ের পক্ষে এই ঔষধ এবং ক্যালকেরিয়া ফস্ফরেটা, ৩ ক্রমের গুঁড়া, বা ৬ ডাঃ, বিশেষ উপকারী।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস ৬ বা ১২ ডাঃ। ফিকা রঙ্গবিশিষ্ট, অনিচ্ছাপূর্ব্বক, পচা মৃতদেহের গন্ধযুক্ত তরল মল ভেদ; রোগের শেষাবস্থায় যখন জীবনী শক্তির একবারে হ্রাস হয় এবং রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে; গুহ্যদ্বার দিয়া গন্ধহীন অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ; অস্থিরতা এবং বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা ও মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। সবুজ বর্ণের, ক্ষতকারক জলবৎ তরল ভেদ ও পেটকামড়ানী; পচা ডিমের গন্ধ বিশিষ্ট উষ্ণ তরল ভেদ; তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বা পিত্ত বমন; রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হয় এবং তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অভদ্রের ন্যায় উত্তর দেয়; রোগী শিশু বা অল্প বয়স্ক বালক বালিকা হইলে অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; একগাল লাল ও অপর গাল শিটা; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি। শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উক্ত প্রকার উদরাময়ের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। হরিদ্রার আভাযুক্ত, শাদাটিয়া অথবা কাল্‌চে তরল ভেদ; পেটে আক্ষেপিক বেদনা, হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়; বেদনাহীন উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত তরল মলত্যাগ ও পেট ঠোশ মারিয়া থাকা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং প্রায়ই দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম হওয়া; গুহ্য দ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, অত্যন্ত পিপাসা এবং রোগী বারম্বার অল্প পরিমাণে জলপান করে; রাত্রি যোগে, আহারের পর বা এক দিন অন্তর এক দিন রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিনা ৩, ৩০ বা ২০০ ডাঃ। শাদা ঘোলাটিয়া তরল ভেদ; নাসিকার অগ্রভাগ প্রায় সর্ব্বদাই চুলকায় বা সুড়্ সুড়্ করে; শাদা ঘোলাটিয়া অথবা ভিজা তরল গোদের ন্যায় মূত্রত্যাগ; ঘুম ভাল হয় না, যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদা বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে এবং ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; ঘুমের ঘোরে দাঁত দ্বারা কড়্মড়্ শব্দ করা ইত্যাদি অন্ত্রের মধ্যে ক্রিমির লক্ষণাদি থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমির পক্ষে টিউক্রিয়াম্, ১ম দশমিক ক্রমের আরোক, অধিক উপকারী।

কলোসিন্থ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। যাফ্রাঙ্গের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের, ফেণাযুক্ত অথবা তরল, চটচটিয়া জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও ঘনঘন বাহ্যের বেগ; অন্ত্রে পাথর চাপা দিয়া মোচড়াইলে যেরূপ হয়, পেটে সেরূপ বেদনা; হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে বেদনার উপশম হয়; মুখে তিক্ত স্বাদ; সামান্য আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ডাল্‌কেমেরা ৩ বা ৬ ডাঃ। হরিদ্রা বা সবুজের আভাযুক্ত, অথবা শাদাটিয়া জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেটকামড়ানী; নাভি প্রদেশে কামড়ানের ন্যায় বেদনা ও শ্লেষ্মা বমন; চর্ম্মে শুষ্ক ও উষ্ণানুভব; ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বায়ুতে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

ফেরাম্‌ মেটেলিকাম্‌ ৬ ডাঃ। উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণাবিশিষ্ট বেদনাহীন তরল ভেদ; মোচড়াইলে যেরূপ হয়, অন্ত্রের মধ্যে সেরূপ টাটানী; রোগী শিটা ও দুর্ব্বল হয়, কিন্তু তাহার ক্ষুধা বা রুচি স্বাভাবিকই থাকে; আহারের অনতিকাল বিলম্বেই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; সামান্য মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতে ও সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই রোগীর মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও টল্‌টলে হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

জেল্‌সিমিয়াম্‌ ১ বা ৩ ডাঃ। হঠাৎ মানসিক অবসন্নতা, ভয়, শোক, দুঃখ বা কোন প্রকারের কুসংবাদ পাইয়া উদরাময়; মল গাঢ় চায়ের কাতের ন্যায়, অথবা কাল্‌চে হরিদ্রা বর্ণ; রোগী সর্ব্বদাই নিস্তব্ধভাবে থাকিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

হিপার সাল্‌ফিউরিস্‌ ৬ ডাঃ। বেদনাহীন বা পুরাতন আকারের উদরাময়; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট ফিকা হরিদ্রা, সবুজ বর্ণের চট্‌চটিয়া তরল ভেদ; টক গন্ধযুক্ত তরল ভেদ; আহারের পর উদরাময়ের উপশম; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি উষ্ণ ও টক হইয়া বমন দ্বারা নির্গত হয়; পাকস্থলীতে অত্যন্ত পূর্ণবোধ যাহার দরুণ রোগী কোমরের কাপড় ঢল্‌ঢলে করিয়া দিতে বাধ্য হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

হায়োসায়েমাস ৩ বা ৬ ডাঃ। বেদনাহীন হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ; অচেতনতা ও অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভেদ; আন্ত্রিক জ্বর বা স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরই উদরাময় হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। ঘাসের ন্যায় সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ বা পচা বা টক গন্ধযুক্ত ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ ও পেট কামড়ানী; হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের অথবা ভিজা তরল

গোঁদের ন্যায় শ্লেষ্মা ভেদ; মুখমণ্ডল শিটা বা মলিন এবং হাত পা শীতল; দূষিত বায়ু জনিত শূল বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস.সলিউবিলিস ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। কাল্‌চে সবুজ চট্‌চটিয়া ফেণাযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত তরল ভেদ বা হাঁসের ডিমের কুসুম গোলার ন্যায় তরল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পর বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; পেটকামড়ানী; উদরে কর্ত্তনবৎ চিন্‌চিনে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা ও শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা; মুখে ঘা ও মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া; রাত্রিযোগে টক গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম; কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়; রাত্রিতে ও উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক সময় ৩ ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায় সেবনে, অধিক উপকার দর্শে।

ফস্ফরাস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। পুরাতন বেদনা বা যাতনা হীন উদরাময় যাহা প্রাতে বৃদ্ধি হয়; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট শাদা ছেকড়া ছেকড়া পদার্থ বা বাঁধা সাগুর ন্যায় তরল ভেদ; রোগী আস্তে আস্তে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; জলাদি পান করিলে জলাদি পাকস্থলীতে উষ্ণ হওয়া মাত্রই বমন; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ, বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে আহারের পর ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফস্ফরিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বেদনাহীন উদরাময়; জলবৎ তরল অথবা হরিদ্রার আভাযুক্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট তরল ভেদ; পেটে অত্যন্ত ঘড়্ ঘড়্ কল কল শব্দ হয়; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য এবং রোগী কিছুই চাহে না; বারম্বার জলের ন্যায় ফিকা রঙ্গ বিশিষ্ট মূত্রত্যাগ; রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম; উদরাময় সত্ত্বেও রোগী দুর্ব্বল হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বেদনাহীন উদরাময়; প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ ও মল কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে উহার নীচে রাঁধা আরারুট বা ভাতের মাড়ের ন্যায় তলানি পড়ে; দুর্গন্ধযুক্ত হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে জল থাকার ন্যায় কলকল শব্দ হয়; মল ত্যাগের সময় গুহ্য (হারিস) বাহির হইয়া পড়ে; কাঠবমী বা উকি উঠা; পায়ের পাতা, ডিম (থোড়া) ও উরুদেশে খিলধরা; সর্ব্বদাই প্রাতে, রাত্রিতে এবং গ্রীষ্মতে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। সবুজ বা হরিদ্রার আভাযুক্ত পিত্তের ন্যায় ভেদ; মলের অবস্থা সকল সময়ে এক রকম থাকে না; দাস্তের পূর্ব্বে অন্ত্রের মধ্যে ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ হওয়া এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা; রাত্রিতে, তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত আহার দ্রব্য বা ফলাদি খাইলেই উদরাময়ের বৃদ্ধি; আহারের পর মুখে তিক্ত স্বাদ; রোগী বিশুদ্ধ শীতল বাতাস সেবন করিতে চাহে, উষ্ণ ঘরে অসুখাদির বৃদ্ধি, উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ; জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত, মুখে স্বাদ থাকে না, পিপাসা থাকে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সিকেল্‌ কর্ণুটাম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। বেদনাহীন উদরাময়; কটা-বর্ণ জলবৎ তরল অথবা চট্‌চটিয়া তরল ভেদ; মল অতি শীঘ্র শীঘ্র ও অত্যন্ত বেগে মল দ্বার দিয়া নির্গত হয়; দাস্তের সময় ও উহার পর অত্যন্ত বল-ক্ষয় ও অবসন্নতা; কোন প্রকার চেষ্টা না করিলেও আপনা আপনি সহজে বমন হয়; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালানুভব; রোগী উত্তাপ ভাল বাসে না, অথবা সে গায় কাপড় রাখিতে চাহে না; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। সকল সময়ে মল এক প্রকার থাকে না; মল কখন হরিদ্রা, কখন কটার আভাযুক্ত সবুজ, কখন বা উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট; অতি প্রত্যুষে বেদনা বা যাতনা হীন উদরাময়, দাস্তের পূর্ব্বে অত্যন্ত কোঁথপাড়া বা বারম্বার বাহ্যের বেগ ও উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; মাথার ঠিক উপরিভাগে সর্ব্বদাই উষ্ণানুভব; তিক্ত বা টক স্বাদ বিশিষ্ট বমন; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং রাত্রিতে ঘুম হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। হামাদি কোন প্রকার স্ফোটক বসিয়া যাওয়ার পর উদরাময় হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বিরেট্রাম আল্‌বাম ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রচুর পরিমাণে কাল্‌চে বা সবুজের আভাযুক্ত বা প্রচুর পরিমাণে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় তরল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেটে কষ্টদায়ক চিন্‌চিনে বেদনা, দাস্তের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও পেটে খালি বোধ; কষ্টের দরুণ রোগীর কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়; প্রবল বমন ও বমন দ্বারা ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন;

অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পানের ইচ্ছা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। ডাক্তার বেল্ (Dr. Bell) বলেন যে, উদরাময় এবং ওলাউঠা রোগে পেটে বেদনা না থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। আমি এই ঔষধ দ্বারা ২১ বৎসর যাবত যত গুলি উদরাময় এবং ওলাউঠা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া সুফল পাইয়া আসিতেছি, তন্মধ্যে একটী রোগী-রও পেটে বেদনা দেখি নাই। নিউ ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ডাক্তার টি, এফ্, আলেন্, এম, ডি, (Dr T F Allen, M. D.) মহোদয়ও ইং ১৮৮৭ সনের নবেম্বর মাসের নর্থ আমেরিকান্ জার্নেল্ অব্ হোমিওপ্যাথি নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকার ৬০০ পৃষ্ঠায় আমার এই কথা নিঃসন্দেহে গ্রহনীয় বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

আর্নিকা মণ্টেনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। চট্‌চটিয়া আঠা বা টক গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ; মুখে তিক্ত বা পচা স্বাদ; উদ্‌গার উঠা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে পচা ডিমের স্বাদ; আহারে অরুচি; মুখে দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন প্রকারের আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর উদরাময়ের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বেঞ্জোয়িক আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। জলবৎ তরল বা ফিকা রঙ্গ বিশিষ্ট তরল ভেদ যাহা সাবান গোলার ন্যায় দেখায়; প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ; অত্যন্ত উগ্রগন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ যাহা প্রায়ই কাল্‌চে রঙ্গ বিশিষ্ট দেখায়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বলক্ষয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

গামি গাটি ৩ বা ৬ ডাঃ। হরিদ্রা বা সবুজ রঙ্গের শ্লেষ্মা মিশ্রিত তরল ভেদ; মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; দাস্তের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত বাহ্যের বেগ এবং উদরে গরম বোধ ও চিন্‌চিনে বেদনা; জল থাকিলে যেরূপ হয়, পেটের মধ্যে সেরূপ গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া; দাস্তের পর পেটের মধ্যে যাতনার বিশেষ হ্রাস হয়; মল গুহ্য দ্বার দিয়া সজোরে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

হেলিবোরাস্ নাইজার ৩ বা ৬ ডাঃ। গোঁদের ন্যায় শাদা শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যের প্রবল বেগ এবং কোঁথপাড়া; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উদরাময় অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে এবং রোগ

কঠিন আকার ধারণ করে, মস্তিষ্কের শোথ; সবুজ বা কাল পদার্থ বমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আয়োডিন্‌.৩ বা ৬ ডাঃ। পুরাতন আকারের উদরাময়ে বিশেষ উপকারী। ফেণাযুক্ত, শাদা তরল ভেদ, আহারের পর উদরাময় এবং অন্যান্য যাতনার উপশম; অস্থিরতা এবং বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করা; রোগী অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার ক্ষুধা বা রুচি স্বাভাবিকই থাকে। যক্ষ্মাকাশের সঙ্গে বা অন্ত্রক্ষয়ের (Tabes Mesenterica) সঙ্গে উদরাময় এবং গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ খালি পেটে খাওয়ান উচিত নহে।

যাট্রোফা কার্কাশ ৩ বা ৬ ডাঃ। প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ যাহাতে মল গুহ্যদ্বার দিয়া স্রোত বেগে নির্গত হয়; কলসি হইতে জল ঢালিলে যেরূপ হয়, দাস্তের সময় উদরের মধ্যে সেরূপ গড়্ গড়, কল কল শব্দ হয়, পিত্ত বা লালের ন্যায় পদার্থ বমন ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

লেপ্‌টেণ্ড্রা ৩ বা ৬ ডাঃ। কাল, আল্‌কাতারার ন্যায়, গোলা-নির ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ; দাস্তের পর নাভি প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা বা যাতনা; অপরাহ্ন ৪ টার সময় উদরাময় এবং অন্যান্য যাতনার বৃদ্ধি; জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া বা আর্দ্র বাতাস লাগিয়া উদরাময় হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ম্যাগ্‌নেসিয়া কার্ব্বোনিকা। শিশু বা ছোট বালক বালিকা-গণের টক গন্ধযুক্ত তরল ভেদ; মল বেঙ্গের বাস করা জলের ফেণার ন্যায়, সবুজ বর্ণের তরল বা চট্‌চটিয়া বা জলবৎ তরল ভেদ, দাস্তের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বা চিনচিনে বেদনা, টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; পায়ের পাতা হইতে ডিম পর্য্যন্ত শোথের ন্যায় স্ফীত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্‌ মস্কাটা ৩ বা ৬ ডাঃ। ডিমের কুসুমনী জল দিয়া ঘাঁটিলে যেরূপ হয়, সেরূপ হরিদ্রাবর্ণের তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; অক্ষুধা এবং অরুচি এবং সর্ব্বদা নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা; আহার বা পানের পর পেটে বেদনাদির বৃদ্ধি; জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহা ওষ্ঠের মধ্যে লাগিয়া থাকে; ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বায়ু এবং রাত্রিতে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

রাস্ টক্স্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। লাল বা হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং দাস্তের পর পেটে বেদনার উপশম; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অসাড়ে ভেদ; রাত্রিতে, বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর, এবং বিশ্রাম কালীন অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্ফিউরিক্ অ্যাসিড্ ৬ বা ১২ ডাঃ। বেদনাহীন পুরাতন আকারের উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা; যাফ্রাঙ্গের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা বা সবুজ জলবৎ তরল ভেদ, পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা এবং জড়তা বোধ; টক উদ্গার উঠা, সমুদয় শরীরেই কম্প বোধ অথচ শরীর কম্পন দৃষ্ট হয় না; মুখে ঘা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

থুজা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রচুর পরিমাণে মলিন বা ফিকা হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের সময় গুহ্যদ্বার দিয়া মল অতি প্রবল-বেগে নির্গত হয়; দাস্তের সময় পেটের মধ্যে কলসি হইতে জল নির্গত হওয়ার ন্যায় গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া, অতি শীঘ্র শীঘ্র নিস্তেজ ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়া; ইংরেজী টিকা দেওয়ার পর উদরাময়, প্রাতঃকালে এবং কাফি পানের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আলোজ ৩ বা ৬ ডাঃ। হরিদ্রা বর্ণের মল সংযুক্ত বা অতিরিক্ত পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ, অত্যন্ত প্রত্যুষে বাহ্যের এত বেগ হয় যে, উহার দরুণ রোগী বিছানা হইতে ছুটিয়া পায়খানায় যাইতে বাধ্য হয়; দাস্তের পূর্ব্বে বস্তিকোটরে বা সমুদয় উদর কোটর ব্যাপিয়া ভারি এবং পূর্ণ বোধ; দাস্তের সময় কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং গুহ্য ও গুহ্যদ্বারে গরম বোধ; বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যেরূপ হয়, পেটের মধ্যে সেরূপ গড় গড় বা কল কল শব্দ হয়; আহারের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ ৬ ডাঃ। সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ, বমনোদ্বেগ এবং উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা, কাঁচের ন্যায় শাদা শাদা চট্চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা বমন; রাত্রিতে, বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর এবং মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার পর অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্রোটন্ টিগ্লিয়াম্ ৬ ডাঃ। সবিরাম উদরাময় এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; মল হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ তরল, অথবা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ যাহা গুহ্য দ্বার দিয়া অত্যন্ত বেগে নির্গত হয়; আহারের সময় জল খাওয়ার পর উদরাময়ের বৃদ্ধি; কাঠ বমী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা; শূল বেদনা এবং নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনানুভব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আইরিস্ বার্সিকালার ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। সবুজ বর্ণের বেদনা-যুক্ত জলবৎ তরল ভেদ, রাত্রি ২ বা ৩ টার সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; দাস্তের পর গুহ্য এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালানুভব, নির্দ্দিষ্ট সময়ে উদরাময়; টক স্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখ গহ্বর এবং উহার পশ্চাৎ ভাগে জ্বালানুভব, বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

লাইকোপডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পুরাতন আকারের উদরাময়; কটাবর্ণ, ফিকা দুর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ, দাস্তের পূর্ব্বে গুহ্যে ঠাণ্ডা বোধ; সামান্য পরিমাণ আহার দ্রব্য উদরস্থ হইলেই পেট গলা সমান ভরিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; পেটে অত্যন্ত আঁটা বোধ, কোমরের কাপড় ঢল্‌ঢলে করিয়া দিলে যাহার উপশম হয়, মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানী পড়া; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৮ পর্য্যন্ত অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ। বারম্বার অল্প পরিমাণে চট্‌চটিয়া কটার আভাযুক্ত জলবৎ তরল শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের সময় এবং উহার পূর্ব্বে পেট কামড়ানী এবং ঘন ঘন কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ও দাস্তের পর পেট কামড়ানী ইত্যাদির উপশম; আম সংযুক্ত উদরাময়; প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি; বমনোদ্বেগ এবং তিক্ত বা টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; রাত্রি ২।৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গে, তৎপর ২।১ ঘণ্টা জাগিয়া থাকিয়া রোগী আবার প্রাতঃকালে ঘুমাইয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী আপনাকে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত এবং অসুস্থ মনে করে ও তদ্দরুণ বিছানা হইতে উঠিতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল রোগী মদ্য পানে অত্যাচার করে, কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য বারম্বার রেচক ঔষধ সেবন করে এবং বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিয়া পুস্তকাদি পাঠ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

রুম্ পাল্‌মেটাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। সবুজ বা কটাবর্ণ পচা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের টক গন্ধযুক্ত উদরাময়; দাস্তের সময় এবং উহার পূর্ব্বে পেট কামড়ানী এবং দাস্তের পর কোঁথপাড়া বা ঘন ঘন কষ্টদায়ক কোঁথ পাড়া; সমুদয় শরীরে টক গন্ধ যাহা স্নান করাইলে বা গা মুছাইয়া দিলেও দূরীভূত হয় না; পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, সম্মুখ পানে বাঁকা হইয়া হাঁটু দ্বারা পেটে চাপ দিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয়; খাওয়ার পর উদরাময়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। যদি ১।২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর দাস্ত হয়, তবে প্রত্যেক বার দাস্তের পর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগের উপশম হইতে আরম্ভ হইলে ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা অথবা প্রতিদিন ২।১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। তরুণ আকারের উদরাময়ে সাগু, আরারুট, বার্লি ইত্যাদি ব্যবস্থা। তরল ভেদে আরারুটই অপেক্ষাকৃত উপকারী। মল জলবৎ তরল না হইলে রোগীকে টাট্‌কা দুধ অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। সকল প্রকারের ফল নিষিদ্ধ। আবশ্যক হইলে মাগুর, কৈ ও ছোট রুই মাছের ঝোলও দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন উদরাময়ে রোগীর আহার দ্রব্যাদি পুষ্টিকর, বলকারক এবং সহজে পরিপাক পায় এরূপ হওয়া আবশ্যক। উদরাময় প্রবল আকার ধারণ করিলে রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখা উচিত। বহির্ব্বায়ুতে মৃদুভাবে চলিয়া বেড়ান, ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা শরীর মুছান, নিয়মিত সময়ে আহার করা এবং নিদ্রা যাওয়া এবং সকল প্রকারের মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তা পরিত্যাগ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। পেটে বেদনা থাকিলে উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া পেটের উপর সেক দিলে বেদনাদির বিশেষ উপশম হয়। পুরাতন আকারের উদরাময়ে ১ বৎসরের পুরাতন চাউল এক খানি নেকড়ার মধ্যে পুরিয়া সুসিদ্ধ করিয়া যে ভাত প্রস্তুত হয় তাহা রোগীকে খাইতে দিবে এবং ভাতের সঙ্গে কই, মাগুর, খলিশা, ছোট রুই বা কাতলা মাছের ঝোল অতি অল্প পরিমাণ মসলা দ্বারা রাঁধিয়া দিবে। কোন প্রকারের তরকারী রোগীকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। খুব তরল ভেদ না হইলে রোগীকে প্রতিদিন একবার করিয়া টাট্‌কা গরুর দুধও দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন আকারের উদরাময়ে সুবিধা হইলে পাঁঠার মাংস এবং কোন আপত্তি না থাকিলে মুরগীর ঝোল দেওয়া যাইতে পারে। পেটের

উপর একখানি ফ্লানেল কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখা এবং পেটে যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাসাদি না লাগিতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। রাত্রি জাগরণ ও মদ্যাদি পান রোগীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

আমাশয় বা ডিসেণ্টেরি (DYSENTERY.)

ইহাতে বৃহৎ অন্ত্রের (Large Intestines) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়। দুর্ব্বলতা, ক্ষুধা বা রুচি না থাকা, কখন শীত বোধ, কখন বা উষ্ণানুভব, পিপাসা, অন্ত্রে ক্ষণস্থায়ী বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ ও কখন কখন উদরাময়, তলপেটে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া সচরাচর রোগ আরম্ভ হয়। কখন কখন কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়াও ইহা রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে। পেট কামড়ায় এবং রোগী বারম্বার শ্লেষ্মা বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা মলত্যাগ করে। মলত্যাগের সময় পেট কামড়ায় ও বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালানুভূত হয়। আমাশয় দুই প্রকার (১) শ্বেতামাশয়। ইহাতে শাদা শ্লেষ্মা বা শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল ভেদ হয়। (২) রক্তামাশয়। ইহাতে শ্লেষ্মার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ছিট থাকে। শেষোক্ত প্রকারের আমাশয়ই এতদ্দেশে অধিক হইয়া থাকে এবং রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। আমাশয়ের মলে প্রথমতঃ মাংসের গন্ধের ন্যায় বমন উত্তেজক এক বিশেষ প্রকৃতির গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া যখন অন্ত্রের ঝিল্লী গুলি পচিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন মলে অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ হয়। বারম্বার বাহ্যের বেগ এবং বাহ্যে গেলে রোগী পায়খানা হইতে উঠিতে চাহে না ইত্যাদি এই রোগের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অন্ত্র চাপিলে উহাতে ভয়ানক বেদনার উদ্রেক হয় এবং দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেটে শূল বেদনার ন্যায় ভয়ানক বেদনার উদ্রেক হয়। আবার কোন কোন রোগীর পেটে অতি সামান্য বেদনা থাকে অথবা বেদনা একবারেই থাকে না। কিন্তু এ প্রকার ঘটনা অতি বিরল। কোন কোন রোগীর অতি সামান্য জ্বর, আবার কোন কোন রোগীর জ্বর অতি প্রবল হইয়া নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুতগামী হয়; অত্যন্ত পিপাসা এবং রোগী অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করে। কুচিকিৎসার দরুণই হউক, বা

অন্য যে কোন কারণেই হউক, রোগ অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিলে রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; নাড়ী দুর্ব্বল হয়; রোগীর মুখাকৃতি সঙ্কুচিত হয়; রোগী অনিচ্ছা পূর্ব্বক মলত্যাগ করে; বেদনাদি কমিয়া যায়; গায় শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম বাহির হয়; কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হয় না এবং অবসন্ন হইয়া রোগীব মৃত্যু হয়।

কারণ। অনেক সময় আমাশয় বহুব্যাপক রূপে প্রকাশ পায়। কোন কোন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত ইহাকে স্পর্শাক্রামক বলেন। আবার কোন কোন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত ইহাকে স্পর্শাক্রামক বলিয়া স্বীকার করেন না। আমাশয় রোগাক্রান্ত রোগীব মল মূত্র হইতে যে এক প্রকার বাষ্পবৎ বিষ নির্গত হয তাহা শরীবে প্রবেশ করিয়াও বোগ উৎপাদন কবিতে পারে। কাঁচা ফলাদি বা অস্বাস্থ্যকর শাক সবজী বা তরকারি বা যাহা সহজে পবিপাক পায না এরূপ আহাব বা পানীয দ্রব্যাদি উদরস্থ কবা; গায হিম ঠাণ্ডাদি লাগান; আর্দ্র বহির্বায়ুতে ও ভিজা মাটিতে শয়ন করা ইত্যাদি উদ্দীপক কারণ মধ্যে পরিগণিত। গ্রীষ্ম কালেব প্রথম ভাগ এবং বর্ষা কালের শেষ ভাগ ও শবৎ কালেই এই বোগ অধিক হইয়া থাকে, কাবণ, ঐ সময়ে দিবাতে গ্রীষ্ম ও রাত্রিতে শীত অনুভূত হয়। গ্রীষ্ম কালে পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেক শিশু বা ছোটবালক বালিকার আমাশয় হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা হওযার আশায যাহাবা ঘরের সিমেণ্ট কবা বা অন্য প্রকাবে ঠাণ্ডা মেজ্যাতে উপুড় হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শয়ন কবিয়া থাকে তাহাদিগেব মধ্যেই গ্রীষ্ম কালে আমাশয অধিক হইতে দেখা যায। এই প্রকাব আমাশয সাংঘাতিক না হইলেও অনেক সময় অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকে। এই প্রকাব আমাশয়েব কারণ স্থির করিয়া রিসিনাস কমিউনিস ৬ ডাঃ প্রতিদিন ৩ মাত্রা করিযা সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়!

এতদ্ভিন্ন আমাশয রোগেব উদ্দীপক কারণ সম্বন্ধে নিদানতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওযা যায। কেহ কেহ বলেন যে (১) মেলেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বোগ উৎপন্ন হয। (২) প্রথমতঃ উক্ত বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বোগ উৎপন্ন হয বটে; কিন্তু এক ব্যক্তি হইতে বিশেষ প্রকৃতিব বিষ বা স্পেসিফিক্ পয়জন (Specific Poison) দ্বাবা ইহা অন্য লোককে আক্রমণ কবিতে পাবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আমাশয় আক্রান্ত রোগীর কেবল মল পানীয় জলে মিশ্রিত হইয়া মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট

হইয়া রোগ উৎপাদন করে। আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, আমাশয়াক্রান্ত রোগীর মল মূত্র হইতে যে এক প্রকারের বাষ্পবৎ বিষ বহির্গত হয় তাহা দ্বারাই রোগ বিস্তৃত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে এক বিশেষ প্রকারের কীটানুজ (যাহাকে স্পেসেল্ মাইক্রোকোকাই,—Special-Micrococci) বলে শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। (৩) আবার কেহ কেহ বলেন উক্ত কারণ ব্যতীতও হিম ঠাণ্ডা লাগা, বিশেষতঃ রাত্রি কালের শীত ও শিশির, অন্যায় আহার বা অনাহার, অতিরিক্ত পরিমাণে লোনা মাচ বা মাংস খাওয়া, অপরিস্কৃত জল বা মদ্যাদি পান, অতিরিক্ত খাওয়া অথবা টক ফলাদি খাওয়া ইত্যাদি যে সকল কারণে অন্ত্রে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং উহা প্রদাহযুক্ত হয়, তদ্দ্বারাও আমাশয় রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যাঁহারা রোগটীকে এক বিশেষ বিষোৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহারা বলেন যে, উল্লিখিত কারণ গুলি রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। তবে ইহা সম্ভব যে উল্লিখিত কারণ গুলি স্পোরেডিক্ (Sporadic) আকারের রোগ উৎপাদন করিতে পারে। অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী এবং রোগ বিস্তারের কারণ ব্যতীতও যে ঋতুতে দিবাতে গরম থাকে ও রাত্রিতে শীত হয়, সে ঋতু, সংকীর্ণ স্থানে অনেক লোকের বাস এবং ময়লাদির দুর্গন্ধ, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব এবং গলিত মৃতদেহ বা উদ্ভিদ্ পদার্থের বাষ্পবৎ বিষ সেবন এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার পালাজ্বর, স্বল্প বিরাম জ্বর, স্কার্ব্বি (Scurvy), পৌন পৌনিক জ্বর (Relapsing fever), ওলাউঠা, বা গরমীর ব্যারামের উপসর্গ বা পরবর্ত্তী পীড়া স্বরূপ আমাশয় প্রকাশ পাইতে পারে। অনেক কাল ধরিয়া গ্রীষ্ম ভোগও আমাশয়ের একটী পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

অধিক পরিমাণে রক্ত পড়া; অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া মলের সঙ্গে বাহির হওয়া; অত্যন্ত বলক্ষয়; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী; শরীর শীতল এবং চটচটিয়া ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত; মুখমণ্ডল মলিন বা নীলের আভাযুক্ত; কপাল এবং গ্রীবাদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হওয়া; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত হইয়া গুহ্য দ্বার সর্ব্বদা খোলা থাকা এবং অনবরত অসাড়ে ভেদ হওয়া, অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis); ওলাউঠার ন্যায় বমন ও খিল ধরা; হিক্কা, প্রলাপ, আক্ষেপ (Convulsions) এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি কতক গুলি কুলক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৬ ডাঃ। আমাশয় একটী প্রদাহ জনিত রোগ বিশেষ এবং একোনাইট প্রদাহ নিবারণ পক্ষে একটী প্রধান ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অতএব রোগের প্রারম্ভে এই ঔষধ সেবন করিলে রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে না অথবা রোগ ইহাতেই সারিয়া যায়। রোগের প্রারম্ভে রোগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে হইলে চিকিৎসকের একোনাইটের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। বারম্বার অল্প পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত চটচটিয়া শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের সময় উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলেই মাথা ঘোরা, সমুদয় শরীরেই শুষ্কউষ্ণানুভব; অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা; মনের উদ্বেগ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। রোগের প্রারম্ভে উদরাময়ের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। পেটে বেদনা ও ভারি বোধ এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বা সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের চটচটিয়া শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে বারম্বার বাহের বেগ, দাস্তের সময় ও উহার পর অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া যাহার দরুণ রোগী পায়খানা হইতে উঠিতে চাহে না; পেটে চিন্‌চিনে বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; শীত বোধ, মলত্যাগের সময় গুহ্য (হারিস) বাহির হয়; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে জল পানের ইচ্ছা; রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম কপালেই অধিক হয়, ঘর্ম্মের দরুণ রোগী কোনও উপশম অনুভব করে না; রাত্রিতে, ভিজা বা আর্দ্র বায়ু বা বৃষ্টির দিনে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শ্লেষ্মা বা মল সংযুক্ত শ্লেষ্মা ও রক্ত সংযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ; কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ডাক্তার বেহার (Dr. Bæhr) বলেন যে, মলে রক্ত থাকুক আর না থাকুক, শ্লেষ্মার সঙ্গে স্বাভাবিক মল এবং কোঁথপাড়া থাকিলেই এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক সময় মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৩ দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন চিকিৎসক মার্কিউরিয়াস বাইবাস ব্যবহার করিয়া অধিক উপকার পাইয়া থাকেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাস ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। রক্তামাশয়ের পক্ষে ইহা এক অব্যর্থ ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। বারম্বার অল্প পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কেবল রক্ত অথবা অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গলিতাংশ বিশিষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, দাস্তের সময় ও উহার পর ক্রমাগত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ও পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ ও পেটকামড়ানী, অথচ বেগ দিলে কখন সামান্য পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, কখন বা কিছুই নির্গত হয় না; গুহ্যে প্রখর বেদনা যাহা মলত্যাগের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্তও ব্যাপিয়া থাকে; নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, জিহ্বা লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত; পেট ঢোঁশ মারিয়া থাকে এবং চাপিলে বেদনাযুক্ত হয়; নড়াচড়াতে পেট কামড়ানী ও বাহ্যের বেগ বৃদ্ধি হয়; মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাবরোধ বা মূত্র পরিমাণে অল্প এবং মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালানুভব ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অল্প পরিমাণে কেবল শ্লেষ্মা বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; মূত্রত্যাগে কষ্ট বা জ্বালা বোধ; তলপেটে ভারি বোধ, মূত্রাল্পতা ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যদি এই ঔষধ দ্বারা অন্যান্য লক্ষণ কমিয়া যাইয়া কেবল পেটকামড়ানী ও কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া বর্ত্তমান থাকে, তবে লক্ষণ বিশেষে আর্ণিকা ৬ ডাঃ, বা কলোসিন্থ ৬ ডাঃ কএক মাত্রা সেবনেই উক্ত উপদ্রব গুলি সারিয়া যায়। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত রক্তামাশয়ে একটী ৬।৭ বৎসর বয়স্কা বালিকার চিকিৎসায় মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাসের ২০০ ক্রমের ১ মাত্রা সেবন করাইয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় মার্কিউরিয়াস করোসাইবাসের ৩য় বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মলিন বা কাল্‌চে রক্ত মিশ্রিত পচা দুর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ; অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভেদ; দাস্তের সময় কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ও গুহ্য দ্বারে জ্বালা, মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা ও মৃত্যুভয়; অত্যন্ত পিপাসা এবং বারম্বার জলপান, কিন্তু রোগী একবারে অতি সামান্য পরিমাণ জলপান করে; অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ও জীবনী শক্তির হ্রাস; রাত্রিতে অথবা আহার বা পানের পর রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। সাংঘাতিক আকারের আমাশয়ের চরমাবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ব্যাপ্‌টিসিয়া ১ বা ৩ ডাঃ। অল্প পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা

ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে নাভির নিম্ন প্রদেশে শূল বেদনার ন্যায় ভয়ানক প্রখর বেদনা; মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; শীত বোধ ও সমুদয় শরীরে টাটানি; মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। কখন কখন ইহার মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। সবুজের আভাযুক্ত, রক্ত মিশ্রিত চট্‌চটিয়া আঠা মল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পর অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; পেটে আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ দূরীভূত হয়; নিশ্বাস বন্ধ করিলে বেদনার উপশম; উদর উষ্ণ ও চাপিলে বেদনাযুক্ত হয়; ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা; মুখ গহ্বর, ওষ্ঠ ও গলার মধ্য অত্যন্ত শুষ্ক; সামান্য পিপাসা, অথবা পিপাসা একবারেই থাকে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে অথবা উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইতে না হইতেই শীতল জলাদি পান করিয়া রোগ উৎপন্ন হইলে, রক্ত সংযুক্ত তরল ভেদ ও ভেদের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; বিছানায় সোজা হইয়া বসিলেই বমন বা বমনোদ্বেগ হয়; রোগী স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে; অনেকক্ষণ পর অধিক পরিমাণে জলাদি পান; প্রাতঃকালে ও নড়া চড়াতে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যান্থারিস ৩ বা ৬ ডাঃ। শাদাটীয়া বা অন্ত্র চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, সে প্রকার মলিন, ফিকা লালবর্ণ বা পচা পদ্দাবিশিষ্ট মল ভেদ; কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ও গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও হুলফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু অতি কম পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় এবং মূত্রনালীতে অত্যন্ত জ্বালানুভূত হয়; প্রবল জ্বর; মুখগহ্বরে অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণানুভব; হয় অত্যন্ত প্রবল পিপাসা, নতুবা পিপাসা একবারেই থাকে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। বারম্বার অল্প পরিমাণে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত সবুজ বা শাদা শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেট কামড়ানী; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং তাহাকে কোন ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে অভদ্রের ন্যায় উত্তর দেয়; রোগী শিশু হইলে সে

অত্যন্ত কাঁদে বা খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ; এক গাল উষ্ণ ও লালবর্ণ, এবং অপর গাল মলিন ও শীতল ; রোগের প্রথমাবস্থায় ও শিশুগণের দাঁত উঠাব সময় রক্তামাশয়ের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী দুর্ব্বল হইলে অথবা যদি পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে ; হরিদ্রা বা ফিকা মেটে মাটির রঙ্গ বিশিষ্ট পচা দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটকামড়ানী, হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় ; রাত্রিতে ও আহারের পর রোগের বৃদ্ধি ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও দুর্ব্বলতাকারক ঘর্ম্ম ; এক দিন অন্তর এক দিন রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

কল্‌চিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। ভিজা গোঁদের ন্যায় রক্ত ও সরের ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং পেটকামড়ানী ; বেদনাহীনভেদ ; দাস্তের সময় গুহ্য দ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের আক্ষেপ ও পৃষ্ঠদেশের কম্পন ; পায়ের পাতায় শোথ, মল কালচে কটাবর্ণ ও পরিমাণে অল্প ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শরতকালীন আমাশয়ের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আরোকও ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। কেবল রক্ত অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ, অত্যন্ত বাহ্যের বেগ, পেট কামড়ানী ও নাভি প্রদেশে খেঁচনী ; অত্যন্ত বমনোদ্বেগ বা বমন ; সকল প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি, কাঁচা টক ফলাদি খাইয়া রোগ উৎপন্ন হওয়া ; পিপাসা থাকে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ও কখন কখন স্বাভাবিক মল মিশ্রিত তরল ভেদ ; দাস্তের পূর্ব্বে বারম্বার বাহ্যের বেগ, পৃষ্ঠ দেশে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ন্যায় টন্‌টনানী ; দাস্তের সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ও অন্ত্রের নিম্ন ভাগে ভয়ানক কর্ত্তনবৎ বেদনা ও বমনের ইচ্ছা, দাস্তের পর সমুদয় যন্ত্রণাদির উপশম হয় ; প্রাতে লক্ষণাদির বৃদ্ধি ; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সে সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভাল বাসে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। যাহারা মদ্য পানে অত্যাচার করে এবং কোষ্ঠ

পরিষ্কার কবার জন্য সর্ব্বদা রেচক ঔষধ সেবন করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রক্ত মিশ্রিত সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা অথবা ভিজা গোঁদের ন্যায় বেদনাহীন ভেদ; রোগেব অত্যন্ত সামান্য যন্ত্রণাই থাকে, অথবা যন্ত্রণাদি একেবারেই থাকে না; দাস্তের সময় ও উহার পর গুহ্য (হারিস) বাহিব হইয়া পড়ে; শিশুগণ বালিশের উপর মাথা বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুরায়; কাঠ বমি বা উকি উঠা; প্রাতে, রাত্রিতে ও শিশুগণের দাঁত উঠাব সময় রোগের বৃদ্ধি, পেটে ভয়ানক কলকল শব্দ হওয়া ইত্যাদি এই ঔষধেব লক্ষণ।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। বক্ত চিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে গড় গড় কলকল শব্দ হওয়া ও পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা; দাস্তের সময় শীত বোধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; জিহ্বা গাড হরিদ্রার লেপযুক্ত; মুখে তিক্ত স্বাদ; পিপাসা একেবারেই থাকে না; সন্ধ্যার সময় ও বাত্রিতে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

রাস্‌টক্স্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। লাল্‌চে শ্লেষ্মা বা ভিজা গোঁদের ন্যায় পদার্থ ভেদ; দাস্তের সময় ও উহাব পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; প্রত্যেকবার দাস্তের সময় উদরের বেদনা যেন উরু দেশ ও পা দিয়া নীচের দিকে নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; দাস্তের পর অথবা চলিয়া বেড়াইলে বেদনাদির উপশম হয়; জল বৃষ্টিতে শরীর ভিজিয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। সবুজ বর্ণেব অথবা বক্ত চিহ্নবিশিষ্ট শ্লেষ্মা ভেদ; মলের অবস্থা সকল সময় এক প্রকার থাকে না; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা; দাস্তেব পর কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; পেট অত্যন্ত টাটায়; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইযা পড়ে; কোন প্রকারের স্ফোটক রোগ রুদ্ধ হইয়া বা বসিয়া যাইয়া আমাশয় হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ক্ষীণকায় বিশিষ্ট রোগী যাহাবা মাথা হেট কবিয়া উপুড় হইয়া চলে এবং তাহাদিগের যদি অর্শ রোগ থাকে, তবে এই ঔষধ আবো উপকারী।

আলোজ্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। ভিজা গোঁদের ন্যায় রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে বস্তি কোটরে পূর্ণ এবং ভারি বোধ এবং নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনানুভব; দাস্তের সময কষ্ট দায়ক কোঁথপাড়া এবং গুহ্যে

জ্বালানুভব, বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যেরূপ হয়, পেটে সেরূপ গড় গড় কলকল শব্দ হওয়া; গুহ্য দ্বারে বৃহৎ আকারের অর্শের বলি থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কখন কখন এই ঔষধের ২০০ ডাঃ, $\frac{1}{8}$ ফোঁটা মাত্রায় অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকারী।

ক্যাপ্‌সিকাম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কাল্‌চে রক্ত চিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পর কোঁথপাড়া এবং পিপাসা, কিন্তু জল পান করিলেই শরীর কাঁপে; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা; পেট এত ফাঁপে যে উহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার পেট ফাটিয়া যাইবে; পৃষ্ঠ-দেশে ঠাণ্ডা বোধ; মুখে পচা জলের স্বাদ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ভয়ানক পচা দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; অসাড়ে ভেদ; অত্যন্ত বলক্ষয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অথচ গা জ্বালার দরুণ রোগী সর্ব্বদা বাতাসে থাকিতে চাহে এবং পাখা দিয়া সর্ব্বদা বাতাস দিতে বলে; মাথায় গরম বোধ এবং হাত পায় ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়; পেট ফাঁপিয়া উঠে; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর; বুকে আঁটা বোধ; নাড়ী ক্ষুদ্র বা লুপ্ত প্রায়; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; গায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ; চক্ষু বসিয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। সাংঘাতিক আকারের আমাশয় রোগের চরমাবস্থায় এবং রোগ কোন প্রকার কঠিন তরুণ রোগের পর হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

নাইট্রিক্‌ আসিড্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। প্রচুর পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে কসিয়া ধরার ন্যায় পেট কামড়ানী; দাস্তের সময় কোঁথপাড়া এবং গুহ্য দ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচন; দাস্তের পর অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনাদি ব্যাপিয়া থাকে যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; মুখের মধ্যে বিস্তৃত হওন শীল ক্ষত এবং তদ্দরুণ মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। পারার অপব্যবহারের পর আমা-শয়ের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ফস্ফরাস্‌ ৬ বা ৩০ ডাঃ। সবুজ বর্ণের রক্ত মিশ্রিত চট্‌চটিয়া পদার্থ ভেদ; পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, গুহ্যদ্বার সেরূপ সর্ব্বদা খোলা থাকে; প্রাতঃকালে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে লক্ষণাদির বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জলাদি পানের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু জলাদি পান করিলে পাকস্থলীতে

যাইয়া উষ্ণ হইলেই উহা বমন দ্বারা উঠিয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আমাশয় রোগে রিসিনাস্ কমিউনিস ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঔষধের মাত্রা। যে পর্য্যন্ত রোগের উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগের উপশম আরম্ভ হইলে প্রতি দিন ঔষধের ২।৩ মাত্রা দেওয়া যাইতে পারে।

আনুষঙ্গিক উপায়। সাগু, বার্লি ও অর্দ্ধ পুরাতন চাউলের মণ্ড করিয়া টাট্‌কা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। সাংঘাতিক আমাশয়ে যখন রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন রোগীকে অল্প পরিমাণে কেবল টাট্‌কা দুধ ব্যবস্থা দিবে। কাঁচা বেল পোড়াইয়া উহার সর্ব্বৎ করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। কচি বেল সিদ্ধ করিয়া উহার কাত রোগীকে খাইতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। যে পর্য্যন্ত মল স্বাভাবিক না হয় সে পর্য্যন্ত রোগীকে কোন প্রকারের কঠিন পদার্থ উদরস্থ করিতে দিবে না। মল স্বাভাবিক হইলে ভাত, মৎস্য বা মাংসের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে। মল স্বাভাবিক হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত আহারাদির কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা উচিত; নতুবা রোগের পুনরাক্রমণ হইতে পারে বা রোগ পুরাতন আকারে পরিণত হইতে পারে।

ওলাউঠা বা কলারা (CHOLERA)

পুরাবৃত্ত। পূর্ব্বকালেও ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন স্থানে এই ভয়ানক, প্রাণনাশক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে ইহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত নোয়ালী ডাঙ্গা (নলডাঙ্গা) নামক গ্রামে কোন এক ব্যাপার উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ঐ সকল লোকের মধ্যে এই ভয়ানক ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং ক্রমে কৃষ্ণনগর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পাবনা প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ করিয়া ঐ বৎসরই সিন্দুনদীর তীরে হেষ্টিং

সাহেবের শিবিরে ৫ দিবসের মধ্যে ৫,০০০ লোকের প্রাণনাশ করে। এই রোগ বঙ্গদেশে আরম্ভ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই সিংহল, মারীচ, সুমাত্রা দ্বীপ, চীনদেশে ও পারস্যদেশে এবং ক্রমে ইউরোপে গমন করিয়া, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রুসিয়ার অনেক স্থানে ও ইংলণ্ডে এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা খণ্ডের কুউবেক নগরে উপস্থিত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রোম রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অধিক সংখ্যক লোকের প্রাণনাশ করে। ১৮৪৮।৪৯ এবং ১৮৫৩।৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের অনেক স্থানে মহামারী (Epidemic) রূপে প্রকাশ পাইয়া ইহা বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। আসিয়া খণ্ডে এই ব্যাধির উৎপত্তি বলিয়াই বোধ হয় ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা ইহাকে এসিয়াটিক্ কলারা (Asiatic Cholera), অর্থাৎ আসিয়া দেশীয় ওলাউঠা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

নির্ব্বাচন। ওঠাউঠা শব্দে ভেদ ও বমন বুঝায়। ওলাউঠা এক প্রকার সাংঘাতিক ও প্রাণনাশক বহুব্যাপক (Epidemic) রোগ বিশেষ। ইহা কখন কখন দৈশিক (Endemic) হইয়া থাকে। প্রকৃত ওলাউঠার প্রকাশ্য অবস্থায় (অর্থাৎ যখন চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন হইয়া থাকে) ভেদ ও বমনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া, শরীর অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ও ৬ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। অথবা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর বিকারের লক্ষণাদি নানা প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া রোগের হ্রাস, অথবা রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

এই ব্যাধিকে লক্ষণ বিশেষে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সামান্য ওলাউঠা বা সিম্পেল কলারা (Simple Cholera), (২) সাংঘাতিক ওলাউঠা বা ম্যালিগ্‌নেণ্ট্ কলারা (Malignant Cholera)। ২য় প্রকারের ওলাউঠাকেই প্রকৃত এসিয়াটিক্ কলারা (Asiatic Cholera) বলিয়া থাকে। এই দুই প্রকার ওলাউঠাকে নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলি দ্বারা সহজে প্রভেদ করা যাইতে পারে। আবার ইহাও মনে রাখা উচিত যে, আক্রমণের সময় দৃষ্টতঃ সামান্য ওলাউঠার লক্ষণ গুলি পশ্চাৎ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে এবং দৃষ্টতঃ সাংঘাতিক ওলাউঠার লক্ষণ গুলিও পশ্চাৎ সামান্য ওলাউঠার লক্ষণের আকার ধারণ করে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামান্য ওলাউঠা।	সাংঘাতিক ওলাউঠা।
(১) ইহা রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে।	(১) ইহাতে প্রথমতঃ উদরাময় হয়, কিন্তু উদরে বেদনা থাকে না।
(২) ইহা সচরাচর অযোগ্য আহার দ্বারাই উৎপন্ন হয়।	(২) ইহা অযোগ্য আহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না।
(৩) ইহাতে উদরে প্রথমতঃ শূল (Colic) বেদনার ন্যায় বেদনা হয়।	(৩) ইহাতে অন্যরূপ বেদনা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে প্রথমতঃ উরুদেশের নিম্নভাগে চর্ব্বনবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।
(৪) ইহাতে যে পরিমাণে ভেদ ও বমন হয় সে পরিমাণে বল হ্রাস হইতে দেখা যায় না।	(৪) ইহাতে ভেদ ও বমন যে পরিমাণে হয় তদপেক্ষা সহসা শরীরের বলক্ষয় ও নিস্তেজতা অধিক পরিমাণে হইতে দেখা যায়।
(৫) ইহাতে চর্ম্মের উষ্ণতা হঠাৎ না কমিয়া, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আইসে।	(৫) ইহাতে চর্ম্মের স্বাভাবিক উত্তাপ শীঘ্র শীঘ্রই হ্রাস হয়।
(৬) যৌগিক তাপমান যন্ত্র (Clinical Thermometer) দ্বারা শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাতে শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা অপেক্ষা অধিক উষ্ণতা কখনও অনুভূত হয় না।	(৬) যৌগিক তাপমানযন্ত্র (Clinical Thermometer) মুখ মধ্যে অথবা মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলে, শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপ জ্বরের উত্তাপ অপেক্ষাও অধিক বলিয়া অনুভূত হয়।
(৭) ইহাতে মলে প্রথমতঃ অধিক পরিমাণে পিত্ত থাকে, এবং পেটে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা হইয়া থাকে; কিন্তু রোগের শেষ ভাগে, মলে পিত্তের লেশ মাত্রও দেখা যায় না।	(৭) ইহাতে প্রথম হইতেই চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হইয়া থাকে।
(৮) ইহাতে প্রথমতঃ পেটে খিল (Spasm) ধরিয়া থাকে; কিন্তু শরীরের ঊর্দ্ধাংশে কখনও খিল ধরিতে দেখা যায় না।	(৮) ইহাতে প্রথমতঃ হাত পায়ের অঙ্গুলিতে খিল (Spasm) ধরিয়া ক্রমে সমুদয় হাত ও পায়ে খিল ধরে।
(৯) ইহাতে রোগীর শরীর অধিক মলিন হইতে দেখা যায় না।	(৯) ইহাতে প্রথমতঃ শিরার মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয়, পরে নখের মূল নীলবর্ণ হইয়া ক্রমে জিহ্বা, ওষ্ঠ, হাত, পা ইত্যাদি সমুদয় শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়।
(১০) ইহাতে প্রস্রাবে আল্‌বুমিন (Albumin) থাকে না।	(১০) ইহাতে প্রস্রাবে আল্‌বুমিন্ (Albumin) থাকে।

শুষ্ক ওলাউঠা। উল্লিখিত দুই প্রকার ওলাউঠা ভিন্ন অন্য এক প্রকার ওলাউঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে শুষ্ক ওলাউঠা বা ড্রাই কলারা (Dry-Cholera) বলে। ইহাতে ভেদ ও বমন না হইয়া ওলাউঠার অন্যান্য লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই প্রকার ওলাউঠা অত্যন্ত সাংঘাতিক।

কারণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। অপবিষ্কার, দুর্গন্ধময় এবং বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন শূন্য স্থানে বাস; পেটে অপাক জন্মায়, এরূপ দ্রব্যাদি আহার; অপরিষ্কার জল পান; অপরিমিত আহার, অনিদ্রা; মদ্যপান; অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রম; পূর্ব্ব পীড়াজনিত শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অত্যন্ত গ্রীষ্ম; বহির্বায়ুর উত্তাপের অতিরিক্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার আর্দ্রতা ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উদ্দীপক কারণ। এই রোগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু শরীরে কোন প্রকার বিষ প্রবেশ করিয়া যে এই রোগ উৎপাদন করে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এই বিষ কিরূপে উৎপন্ন হয় ও ইহার প্রকৃতিই বা কি, তাহা এপর্য্যন্ত কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। রাত্রির শেষ ভাগের সঙ্গে উক্ত বিষের নৈকট্য সম্বন্ধ আছে এরূপ বোধ হয়; কারণ, ওলাউঠাক্রান্ত যত রোগী দেখা যায়, তাহাদিগের রোগাক্রমণের প্রথা অনুসন্ধান করিয়া ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রোগের আক্রমণ রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে প্রাতে ৫।৭ ঘটিকা পর্য্যন্তই অধিক হইয়া থাকে; এবং এই সময়ের মধ্যে যে সকল রোগী ওলাউঠা দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহাদিগের মধ্যেই মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অজীর্ণ যে এই রোগের একটী বিশেষ কারণ মধ্যে পরিগণিত সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ অতি কম। উদরে কৃমি থাকা ওলাউঠার একটী বিশেষ কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর (ইং ১৮৯৩ সনের) মাসে যে ঢাকা নগরে ওলাউঠার এক ভয়ানক মহামারি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমি এমন ২।৪টী রোগী দেখিতে পাই নাই যাহার গলা কিম্বা গুহ্য-দ্বার দিয়া ২।৪।১০টী লম্বা গোল কৃমি পড়ে নাই; এবং এই সকল রোগীর চিকিৎসায় আমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কৃমির দরুণ এই সকল রোগীর প্রতিক্রিয়া ও আরোগ্য অতি বিলম্বে হইয়াছিল।

লক্ষণ। লক্ষণ বিশেষে এই ব্যাধির ভোগ কাল চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) আক্রমণাবস্থা বা ষ্টেইজ্ অব্ ইন্‌বেশন্ (Stage of Invasion.)।

(২) সম্পূর্ণ বিকাশ বা বর্দ্ধমানাবস্থা বা ষ্টেইজ্ অব্ ডিবেলাপ্‌মেণ্ট্ (Stage of Development.)।

(৩) চরম বা পতনাবস্থা বা ষ্টেইজ্ অব্ কোলাপ্‌স্ (Stage of Collapse.)।

(৪) প্রতিক্রিয়ার অবস্থা বা ষ্টেইজ্ অব্ রিএকৃশন্ (Stage of Reaction.)।

১। আক্রমণাবস্থা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শরীরে কোন প্রকার বিষ প্রবেশ করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই বিষ শরীরে যে দিবস প্রবেশ করে, সেই দিবস হইতেই হউক, অথবা উহার এক সপ্তাহের মধ্যবর্ত্তী কালেই হউক, অল্প অল্প উদরাময় হইতে থাকে। রোগী দিবা রাত্রিতে ৫।৬ বার, কখন বা বর্ণহীন, কখন বা অল্প অল্প পিত্তযুক্ত, জলবৎ মলত্যাগ করিয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত বলেন যে, রোগের এই অবস্থাতে রোগীর শ্রান্তি বোধ, কর্ণে এক প্রকার দম্ দম্ শব্দ অনুভব, প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

২। সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থা। এই অবস্থাতে রোগের প্রখরতা বা অপ্রখরতা অনুসারে, ঘন ঘন বা বিলম্ব বিলম্বে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। ওলাউঠা রোগে হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদও হইতে দেখা যায়। এই প্রকার ভেদ সচরাচর আর্সিনিক নামক বিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার ভেদ হইলে আর্সিনিক বিশেষ উপকারী। উদরে বেদনা ও জ্বালা বোধ, অত্যন্ত পিপাসা, শরীর বিবর্ণ ও সমুদয় শরীর শীতল ও মস্তক শীতল ঘর্ম্মে আবৃত হইতে থাকে। ক্রমে চক্ষু বসিয়া যায় ও উহা নীলবর্ণ রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম হয়, মূত্রাবরোধ হয়, হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে খিল ধরে (Spasm)। রোগের উপশম হইলে, এই অবস্থা ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া, ক্রমে মল পিত্তযুক্ত—হরিদ্রা কি সবুজ বর্ণ হয়; এবং উল্লিখিত অন্যান্য লক্ষণগুলি হ্রাস হইয়া, রোগী অবিলম্বে আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু সচরাচর এই অবস্থার পর রোগীর শরীর অধিক শীতল হইয়া রক্ত সঞ্চালন কম হয়; রোগীর মুখমণ্ডল অধিক মলিন হয়, এবং নাড়ী

একবারে ডুবিয়া যাইয়া রোগী চরমাবস্থায় পতিত হয়। এই অবস্থা ১২ ঘণ্টার অধিক অবস্থিতি করিলে, প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায় না।

৩। **চরম বা পতনাবস্থা।** রোগের এই অবস্থাই প্রকৃত ওলাউঠা। এই অবস্থাতেই রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় প্রথমতঃ অধিক পরিমাণে ভেদ ও বমন হইয়া থাকে; কিন্তু শীঘ্রই ভেদের পরিমাণ কমিয়া আইসে। পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পিপাসার সঙ্গে সঙ্গেই বমন এত বৃদ্ধি পায় যে, জল অথবা কোন প্রকার জলীয় পদার্থ পান করা মাত্রই, রোগী তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিয়া দিয়া, অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং রোগের অন্যান্য লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পায়। নাড়ী ডুবিয়া যায়,—এমন কি, ব্রেকিয়াল্ (Brachial) অথবা এক্‌জিলেরী (Axillary) নাড়ীও অনুভূত হয় না। আবার মৃত্যু পর্য্যন্ত নাড়ী লুপ্ত হয় না এরূপও অনেক রোগীর চিকিৎসায় দেখিয়াছি। জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, শরীর বরফবৎ শীতল হয়, সমুদয় শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ মলিন ও নীল বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। জলে ভিজাইলে যেরূপ হয়, হস্ত পদাদির অঙ্গুলির চর্ম্ম সেইরূপ কোঁকড়া হইয়া থাকে। চক্ষু বসিয়া যায় ও উহার স্বাভাবিক জ্যোতির হ্রাস হয়। রোগীর স্বর ভঙ্গ হয়, ও সে কথা বলিলে অপরে শুনিতে অথবা বুঝিতে পারে না। কখন কখন রোগীর মুখমণ্ডল ও গ্রীবা দেশে বিন্দু বিন্দু ধর্ম্ম হইয়া থাকে। শরীরে জ্বালা থাকার দরুণ রোগী তাহার গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয় এবং বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে। এই অবস্থাতে রোগী কখন বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক অল্প অল্প মলত্যাগ করে, অথবা দাস্ত বদ্ধ হইয়া তাহার পেট ফাঁপে এবং তদ্দরুণ শ্বাস কষ্ট হয়। পেট ফাঁপা ওলাউঠা রোগের একটী বিশেষ সাংঘাতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। এই লক্ষণটী প্রকাশ পাইলে রোগীর প্রাণের আশা অতি কমই থাকে। এই সময় রোগী এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, সে পাশ ফিরিতেও অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হইতে দেখা যায় না। পিপাসা থাকে বটে; কিন্তু জলপান করা মাত্রই বমন দ্বারা জল উঠিয়া পড়ে। এই অবস্থা প্রায় ৪ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। তৎপর ভেদ ও বমন বন্ধ হয়, এবং রোগী কতকক্ষণ নিস্তেজ ভাবে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু অনেক সময় রোগী ১০।১২ ঘণ্টা চরমাবস্থায় থাকিয়া সাধারণতঃ ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্যলাভ করে, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী

আরাম হওয়ার হইলে, উল্লিখিত লক্ষণগুলি ক্রমে কমিয়া যাইয়া, প্রতিক্রিয়ার অবস্থা (Stage of Reaction) আরম্ভ হয়।

৪। **প্রতিক্রিয়ার অবস্থা।** প্রথমতঃ মণিবন্ধে (Wrist) নাড়ী অনুভূত হইয়া এই অবস্থার আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনেক রোগীর নাড়ী লুপ্ত হয় না, ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। নাড়ী উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ওলাউঠার সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থার লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে পুনরায় প্রকাশ পায়। সুস্থ প্রতিক্রিয়া হইলে, শীঘ্রই এই লক্ষণগুলির হ্রাস হইয়া ক্রমে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শরীর উষ্ণ হইতে থাকে, মূত্রের সঞ্চার হয় এবং রোগী সহজেই মূত্র ত্যাগ করে। দাস্ত ক্রমে মল এবং পিত্তযুক্ত—হরিদ্রা অথবা সবুজবর্ণ হইতে থাকে। শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চক্ষের জ্যোতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে।

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই যে রোগী নিশ্চিন্ত হইল, এমত নহে। সুস্থ প্রতিক্রিয়া না হইলে, অথবা সুস্থ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া উত্তমরূপে সংস্থাপিত না হইলে, নিম্ন লিখিত উপসর্গ গুলি প্রকাশ পাইতে পারে। যথা,—(১) রোগের পুনরাক্রমণ (Relapse)। অন্ত্রের মধ্যে ক্রমি থাকিলেই ইহা সচরাচর অধিক ঘটিয়া থাকে। কুচিকিৎসা এবং পথ্যাদির অনিয়মেও ইহা ঘটিতে পারে। (২) বিকার (Typhoid Condition)। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা শুষ্ক, অত্যন্ত গাত্রদাহ, পিপাসা, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, ও কখন কখন উদরাময় ইত্যাদি বিকারের কতকগুলি প্রধান লক্ষণ। ফুস্ফুস প্রদাহযুক্ত হইলে পার্শ্বে বেদনাও থাকিতে পারে। এই অবস্থায় কোন কোন রোগীর দাঁত দিয়া রক্ত পড়িতেও দেখা যায়। এই অবস্থায় বা পতনাবস্থায়ই রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। (৩) চক্ষুর কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea)। অত্যন্ত বলক্ষয় বা নিস্তেজতার দরুণই ইহা ঘটিয়া থাকে। (৪) ইউরিমিয়া (Uræmia); মূত্রের ইউরিয়া নামক পদার্থ রক্তে আবদ্ধ হইয়াই ইহা ঘটিয়া থাকে। (৫) বমন ও হিক্কা। এই দুইটী উপসর্গই ভয়ানক। (৬) পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ, নাসাগ্র ইত্যাদি ক্ষত হইয়া গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene) হওয়া। (৭) কর্ণমূল ও ফুস্ফুস প্রদাহ। উক্ত উপদ্রব গুলি প্রকাশ পাইয়া রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে পারে; অথবা উহাতে রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে। রক্তামাশয়ও ওলাউঠা রোগের একটী সাংঘাতিক পরবর্ত্তী পীড়া মধ্যে পরিগণিত। ইং ১৮৯১

সনের মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কাকিনা গ্রামে যে ওলাউঠার এক ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রতিক্রিয়ার পর সাংঘাতিক রকমের রক্তামাশয় হইয়া অনেক রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে। রোগের প্রথমাবস্থা হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইলে এই সকল উপসর্গ বা পরবর্ত্তী পীড়া প্রকাশ পায় না অনেকের এরূপ বিশ্বাস। আমি এই বিশ্বাসের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহি। ২১ বৎসর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক মতে ওলাউঠার চিকিৎসা করিয়া আমার এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, যত সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করা যাউক না কেন এই সকল উপদ্রব অনেক রোগীর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ক্যাম্ফার। (ডাক্তার রুবিণীর স্পিরিট ক্যাম্ফার)। রোগের প্রথমাবস্থায়, যতক্ষণ ভেদের সঙ্গে মল দৃষ্ট হয়, এই ঔষধ অল্প পরিমাণ পরিষ্কার চিনিতে মিশাইয়া ১৫ মিনিট অন্তর দিবে। মাত্রা শিশুর জন্য ১ ফোঁটা, যুবা ও বৃদ্ধের জন্য ৫ ফোঁটা। এই ঔষধের ৩।৪ মাত্রা সেবনেও যদি ভেদ না কমিয়া চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন আরম্ভ হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে এই ঔষধে কোন ফল দর্শিবে না। তখন লক্ষণ বিশেষ অন্য ঔষধ দেওয়া বিধেয়। শুষ্ক ওলাউঠাতে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। শীতল বা চরমাবস্থাতে ভেদ ও বমন বন্ধ হইয়াছে, অথচ প্রতিক্রিয়ার কোন চিহ্নই দেখা যায় না, এমতাবস্থায় এই ঔষধের ৫ পাঁচ ফোঁটা পরিষ্কার চিনিতে মিশাইয়া দিবে। এই ঔষধ সেবনে ঘর্ম্ম হইলে, ১ অথবা ২ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা সেব্য। ১ ভাগ কর্পূরে, ৯ ভাগ রেকটিফাইড্ স্পিরিট্ (অর্থাৎ ১ ড্রাম কর্পূর, ৯ ড্রাম রেকটিফাইড্ স্পিরিট) মিশাইয়া উহার ৪।৫ ফোঁটা জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিয়া ওলাউঠার চরমাবস্থায় অনেক গুলি রোগীর চিকিৎসায় আমি রুবনীর ক্যাম্ফার অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়াছি। অতএব ওলাউঠার চিকিৎসায় রুবনীর স্পিরিট ক্যাম্ফারের পরিবর্ত্তে উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত করা ক্যাম্ফারই এইক্ষণ আমি অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।

বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। অধিক পরিমাণে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন, নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম, হস্ত পদাদিতে খিল ধরা

(Spasm); পিপাসা, যাহা অধিক পরিমাণ জল পান না করিলে নিবারিত হয় না অথবা রোগী পরিতৃপ্ত হয় না ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধের এক ফোঁটা ১ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে। রোগ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, ঔষধ ১০।১৫ মিনিট অন্তরও দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত লক্ষণগুলির সঙ্গে সঙ্গে যদি গায জ্বালা, অস্থিরতা, শরীর নীলবর্ণ হওয়া (বিশেষতঃ হাত পায়ের আঙ্গুল ও নখ), নাড়ী লুপ্ত হওয়া; হস্ত পদাদির অঙ্গুলির চর্ম্ম জলে ভিজাইয়া রাখিলে যেরূপ হয, সেরূপ সঙ্কুচিত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কখন কখন কোন কোন রোগীর দাস্ত কটাবর্ণ, কাল্চে, হরিদ্রাব আভাযুক্ত জলবৎ তরল হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভেদ; রাত্রি যোগে রোগের বৃদ্ধি; নড়া চড়া, জল বা জলীয় পদার্থ পানে বমন; দাস্তেব সময বা উহার পর ঘর্ম্ম; চক্ষু বসিয়া যায়; অত্যন্ত শীতল জল বা টক স্বাদ বিশিষ্ট জলীয় পদার্থ পানে স্পৃহা; গাঢ় সবুজ অথবা হরিদ্রার আভাযুক্ত টক ফেণাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা বা পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন; বমনের সময় উদরে খিল ধরার ন্যায় বেদনা; বুকের পেশি সমূহের আক্ষেপিক (Spasmodic) সঙ্কোচন এবং তদ্দরুণ শ্বাস কষ্ট; স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এমতাবস্থায়ও বিরেট্রাম্ ব্যবস্থা। বিরেট্রাম আল্বামের ১২ ডাইলুশন আমি সচরাচব ব্যবহার করিয়াই সুফল পাইয়া থাকি। বিরেট্রাম্ আল্বামেব ৬ মাত্রা সেবনে যদি কোন উপকার না দর্শে অথচ যদি অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকে, তবে কার্ব্বলিক আসিড ৬ ডাঃ বিরেট্রামের ন্যায ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় ইহা অনেক রোগীব চিকিৎসা কবিয়া দেখা গিয়াছে। যদি রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তবে বিরেট্রামের অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা ৩০ ডাঃ দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। যদি হস্ত পদাদিতে খিল ধরা প্রবল হয়, তবে এই ঔষধের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ১ ফোঁটা, ১ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া সেবন করাইবে। ডাক্তার বেল্ (Dr. Bell) বলেন যে, ওলাউঠা রোগে পেটে বেদনা না থাকিলে এই ঔষধ দ্বাবা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। আমি এই ঔষধ দ্বাবা ২১ বৎসর যাবত যতগুলি ওলাউঠা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিযা সুফল পাইয়াছি, তন্মধ্যে একটী রোগীরও পেটে বেদনা দেখি নাই। নিউ-ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ডাক্তার টি, এফ্ আলেন্, এম্, ডি, (Dr. T. F. Allen, M. D.)

মহোদয় ইং ১৮৮৭ সনের নবেম্বর মাসের নর্থ আমেরিকান্ জার্নেল অব্ হোমিওপ্যাথি নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকার ৬৮৮ পৃষ্ঠায় আমার এই কথা নিঃসন্দেহে গ্রহণীয় বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। রোগীর শরীর শীতল হইয়া হস্ত পদাদিতে (বিশেষতঃ অঙ্গুলিতে) খিল ধরিলে ও মুখাকৃতি বিকৃত হইলে এই ঔষধ দিবে। এই ঔষধ ভেদ নিবারক নহে; কিন্তু শীতলাবস্থায় সংজ্ঞাহীনতা, পাকস্থলী ও হস্ত পদাদিতে খিল ধরা, কোন প্রকার জলীয় পদার্থ পানে বমন না হইয়া অত্যন্ত বমনোদ্বেগ; উদরে বেদনা; পেট ফাঁপার ভাব; নাড়ী লুপ্ত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধের ১ ফোঁটা এক কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ১০ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। অনেক চিকিৎসক কুপ্রাম্ মেটেলিকামের পরিবর্ত্তে কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে যে পেশী দ্বারা হাত ও পা প্রসারণ করা যায় সেই সেই পেশীতে খিল ধরিলে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। কিন্তু যে সকল পেশী দ্বারা হাত পা গুটান যায়, সেই সকল পেশীতে খিল ধরিলে সিকেল কর্ণুটাম্ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অল্প পরিমাণে ভেদ ও বমন হইয়াই মূত্রাবরোধ, অথবা অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভেদ ও হঠাৎ বলক্ষয়; শরীর ও জিহ্বা বরফবৎ শীতল; শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ নীল বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া হস্তপদাদির অঙ্গুলির চর্ম্ম জলে ভিজাইয়া রাখিলে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ কোঁকড়া হয়, নাড়ী লুপ্ত হয়; উদরে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা; গায় জ্বালা; বারম্বার অসহ্য পিপাসা যাহা অল্প পরিমাণ জল পানেই নিবারিত হয়, বা রোগী পরিতৃপ্ত হয়; কিন্তু জল পান করিলেই বমনোদ্বেগ বা বমন হয়; দাস্ত ও বমন যে পরিমাণে হয়, তদপেক্ষা শরীর অধিক নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ভেদ ও বমন প্রায় এক সময়ই হইয়া থাকে; শরীর সর্ব্বদা অস্থির থাকে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। মাত্রা ১ ফোঁটা, ১ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া রোগের অবস্থানুসারে ১০।১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর সেব্য।

আর্সিনিক এবং বিরেট্রাম আলবামের প্রাকৃতিক লক্ষণে প্রভেদ এই যে (১) আর্সিনিকের ভেদ ও বমন পরিমাণে অতি অল্প; বিরেট্রামের ভেদ ও বমন পরিমাণে অধিক। (২) আর্সিনিকের ভেদ ও বমন প্রায় এক সময়েই

হইয়া থাকে। বিরেট্রামের ভেদ ও বমন এক সময়ে হয় না। (৩) আর্সিনিকে অত্যন্ত পিপাসা থাকে, রোগী বারম্বার জল পান করে, কিন্তু সে একেবারে অতি অল্প পরিমাণে জল পান করিলেই পরিতৃপ্ত হয়; বিরেট্রামে অত্যন্ত পিপাসা থাকে এবং অনেকক্ষণ পর একবারে অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান না করিলে রোগী পরিতৃপ্ত হয় না। (৪) আর্সিনিকে রোগীর হঠাৎ বলক্ষয় এবং জীবনী শক্তির হ্রাস হয় এবং যে পরিমাণে ভেদ ও বমন হয়, তাহা অপেক্ষা বলক্ষয় অত্যন্ত অধিক হয়; বিরেট্রামে বলক্ষয় আস্তে আস্তে হয় এবং যে পরিমাণে ভেদ ও বমন হয়, তাহা অপেক্ষা বলক্ষয় অতি কম হয়। (৫) আর্সিনিকে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এবং উদরে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং অস্থিরতা বা ছট্‌ফটানি থাকে; বিরেট্রামে উদর বা উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা থাকে না এবং ছট্‌ফটানি অধিক থাকে না।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ ডাঃ বা θ। ভেদ ও বমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমুদয় শরীর ও জিহ্বা ঠাণ্ডা হয়; শরীর নীল বর্ণ হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টদায়ক; উদরে অত্যন্ত বেদনা; মুখশ্রী অত্যন্ত মলিন; নাড়ী অনুভূত হয় না; কখন কখন উদরে খিল ধরে; মাথায় ভার বোধ অথবা মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধের ১ ফোঁটা, ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া, রোগের অবস্থানুসারে ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেব্য। পতনাবস্থায় উদরে বেদনা থাকিলেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। কখন কখন প্রতিক্রিয়ার পর জ্বর হইয়া মাথায় গরম বোধ, শিরঃপিড়া, নিদ্রাবল্য ইত্যাদি বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় এই ঔষধের ১ ফোঁটা, ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া রোগের অবস্থা বিশেষে অর্দ্ধ অথবা ১ ঘণ্টা অন্তর দিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া নাড়ী দ্রুতগামী ও ক্ষুদ্র হইলে ৩০ ডাঃ অধিক উপকারী।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। প্রকৃত ওলাউঠায় ভেদ অপেক্ষা বমন অধিক হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। গ্রীষ্মকালীয় প্রখর উদরাময় বা ওলাউঠাতে শিশু ও বালক, বালিকাগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। নিয়ত অনিবার্য্য বমন এই ঔষধের একটী প্রকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অনেক রোগীর, বিশেষতঃ শিশু, অল্প বয়স্ক বালক বা বালিকাগণের শাদা বা গাঢ় সবুজ বর্ণের তরল ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা, রক্ত বা

রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় ইপিকাকিউএনা বিশেষ উপকারী। কোন কোন রোগীর, বিশেষতঃ শিশুগণের, ৩ বা ৬ ডাইলুশনে উপকার না দর্শিয়া বরং বমন বৃদ্ধি হয়। এমতাবস্থায় এই ঔষধের ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। রোগীর সমুদয় শরীর শীতল বা নীলবর্ণ ও জিহ্বা শীতল এবং নাড়ী লুপ্ত, ভেদ ও বমন বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপে; চক্ষু বসিয়া যায়; স্বরভঙ্গ; শ্বাস কষ্ট; কপালে ও গলদেশে অল্প অল্প বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধের ১ ফোঁটা, ১ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া, ২০।৩০ মিনিট অন্তর দিবে। শিশুগণের ওলাউঠার পতনাবস্থায় অনেক সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক শাদা দুর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ ও সময়ে সময়ে বায়ু নিঃসরণ হয় এবং অপরাহ্ন কিম্বা সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নানা প্রকারের উপদ্রব বৃদ্ধি হয়। এমতাবস্থায় কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। এই ঔষধ প্রায়ই আর্সিনিকের পর, অথবা উহার সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় যুবা যুবতীর চিকিৎসায়ও এই ঔষধের ৩০ ডাইলুশনে অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে। ৩০ ডাইলুশনই আমি সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।

ক্যান্থারিস ৩ বা ৬ ডাঃ। প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় রোগের অন্যান্য লক্ষণগুলি দূর হইয়া যদি প্রস্রাব না হয়, অথচ ঘন ঘন প্রস্রাবের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, তবে এই ঔষধের ১ ফোঁটা, পরিষ্কার জলে মিশাইয়া, ১ ঘণ্টা অন্তর দিবে। ইহার ২।৩ মাত্রা সেবন করাইলেই প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রস্রাবের ইউরিয়া (Urea) রক্তে আবদ্ধ হইলে ইউরিমিয়া (Uræmia) উৎপন্ন হইয়া প্রলাপোক্তি, আক্ষেপ (Convulsions), অচেতনতা (Coma) ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ দিবে। এই ঔষধে উপকার না দর্শিলে টিরিবিন্থিনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ২।৩ মাত্রা টিরিবিন্থিনা দ্বারা উপকার না দর্শিলে ক্যালী বাইক্রমিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। শিবচক্ষু, চক্ষুর শ্বেতাংশের শিরা লাল বর্ণ বা স্ফীত; প্রলাপবলা, মূত্রের সঞ্চার হওয়ার পরও মূত্রাধারের পক্ষাঘাত হেতু মূত্র নির্গত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় বেলাডোনা ৩০ ডাঃ ২।৩ মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। উক্ত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, মল সেরূপ লাল্‌চে ছেকড়া

ছেকড়া পর্দ্দার ন্যায় পদার্থযুক্ত হইলে ক্যান্থারিস্ আরো উপকারী। ইংরাজী ১৮৯১ সনের মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কাকিনা নামক স্থানে ওলাউঠার যে এক ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মূত্রাবরোধ হওয়ার দরুণ অনেক রোগীর ইউরিমিয়া হইয়া অচেতনতা (Coma) হওয়াতে ক্যান্থারিস্, টিরিবিন্থিনা, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, বেলাডোনা, ওপিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা কোনও উপকার দর্শে না। এমতাবস্থায় কার্ব্বোলিক আসিড্ ৬ ডাঃ, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা সেবন করাইয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। ঐসকল রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ইউরিমিয়া জনিত অচেতনতার (Uræmic Coma) পক্ষে কার্ব্বোলিক্ আসিড্ একটী বিশেষ উপকারী ঔষধ।

মার্কিউরিয়াস করোসাইবাস ৩ বা ৬ ডাঃ। যদি রোগীর ভেদ, চাউল ধোয়া জলের ন্যায় না হইয়া আম সংযুক্ত রক্ত ভেদ হয়, তবে এই ঔষধ দিবে। কিন্তু কেবল রক্ত ভেদ হইলে, ইপিকাকিউএনা দেওয়া বিধেয়। রক্ত যদি উজ্জ্বল লাল বর্ণ না হইয়া কাল্‌চে লাল হয়, তবে হামামেলিস ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। গুহ্যের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উহাতে বেদনা ও টন্‌টনানী বর্ত্তমানে হামামেলিস আরো উপকারী।

হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। নাড়ী লুপ্ত; শরীরে চট্‌চটিয়া শীতল ঘর্ম্ম; মুখমণ্ডল অত্যন্ত মলিন; নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত বিলম্বে বিলম্বে পরিত্যাগ করা ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের আভ্যন্তরিক কালে মনে হয় যেন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধের এক ফোঁটা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ১০।১৫।২০ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা।

সিকেল্ কর্ণুটাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। কুপ্রাম্ (Cuprum) প্রয়োগে খিল ধরা (Spasm) না সারিয়া যে সকল পেশী দ্বারা হাত পা গুটান যায়, যদি সেই সকল পেশীতে খিল ধরে ও মুখ বাঁকা করা, প্রায় সর্ব্বদাই জিহ্বা কামড়ান, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তবে এই ঔষধের ১ ফোঁটা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ১০।১৫।২০ মিনিট অন্তর দিবে। যে সকল পেশী দ্বারা হাত পা প্রসারণ করা যায়, যদি সেই সকল পেশীতে খিল ধরে, তবে কুপ্রাম্ দেওয়া বিধেয়।

রিসিনাস্ কমিউনিস্ ৬ ডাঃ। বমনোদ্বেগ, পিত্ত বমন এবং পিত্তযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে বেদনা;

কোন কোন রোগীর চাউল ধোয়া জলের ন্যায়; আবার কোন কোন রোগীর চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা এবং উহাতে কাঁচা মাচ মাংস ধোয়া জলের ন্যায় লাল পদার্থ মিশ্রিত; শরীর শীতল এবং অনেকক্ষণ জলে ভিজিলে যেরূপ হয়, চর্ম্ম সেরূপ কোঁকড়া; মুখমণ্ডল পিটা বা মলিন, স্বর ভঙ্গ, নাড়ী লুপ্ত প্রায়, মাথা ঝিম ঝিম করা, হাত পায়ের পাতা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, পায়ের ডিমে (থোড়ায়) খিল ধরা; কখন কখন নিদ্রাবল্য ও পিপাসা ইত্যাদি রিসিনাসের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ওলাউঠার চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এই ঔষধ অনেক রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া কিন্তু কখনও যথোচিত ফল পাই নাই।

সিনা ৩, ৩০ বা ২০০ ডাঃ। কখন কখন উদরে কৃমি থাকার দরুণ প্রতিক্রিয়া হয় না, অথবা বিলম্বে হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় এই ঔষধের ২।১ মাত্রা সেবনেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। কখন কখন প্রতিক্রিয়ার পর বিকারাবস্থায়ও কৃমির লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এবং তদ্দরুণ, বিশেষতঃ শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্‌স্‌ (Convulsions) প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় এই ঔষধে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। মুখে জল উঠা, ঘুমের ঘোরে দাত দ্বারা কড়্ মড়্ শব্দ করা, গুহ্য দ্বার কুট্ কুট্ করা, নাসিকার অগ্রভাগ চুলকান, শিবচক্ষু, চক্ষের তারা বিস্তৃত; শিশু, বা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণের ঘুমের ঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠা, নিদ্রার ব্যাঘাত; নিদ্রা হইতে বারম্বার কাঁদিয়া উঠা; উদরে বেদনা ইত্যাদি উদরে কৃমি থাকার লক্ষণ। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রম, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অনেক সময় কৃমির দরুণ বালক বালিকাগণের আক্ষেপ (Convulsions) হইতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় সিনার ৫।৬ মাত্রা সেবনে কোন উপকার না দর্শিলে সিকুটা বিরোসা, ৬ ডাইলুশনের অর্দ্ধ ফোঁটা, ১ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া সেবন করাইবে। ইং ১৮৯৩ সনের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে ঢাকা নগরে ওলাউঠার যে এক ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেক রোগীর চিকিৎসায়ই সিনা দ্বারা কোনও উপকার না পাইয়া সাণ্টোনাইন্, ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ মাত্রায়, ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছিল।

ফস্ফরাস ৩ বা ৬ ডাঃ। শিশুগণের ওলাউঠায় এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। শরীর শীর্ণ ও শিটা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; পিপাসা ও শীতল জল পানের স্পৃহা; কিন্তু জল উদরস্থ হওয়ার কতকক্ষণ পর উহা পাকস্থলীতে উষ্ণ হইলেই তৎক্ষণাৎ বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে। অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাযুক্ত, শাদা জলবৎ তরল ভেদ যাহা গুহ্যদ্বার দিয়া অত্যন্ত বেগে নির্গত হয়। ভেদ প্রাতে ও বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকলে বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ওলাউঠার প্রতিক্রিয়ার পর ফুস্ফুস প্রদাহযুক্ত হইলেও এই ঔষধ উপকারী।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০। যদি মলের সঙ্গে অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা ও উদরে চর্ব্বণবৎ বেদনা থাকে, তবে এই ঔষধ দিবে। শিশু, অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণের ওলাউঠায় হরিদ্রাবর্ণের তরল ভেদ; মলের সঙ্গে অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা নির্গমন; মলের প্রকৃতি নষ্ট দুগ্ধের ন্যায়, ছেকড়া ছেকড়া ছানার জলের ন্যায় শাদা; কাল্চে, পিত্তযুক্ত, সবুজ, হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ যাহা আহারের পর ও রাত্রিযোগে বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মুখে জল উঠা, জিহ্বা শাদা বা হরিদ্রাবর্ণের লেপযুক্ত, টক দ্রব্য ও ফলাদি আহারের স্পৃহা, ঘন ঘন বারম্বার জলপানে ব্যগ্রতা, কিন্তু অল্প পরিমাণ জল পানেই পিপাসা নিবৃত্ত হয় বা রোগী পরিতৃপ্ত হয়; নাভিপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা, পেট ঢোশ মারিয়া থাকা বা পেট ফাঁপা; অন্ত্র হইতে দূষিত বায়ু নিঃসরণ; রাত্রিযোগে ঘর্ম্ম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের পর ওলাউঠা বা ওলাউঠার পূর্ব্ববর্ত্তী উদরাময়ের (Choleraic Diorrhœa) পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ফস্ফরিক্ আসিড্ ৬ ডাঃ। ওলাউঠার প্রারম্ভে শাদা চট্চটিয়া আঠা তরল বেদনাহীন ভেদ, কিন্তু বমন আরম্ভ হয় নাই; জিহ্বা চট্চটিয়া আঠা; রোগী কথা বলিতে বৈরক্তি প্রকাশ করে এবং সে চুপ মারিয়া থাকে ও কখন কখন মৃদুস্বরে প্রলাপ বলে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। উল্লিখিত লক্ষণ বিশিষ্ট শিশুগণের ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ভেদ অনেক বার হইলেও সহজে নিস্তেজ না হওয়া এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রোগের অন্যান্য লক্ষণগুলি দূর হইয়া রোগী যদি কেবল হরিদ্রাবর্ণ বা শাদা তরল মল ত্যাগ করে ও তাহার জিহ্বা চট্চটিয়া হয়, অথবা রোগাক্রমণের পূর্ব্বে সে যদি মৈথুন

কার্য্যে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে এই ঔষধ দিবে। পুরাতন বেদনাহীন উদরাময়ের পর যদি ওলাউঠা হয়, তবে এই ঔষধ দেওয়া বিধেয়। মাত্রা ১ ফোঁটা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া সেব্য

নাক্স্‌ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অপাক কারক আহারীয় দ্রব্যাদি, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, অতিরিক্ত মৈথুন ইত্যাদি দ্বারা রোগোৎপন্ন হওয়া; কোন প্রকার রেচক ঔষধ দ্বারা বারম্বার কোষ্ঠ পরিষ্কার করা হেতু রোগোৎপন্ন হওয়া; অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি অত্যাচার দ্বারা যদি রোগ উৎপন্ন হয়, অথবা অল্প অল্প পিত্তযুক্ত দাস্তের সঙ্গে ঘন ঘন বাহ্যের বেগ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বেগ যে পরিমাণে হয় সে পরিমাণে যদি মল বহির্গত না হয়, অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হয়, তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা। জিহ্বা হরিদ্রার আভাযুক্ত শাদা গাঢ় লেপযুক্ত, দন্তমাড়ী স্ফীত এবং মুখ গহ্বরে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত; টক গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা বমন; বারম্বার অল্প পরিমাণ, চট্‌চটিয়া, মলিন শ্লেষ্মাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, দাস্তের সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া, দাস্তের পর যাহার উপশম হয়; উপদ্রবগুলি প্রত্যূষে বৃদ্ধি হয় এবং রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ইহা শিশুগণের ওলাউঠায় বিশেষ উপকারী। রোগের আরম্ভ হইতে রোগ আরাম হওয়া পর্য্যন্ত নাক্স্‌ বমিকা ১ম দশমিক ডাইলুশন ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ৪।৫টী মাতালের ওলাউঠার চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। এই সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে মাতালদিগের ওলাউঠার চিকিৎসায় এই ঔষধের ১ম দশমিক ডাইলুশন অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকারী। মাতালদিগের ওলাউঠার চিকিৎসায়, লক্ষণ বর্ত্তমান থাকুক, আর না থাকুক, আমি নাক্স্‌ বমিকা ১ম দশমিক ক্রমের আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, আবশ্যক মত, ১ হইতে ৩ মাত্রা, সেবন না করাইয়া অন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করি না।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত, কাঁচা ও অপাক কারক আহারীয় দ্রব্য বা ফলাদি খাইয়া রোগ উৎপন্ন হইলে; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি, পিত্ত অথবা শ্লেষ্মা বমন ও পিত্তযুক্ত সবুজবর্ণের জলবৎ তরল বা হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ যাহা রাত্রি যোগে বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শিশুগণের ওলাউঠায়, জিহ্বা চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মায়

লেপযুক্ত, পিপাসা শূন্যতা; দাস্তের প্রকৃতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ এক বার যে প্রকারের দাস্ত হয় ২য় বার সে প্রকার হয় না; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি; দাস্তের পূর্ব্বে উদরে ঘড়্ ঘড়্ কল কল শব্দ হয় এবং দাস্তের সময় শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। রজঃস্রাবের সময় রোগ হইলে এই ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। কারণ, উহা দ্বারা রজঃরোধ হইয়া রোগী কষ্ট পাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল ঔষধের মাত্রাদি উল্লিখিত অন্যান্য ঔষধের ন্যায়।

কলোসিন্থিস ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। প্রথমতঃ উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি, তৎপর সবুজবর্ণের পদার্থ বমন; অন্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত প্রখর মোচড়ান বেদনা; এই বেদনা প্রবল প্রচাপনে উপশম হয়; উদরে খিল ধরার ন্যায় ভয়ানক বেদনা যে জন্য রোগী হাঁটু গুটাইয়া উদরের উপর চাপ দিয়া রাখে; সবুজ চট্‌চটিয়া আঠা জলবৎ তরল ভেদ; মূত্রাবরোধ; ভেদাদি আহার বা পানের পর বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্রোটন্ টিগ্লিয়াম্ ৬ ডাঃ। হরিদ্রাবর্ণের তরল ভেদ; শাদা থানা থানা শ্লেষ্মাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ; মল অতি বেগে গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়; আহার বা জলপানের পরই ভেদ হয়; শাদা ফেণাযুক্ত তরল পদার্থ বমন; অত্যন্ত অবসন্নতা; কখন কখন মূর্চ্ছা ও মাথাঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। হরিদ্রাবর্ণের তরল ভেদ, অত্যন্ত বেগে মল নির্গত হওয়া; আহার বা জলাদি পানের পরই অসুখের বৃদ্ধি এই ঔষধের কএকটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। বিরেট্রাম আল্‌বাম্ নামক ঔষধ সেবনের পর শেষোক্ত লক্ষণ গুলি থাকিলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

আইরিস্ বার্সিকালার ৩ বা ৬ ডাঃ। পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত অসুখ বোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন, উদরাময় ও অত্যন্ত বলক্ষয়; প্রথমতঃ উদরস্থ আহার দ্রব্য ও তৎপর পিত্ত বমন হইয়া গায় জ্বালা ও ঘর্ম্ম হয়; চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বসিয়া যায়; জিহ্বা ও হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ও উহাতে খিল ধরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গ্রীষ্মকালের ওলাউঠায় বিশেষ উপকারী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। বারম্বার উদরস্থ আহার দ্রব্য বা শ্লেষ্মা, টক বা তিক্ত পদার্থ বমন; উদরে অত্যন্ত প্রখর কর্ত্তনবৎ বেদনা; কষ্ট-

দায়ক পিত্তযুক্ত তরল ভেদ; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে, এবং তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অত্যন্ত চটিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শিশুগণের ওলাউঠাতেই ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়; কাঠবমি; অধিক পরিমাণে বেদনাহীন জলবৎ তরল ভেদ; মল অত্যন্ত বেগে গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হয়; পায়ের পাতা, পায়ের ডিম (থোড়া) ও উরুদেশে খিল ধরা; মধ্যে মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; শিবচক্ষু বা চক্ষু উপর দিকে উল্টান ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। প্রতিক্রিয়ার পর অনেক রোগীর, বিশেষতঃ শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের ক্রমাগত হরিদ্রা বা সবুজের আভাযুক্ত তরল ভেদ হয় ও কখন কখন উক্ত প্রকার মলের সঙ্গে রক্তের ছিট এবং শ্লেষ্মা থাকে ও কোঁথ পাড়িতে পাড়িতে রোগীর গুহ্য (হারিস) বাহির হইয়া পড়ে, বারম্বার কাঠবমী হয়। এমতাবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। শিশুগণের দাঁত উঠার সময় ওলাউঠার পক্ষে ইহা আরো উপকারী।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ৬ ডাঃ। জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত, মুখ গহ্বর ও ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক, কিন্তু পিপাসা থাকে না; দধির ন্যায় শ্লেষ্মাযুক্ত চটচটিয়া পদার্থ বমন, যাহা আহার বা পানে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; অধিক পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে এবং দাস্তের সময় উদরে বেদনা; গুহ্য (হারিস) বাহির হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। পাকস্থলীর পুরাতন অসুখের দরুণ ওলাউঠা হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের ওলাউঠায় বিশেষ উপকারী।

সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। কোন ঔষধের ৩।৪ মাত্রা সেবন করাইয়া কোন ফল না দর্শিলে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করাব পূর্ব্বেই এই ঔষধের ২।১ মাত্রা দিবে। এই ঔষধ এইরূপ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার যার (Dr Jahr) বলেন যে, সামান্য ওলাউঠার প্রারম্ভে যখন প্রত্যূষে জাগরিত হইয়াই রোগীর ভেদ ও বমন আরম্ভ হয়, এই ঔষধের ৩০ ডাইলুশন মিশ্রিত ২টী বড় বটিকা তৎক্ষণাৎ সেবন করাইলে রোগ আর পূর্ণবিকাশাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু রোগের পূর্ণ বিকাশাবস্থায় এই ঔষধে কোন ও ফল দর্শে না। ডাক্তার যারের এই কথা কতদূর সত্য বিজ্ঞ

পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ২১ বৎসর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক মতে ওলাউঠার চিকিৎসা করিয়াও আমি এ পর্য্যন্ত ডাক্তার যারের এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইতে পারি নাই।

উপসর্গ বা পরবর্ত্তী পীড়ার চিকিৎসা।

১। **রোগের পুনরাক্রমণ।** প্রতিক্রিয়ার পর রোগের পুনরাক্রমণ হইলে পূর্ব্বে যে সকল ঔষধের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল ঔষধই লক্ষণ বিশেষে ব্যবহার্য্য।

প্রতিক্রিয়ার সময় যদি জ্বর হয়, তবে একোনাইট দিবে। কিন্তু জ্বরের সঙ্গে যদি কোন স্থানে প্রদাহ থাকে, তবে এই ঔষধের সঙ্গে অন্যান্য ঔষধও পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করার প্রয়োজন হইতে পারে। পাকস্থলীর প্রদাহ থাকিলে লক্ষণ বিশেষে নাক্স্ বমিকা, আর্সিনিক, ব্রাইওনিয়া ইত্যাদি ঔষধ দিবে। মস্তিষ্কে প্রদাহ থাকিলে বেলাডোনা, ও ফুস্ফুস প্রদাহযুক্ত হইলে লক্ষণ বিশেষে ব্রাইওনিয়া, ফস্ফরাস বা আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ব্যবস্থা।

২। **বিকার বা টাইফয়েড্ ষ্টেইজ্।** এই অবস্থাতে রাস্‌টক্স্, ব্রাইওনিয়া, আর্সিনিক ইত্যাদি ঔষধগুলি বিশেষ উপকারী। এতদ্ভিন্ন টাইফয়েড্ জ্বর বা জ্বরবিকারে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই অবস্থাতেও লক্ষণ বিশেষে তাহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। অধিক পরিমাণে বলক্ষয়, অস্থিরতা, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা লালবর্ণ ও শুষ্ক, উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে রাস্‌টক্স্ ৩ বা ৬ ডাইলুশনের ১ ফোঁটা, পরিষ্কার জলে মিশাইয়া, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে। বিকার কঠিন আকার ধারণ করিলেই এই ঔষধ দেওয়া যায়। আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখা, বমনেচ্ছা, শিরঃপীড়া, কপালে শীতল ঘর্ম্ম হওয়া, জিহ্বা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণের লেপযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাইলুশন, রাস্‌টক্সের ন্যায় দিবে। অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু জল পান করিলেই বমন হইয়া পড়িয়া যায়; নাড়ী কখন ক্ষীণ, কখন বা লুপ্ত; শরীরে অত্যন্ত জ্বালা বোধ; অস্থিরতা; শরীরে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; শয্যাক্ষত (Bed-Sore); অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে আর্সিনিক ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ, ব্রাইওনিয়ার ন্যায় দিবে।

৩। কর্ণিয়া-ক্ষত। এই উপসর্গ প্রায়ই দুর্ব্বলতার দরুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব ইহাতে চায়না ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে পাল্‌সেটিলাও দেওয়া যাইতে পারে। এই উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকিলে লক্ষণ বিশেষে নাক্স্‌ বমিকা, মার্কিউরিয়াস, লাইকোপো-ডিয়াম্‌, কার্ব্বো-বেজিটেব্রিলিস, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধগুলিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৪। ইউরিমিয়া। অনেকক্ষণ প্রস্রাব না হওয়ার দরুণ এই উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। একোনাইট্‌, আর্সিনিক, প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা প্রস্রাব না হইলে ক্যান্থারিস্‌ দিবে। কটিদেশে ভার বোধ, ঘন ঘন প্রস্রাবের ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ দেওয়া যায়। প্রস্রাব অনেকক্ষণ না হওয়া হেতু মূত্রের ইউরিয়া (Urea) রক্তে আবদ্ধ হইয়া, প্রলাপ, অচেতনতা, আক্ষেপ (Convulsions) ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলেও ক্যান্থারিস্‌ দিবে। ক্যান্থারিস্‌ দ্বারা উপকার না দর্শিলে টিরিবিন্থিনা দিবে। টিবিবিন্থিনা দ্বারা উপকার না পাইলে ক্যালী বাইক্রমিকাম্‌ ব্যবস্থা। ইউবিমিরা জনিত অচেতনতার (Coma) পক্ষে কার্ব্বোলিক্‌ আসিড্‌ বিশেষ উপকারী, অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে।

৫। বমন। এই উপসর্গ দমন জন্য নাক্‌স বমিকা এবং ইপিকা-কিউএনা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বমনোদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে বমন হইলে নাক্‌স্‌ বমিকা এবং বমন না হইয়া কেবল বমনোদ্বেগ থাকিলে ইপিকাক দিবে। নাক্‌স্‌ ও ইপিকাক্‌ দ্বারা কোন উপকার না দর্শিলে পডোফিলাম্‌ দিবে। প্রত্যেক বার শীতল জল পান করার পরই যদি বমন হয়, তবে ইউপেটরিয়াম্‌ পার্ফ-লিয়েটাম্‌ উপকারী বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় আর্সিনিক্‌ দ্বারা আমি অধিক উপকার পাইয়া থাকি।

৬। হিক্কা। এই উপসর্গ নিবারণের জন্য বেলাডোনা, হায়োসায়েমাস, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, ফস্‌ফরাস্‌, ইগ্‌নেসিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধ গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বেলাডোনা। বারম্বার প্রবল হিক্কা, যে হিক্কার দরুণ রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং যেরূপ হিক্কার পুনরাক্রমণ পর্য্যন্ত রোগী বধির হইয়া থাকে, সেরূপ হিক্কাতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

হায়োসায়েমাস্। পেটে খিল ধরা (Spasms) ও পেটডাকা, অথবা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস। প্রত্যেক বার নড়া চড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিক্কা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেব্য।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া। বমনোদ্বেগ ও নিদ্রালুতাব সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ হিক্কা হইলে এই ঔষধ সেব্য।

ফস্ফরাস্। আহারের পর প্রবল হিক্কার দরুণ পাকস্থলীতে অত্যন্ত প্রবল বেদনার উদ্রেক হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

*ইগ্‌নেসিয়া। আহার ও পানের পর হিক্কা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

সাল্‌ফার। হিক্কার সঙ্গে সঙ্গে তালুকার পশ্চাৎ ভাগে বেদনা থাকিলেই এই ঔষধ ব্যবস্থা।

উল্লিখিত ঔষধ গুলি ভিন্ন একোনাইট, আর্সিনিক্, ব্রাইওনিয়া, ল্যাকেসিস্, নাক্স্ বামকা, বিরেট্রাম্, জিঙ্কাম্, কুপ্রাম্ ইত্যাদি ঔষধ গুলিও হিক্কার ঔষধেব মধ্যে পরিগণিত। এই সকল ঔষধ দ্বারা যদি হিক্কা নিবারিত না হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে, উদরে কৃমি আছে। এমতাবস্থায় সিনা বা সাণ্টোনাইন্ ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবস্থা। ইং ১৮৯৩ সনের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ঢাকা নগরে ওলাউঠার যে এক ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে এই অবস্থায় সিনা অপেক্ষা সাণ্টোনাইন্ ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া অনেক অধিক সুফল পাইয়াছিলাম।

৭। গ্যাংগ্রিণ্। পক্ষাঙ্গ, অণ্ডকোষ, নাসাগ্র ক্ষত হইয়া পচিতে আরম্ভ হইলে লক্ষণ বিশেষে, আর্সিনিক্, ল্যাকেসিস্, চায়না, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস হিপার সাল্‌ফিউরিস্, সাইলিসিয়া ব্যবস্থা।

৮। স্ফোটক ও কর্ণমূল। স্ফোটক ও কর্ণমূল বসাইবার জন্য মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ও বেলাডোনা পর্য্যায়ক্রমে ১॥ অথবা ২ ঘণ্টা অন্তর দিবে। পাকা সম্ভব হইলে, শীঘ্র পাকিবার জন্য হিপার সাল্‌ফার দিবে। পূঁয নিঃসরণ নিবারণ ও ক্ষত শুকাইবার জন্য সাইলিসিয়া ব্যবস্থা।

৯। ফুস্ফুস প্রদাহ। ফুস্ফুস প্রদাহ থাকিলে, ব্রাইওনিয়া এবং

ফস্ফরাস্ ইহার মধ্যে লক্ষণ বিশেষে একটী ব্যবস্থা। অনেক সময় এই দুই ঔষধের সঙ্গে একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা আবশ্যক হইতে পারে। এই উপসর্গের চিকিৎসায় আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্‌ও আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

রোগের আরম্ভ হইতেই রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখিবে। রোগী যাহাতে ভরসাহীন না হয় ও সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর বাসগৃহ সর্ব্বদা শুষ্ক, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যাহাতে সেখানে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন অনায়াসে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবে। রোগী যে পর্য্যন্ত কিছু খাইতে না চাহে সে পর্য্যন্ত তাহাকে কোন পথ্যেরই ব্যবস্থা দিবে না। রোগের ভোগ সময়ে পিপাসা থাকিলে শীতল জল বা বরফ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জলপানে যদি বমন বা বমনোদ্বেগ হয়, তবে জলাদি দেওয়া সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। কারণ, বমন দ্বারা রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অন্যান্য উপদ্রবের বৃদ্ধি হইতে পারে। এমতাবস্থায় রোগীকে বারম্বার বরফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা চুষিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। রোগের প্রখরতা কমিয়া গেলে ক্রমে সাগু, আরারুট, বার্লি ইত্যাদি জলীয় আহার পাতলা করিয়া প্রস্তুত করাইয়া অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে। রোগীর মল স্বাভাবিক মলের ন্যায় না হওয়া পর্য্যন্ত ভাত কিম্বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে না। রোগের পতনাবস্থায় রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া উহাতে বারম্বার খিল ধরিলে (Cramps) ইটের গুঁড়া, বালি বা লবণ নেকড়াতে পুরিয়া উহা কাঠের কয়লার আগুণে উষ্ণ করিয়া, অথবা কাপড় বা ফ্লানেল উষ্ণ করিয়া হাত পা ইত্যাদিতে বারম্বার সেক দিলে উক্ত উপদ্রবের হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু রাই পলস্তরা (Mustard Plaster) দ্বারা বিশেষ উপকার না হইয়া বরং উহার জ্বালাতে রোগী ছট্‌ফট্ করিয়া বিছানায় এপাশ ওপাশ করে এবং রোগী আরো অস্থির হইয়া পড়ে, এরূপ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিষেধক চিকিৎসা। ওলাউঠা কোন স্থানে বহুব্যাপক (Epidemic) হইলে সেই স্থানের লোকদিগের প্রত্যেকেরই ডাঃ রুবিণীর ক্যাম্ফারের ২।৩ ফোঁটা অল্প পরিমাণ পরিষ্কার চিনিতে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন

২।৩ বার সেবন করা উচিত, এরূপ অধিকাংশ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মরকের সময় যদি কাহারও উদরাময় হয়, তবে সত্বর বিরেট্রাম্, আর্সিনিক, একোনাইট ইত্যাদি ঔষধগুলি লক্ষণ বিশেষে সেবন করাইয়া উদরাময় নিবারণ করিবে। যে পর্য্যন্ত উদরাময় থাকে, সে পর্য্যন্ত রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবে। ওলাউঠা বা অন্য যে কোন রোগ কোন বিশেষ প্রকৃতির বিষ বা স্পেসিফিক্ পয়জন্ (Specific Poison) হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমিত, তাহাতে রোগের আক্রমণ নিবারণের অভিপ্রায়ে কোন প্রকারের ঔষধ সেবন করাণের পক্ষপাতি আমি নহি। কারণ, হোমিওপ্যাথি যদি সত্য হয়, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তির শরীরে রোগের বিষ প্রবেশ না করিয়া থাকে, তবে ঔষধ সেবনে বরং তাহার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছে এরূপ জানিতে পারিলে ঔষধ সেবনে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা, নতুবা ঔষধ প্রয়োগে যে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তাহা হোমিওপ্যাথিক মতে বিশ্বাসী বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। এই স্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে শরীরে রোগের বিষ প্রবেশ করিয়াছে কি না নির্ণয় করা অন্ততঃ আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে, ওলাউঠার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।—(১) ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালন করিতে পারে, এইরূপ উপায় সকলেরই অবলম্বন করা আবশ্যক। যে ঘরে শয়ন করিবে সেই ঘর শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখিবে। (২) বাড়ীর নিকট কোন প্রকার গলিত বা মৃতদেহ অথবা গলিত উদ্ভিজ্জ থাকিলে উহা তথা হইতে সত্বর দূর করিবে। (৩) হিমের মধ্যে বাহির হইবে না। ভিজা পরিধেয় বস্ত্র, বিশেষতঃ ভিজা জুতা ও মোজা ব্যবহার করিবে না। যদ্দ্বারা শরীর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে ও শরীরের সন্তাপ সমানভাবে রক্ষিত হয়, সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে। (৪) শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে ও বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা করিবে। নিয়মিত সময়ে আহার করিবে ও নিদ্রা যাইবে। মনের উদ্বেগ, রাত্রি জাগরণ, শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি পরিত্যাগ করিবে। (৫) আহারীয় দ্রব্য স্বাস্থ্যকর ও প্রত্যেকের অভ্যাসোপযোগী হওয়া উচিত। যতই পুষ্টিকর হউক, যে আহারীয় দ্রব্যে যে ব্যক্তির পূর্ব্বে একবার উদরে অপাক

হইয়াছিল, সেই বস্তু তাহার কখনও খাওয়া উচিত নহে। (৬) মদ্যপান ও অপরিমিত আহার করিবে না। কাঁচা তরকারী, শাক, কুমড়া, টক ও কাঁচা ফল, তৈল সংযুক্ত আচার ইত্যাদি খাইবে না। যাঁহারা পরিপাক করিতে পারেন, তাঁহারা স্বাস্থ্যকর পাকা ফল ও শাকাদি, কম মসলা দিয়া রাঁধিয়া খাইতে পারেন। (৭) ওলাউঠাক্রান্ত রোগীর ভেদ ও বমন বাড়ী হইতে অনেক দূরে লইয়া ফেলিবে। নতুবা বাড়ীর এক পার্শ্বে গর্ত্ত করিয়া পোতিয়া রাখিবে। ওলাউঠার মহামারীর (Epidemic) সময় যদি কোন ব্যক্তির উদরাময় হয়, তবে সে অন্য কোন ওলাউঠার রোগীর নিকট যাইবে না অথবা তাহার মুখের নিকট বসিয়া সেবাদি করিবে না। কোন ওলাউঠাক্রান্ত রোগীর সেবা করিতে হইলে কখনও খালি পেটে থাকিবে না।

ক্রিমি (Worms.)

অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিকৃত বা রুগ্নাবস্থার দরুণই প্রায় ক্রিমি হইয়া থাকে। সচরাচর ৩ প্রকারের ক্রিমি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্রিমি; (২) লম্বা গোল ক্রিমি; (৩) ফিতার ন্যায় ক্রিমি।

(১) সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্রিমি (Ascarides)। এই প্রকার ক্রিমি অতি ক্ষুদ্র শাদা সূত্রবৎ এবং ইহার দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৪}$ হইতে ১ ইঞ্চি; অত্যন্ত দ্রুতগামী ও চঞ্চল। ইহা এক সঙ্গে ঝোপায় ঝোপায় বহির্গত হয়। বৃহৎ অন্ত্রেই ইহার বাস। গুহ্যেই ইহা সচরাচর অধিক বাস করে। ইহা অনেক সময় মূত্রনালী বা যোনিদ্বারে যাইয়া থাকে এবং তদ্দরুণ উক্ত স্থান অত্যন্ত চুলকায় বা সুড়্ সুড়্ করে এবং মূত্রনালী ও যোনিদ্বার দিয়া শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। শিশুই হউক বা পূর্ণ বয়স্ক যুবা বা যুবতীই হউক, ক্রিমির উত্তেজনা ও তদ্দরুণ চুলকানী বা কুটকুটানির উদ্রেক হওয়াতে রোগী রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না, এবং রোগী যুবা বা যুবতী হইলে অনেকের কাম ভাবের অতিরিক্ত উত্তেজনা হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। (২) লম্বা-গোল ক্রিমি (Lumbricoides)। ইহার দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ১২ ইঞ্চি এবং একটী রাজ হংসের পাখার গোড়ার ন্যায় মোটা। উহার দুই দিকের শেষাংশই তীক্ষ্ণ। ইহার রঙ্গ শাদাটিয়া বা হরিদ্রার আভাযুক্ত। ইহারা সচরাচর ক্ষুদ্র অন্ত্রে বাস করে; কিন্তু ইহারা কখন কখন উর্দ্ধদিকে পাকস্থলী ও গলার মধ্যেও উঠিয়া থাকে এবং মুখ দ্বারা নির্গত হয়। শিশু ও ছোট বালক

বালিকাগণ যুবা যুবতী অপেক্ষা ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং অন্ত্রের মধ্যে একত্রিত হইয়া গোলাকার রসির ন্যায় আকার ধারণ করে। মুখ-মণ্ডল পিঁটা বা সীসার রঙ্গের ন্যায় হয় এবং কখন কখন জ্বরের ন্যায় মুখ-মণ্ডলে উত্তাপ অনুভূত হয়। চক্ষুর নিম্ন ভাগে নীলের আভাযুক্ত দাগ দৃষ্ট হয়; চক্ষুর তারা বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত হয়; নাসারন্ধ্র চুলকায়; নাসিকার অগ্রভাগ চুলকায় বা কুট্‌কুট্‌ করে; মুখে দুর্গন্ধ হয়; ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুমের ঘোরে হঠাৎ ভয় খাইলে যেরূপ হয়, রোগী সেরূপ চমকিয়া উঠে; ঘুমের ঘোরে দাঁতে দাঁতে কড়্‌ মড়্‌ শব্দ করে; উপুড় হইয়া শয়ন করা; কখন অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, কখন বা ক্ষুধা একবারেই থাকে না; উদর স্ফীত ও কঠিন হয়; উদরাময়, না হয় কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রের মধ্যে বেদনা ইত্যাদি লম্বা গোল ক্রিমির লক্ষণ। (৩) ফিতার ন্যায় ক্রিমি (Tape-worm)। ইহার আকার শাদা ফিতার ন্যায় চেপ্‌টা ও সন্ধিবিশিষ্ট। ইহার সন্ধিগুলি পর্দার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত। ইহার সন্ধি কোন কারণে ছিন্ন হইলে উহার প্রত্যেক সন্ধিই এক একটী স্বতন্ত্র প্রাণীতে পরিণত হইতে পারে। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ১৫০ ফুট হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, তাঁহারা ইহার দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। অন্ত্রে কি উপায়ে ক্রিমির উৎপত্তি হয় সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্তও কিছু নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। যকৃত, যকৃতের পিত্তাধার, ফুস্‌ফুস, বায়ুনল, মস্তিষ্ক, চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, মূত্রকোষ, জরায়ুস্থিত ভ্রূণ ইত্যাদি শরীরের প্রায় সমুদয় যন্ত্রেই ক্রিমি পাওয়া গিয়াছে। অনেকের অন্ত্রে বহু সংখ্যক ক্রিমি থাকা সত্ত্বেও উহার দরুণ তাহাদিগের কোন বিশেষ অসুখ হইতে দেখা যায় না। আবার কোন কোন ব্যক্তির ২।৪টী ক্রিমি থাকিলেই তাহাদিগের ভয়ানক অসুখ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

অন্ত্র হইতে ক্রিমি বাহির করিয়া ফেলিলেই যে রোগী নিশ্চিন্ত হইল এরূপ বলা যাইতে পারে না। যাহাতে পরিপাক সম্বন্ধীয় নালীর (Alimentary Canal) বিকৃতাবস্থা দূরীভূত হয় এবং ক্রিমির বাসা বিনষ্ট হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্র সূত্রবৎ ক্রিমি বাহির করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য হইলে অর্দ্ধ সের ঈষৎ উষ্ণ জলে ১ কাঁচ্চা লবণ মিশাইয়া রাত্রিতে শয়ন করিবার

সময় উহা দ্বারা গুহ্য দ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিবে। খালি পেটে উক্ত প্রকারের পিচ্‌কারী দিলে অপেক্ষাকৃত অধিক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। উক্ত প্রকারে পিচ্‌কারী দেওয়ার পর ২।৩ মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ২।৩ বার ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা পিচ্‌কারী দেওয়া উচিত। উক্ত উপায়ে অন্ত্রের কৃমি গুলি বাহির হইয়া গেলে লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি সেবনে কৃমি আর উৎপন্ন হইতে পারে না।

সিনা ৩, ৩০ বা ২০০ ডাঃ। বারম্বার নাসিকার অগ্রভাগ চুলকান; গুহ্য দ্বার কুট্‌ কুট্‌ করা; বারম্বার ঢোক গিলা; ঘুম ভাল রূপ হয় না অথবা ঘুমের ঘোরে চক্ষু ঘুরাণ; চক্ষু মলিন রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; বারম্বার ক্ষণ স্থায়ী খুশ্‌ খুশে কাশি, বিশেষতঃ রাত্রি যোগে; উদর স্ফীত, কঠিন ও নাভি প্রদেশে বারম্বার বেদনা; মূত্র ত্যাগের কিয়ৎ কাল পরই মূত্র চুনের জলের ন্যায় শাদা হয়; কখন কখন অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণ রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে অজ্ঞাতসারে মূত্র ত্যাগ করিয়া বিছানাদি ভিজাইয়া ফেলে; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বারম্বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ ফট্‌ করে অথবা হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; আক্ষেপ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খেঁচনী। ইহা সূত্রবৎ ক্ষুদ্র কৃমি ও লম্বা গোল কৃমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ফিতার ন্যায় কৃমিতেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রমও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সূত্রবৎ লম্বা গোল কৃমির চিকিৎসায় সান্টোনাইন, ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহার করিলে সিনা বা অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অধিক উপকার পাইতে দেখা যায়।

মার্কিউরিয়াস করোসাইবাস ৩ বা ৬ ডাঃ। ইহা লম্বা গোল কৃমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। শাদা বা সবুজের আভাযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত ভেদ এবং দাস্তের সময় কোঁথপাড়া; পেট ঠোশ মারিয়া থাকা; মুখে দুর্গন্ধ; মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা; রাত্রিতে অস্থিরতা বা নিদ্রাশূন্যতা; গুহ্যদ্বার কুট্‌কুট্‌ করা; গুহ্যদ্বারে কৃমি চলিয়া বেড়াইতে দেখা যায়; বারম্বার আহারের ইচ্ছা বা দুষ্ট ক্ষুধা; বারম্বার আহার করা সত্ত্বেও রোগী জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। উক্ত লক্ষণে মার্কিউরিয়াস্‌ সলিউবিলিস বা বাইবাসও ৬ ডাঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সিনা নামক ঔষধের শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

টিউক্রিয়াম্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। ইহা সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত কুট্‌কুট্ করা; স্নায়বিক উত্তেজনা, নিদ্রাশূন্যতা, মাথাঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যুবা পুরুষ বা যুবতী স্ত্রীলোকের উক্ত প্রকার কৃমিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে একোনাইট, বেলাডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, চায়না, লাইকোপডিয়াম্ এবং সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধও ব্যবহার্য্য। জ্বর-বোধ; নাভির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কঠিন ও সমুদয় উদর স্ফীত; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না, অথবা কতক পরিমাণে চট্‌চটিয়া পদার্থ নির্গত হয়; রাত্রিতে নিদ্রা শূন্যতা ও অস্থিরতা এবং গুহ্য-দ্বারে চুলকানি; মনের উদ্বেগ যাহার দরুণ রোগী শিশু হইলে বিছানায় শয়ন করিতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। মুখ মণ্ডল টল্‌টলে এবং চক্ষু লালবর্ণ; ঘুমের ঘোরে প্রবল বেগে চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা; অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল মূত্রত্যাগ; দাঁত দ্বারা কড়্ মড়্ শব্দ করা; কোঁথান বা কোঁকান এবং ঘুম ভাল হয় না ইত্যাদি লক্ষণে বেলা-ডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। শিরঃপীড়া; চক্ষু কাল্‌চে রেখাদ্বারা পরিবেষ্টিত; মুখমণ্ডল শিটা, টল্‌টলে এবং উদর স্ফীত; নাভির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বেদনা; গুহ্যদ্বারে কুট্‌কুট্ করা, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ইত্যাদি লক্ষণে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। সর্ব্বদা নাক চুলকানী; বারম্বার ঢোক গিলা; ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুমের ঘোরে চক্ষু ঘুরাণ; ক্ষণস্থায়ী খুশ্‌খুশে কাশি, রাত্রিতে যাহার অধিক উদ্রেক হয়; উদর স্ফীত ও কঠিন এবং বার-ম্বার নাভিপ্রদেশে বেদনা; মূত্র ত্যাগের কতকক্ষণ পরই মূত্র চুনের জলের ন্যায় শাদা হয় ইত্যাদি লক্ষণে চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। রোগী মাটির রঙ্গের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ও তাহার চক্ষু নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; অন্ত্র অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ু দ্বারা স্ফীত; কোন প্রাণী হামাদিয়া যাইতেছে বা নড়িতেছে পেটের মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়; সূত্রবৎ কৃমির দরুণ গুহ্যে চুলকানী বা কুট্‌কুট্ করা; মূত্রে লাল বালির কণা বিশিষ্ট তলানি পড়া; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল অত্যন্ত কঠিন ইত্যাদি লক্ষণে লাইকোপডিয়াম্ ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। সর্ব্বদাই সূত্রবৎ ক্ষুদ্র কৃমি, গোল লম্বা কৃমি এবং ফিতার ন্যায় কৃমি নির্গত হয়; গুহ্যে সর্ব্বদা সুড়্ সুড়্ করে

ও কামড়ায়; পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা পায়; সর্ব্বদাই বারম্বার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; প্রায় সর্ব্বদাই গুহ্যদ্বার কুট্‌কুট্‌ করে বা জ্বালা-যুক্ত হয়; গায় ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হয় ইত্যাদি লক্ষণে সালফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। মনোনীত ঔষধের এক মাত্রা প্রাতে ও একমাত্রা রাত্রিতে সেব্য। কিন্তু ক্রমির দরুণ যদি জ্বর বা অন্য কোন অসুখ থাকে তবে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীর আহার দ্রব্য পুষ্টিকর, বলকারক ও সহজে পরিপাক পায় এরূপ হওয়া আবশ্যক। রোগীর পক্ষে অল্প পরিমাণে তৈল, ঘৃত, মস্‌লা দ্বারা রাঁধা কৈ মাছ, মাগুর বা ছোট রুই মাছ মন্দ নহে। অতিরিক্ত পরিমাণে টক বা লবণ খাওয়া উচিত নহে। আবার যাহারা লবণ কম খাইয়া থাকে তাহাদিগের ক্রমি হইলে ভাতাদিতে মাখিয়া লবণ খাওয়া ভাল। কাঁচা শাকাদি ও মিষ্ট দ্রব্য অধিক খাইলে ক্রমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব উক্ত দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ। মিষ্ট দ্রব্য একবারে নিষিদ্ধ। অধিক পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার দরুণ এতদ্দেশে ছোট বালক বালিকা-গণের মধ্যে ক্রমি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ আমার বিশ্বাস।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌ষ্টিপেশন্‌ (CONSTIPATION,—COSTIVENESS.)

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে মল নির্গত না হওয়া এবং মলত্যাগের সময় কষ্টানুভূত হওয়াকেই কোষ্ঠবদ্ধ বলা যায়। সুস্থ শরীরে দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেকেরই একবার করিয়া মলত্যাগ করা আবশ্যক। অতএব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মলত্যাগ না করা অসুস্থতার এক চিহ্ন বা লক্ষণ বলিতে হইবে। আবার অনেকে প্রতি সপ্তাহে ২।৩ বারের অধিক মলত্যাগ করে না, অথচ সুস্থ থাকে বা তাহাদিগের কোন প্রকারের অসুখ হইতে দেখা যায় না। কোষ্ঠবদ্ধ অনেক সময় অন্যান্য রোগের একটী লক্ষণ মাত্র, উহা একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে। অনেক কারণে কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। তন্মধ্যে বারম্বার রেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাই একটী প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। রেচক ঔষধ দ্বারা বারম্বার কোষ্ঠ পরিষ্কার করিলে উহা দ্বারা উপকার না দর্শিয়া বরং অজীর্ণরোগাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

কারণ। সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকা; পাঠাদি মানসিক পরিশ্রমেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকা; অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলাদি দ্বারা রাঁধা মাচ মাংসাদি খাওয়া; শোক, দুঃখ, পাকস্থলী বা যকৃতের অসুখ; রেচক বা ধারক ঔষধ সেবন; আফিম ও কোইনাইন ইত্যাদির-অপব্যবহার ইত্যাদি কোষ্ঠবদ্ধের কতকগুলি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ৬ ডাঃ। মল অত্যন্ত কঠিন ও অতি কষ্টে নির্গত হয়; অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময়; প্রচুর পরিমাণে মল নির্গত হইবে রোগী এরূপ মনে করে, কিন্তু বেগ দিলে কতক পরিমাণে কেবল বায়ু নির্গত হয় এবং অবশেষে কঠিন মল নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। চক্ষুগোলক ও কপালে বেদনা; রোগীর কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হয় না; চাপিলে উদরে বেদনা হয় বা টাটায়; অধিক বাহ্যের বেগ দিলে মনে হয় যেন উদরের মধ্যস্থিত কোন যন্ত্র ফাটিয়া যাইবে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। কোষ্ঠবদ্ধ ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথায় রক্ত সঞ্চিত হইয়া মাথা ঘোরে; মাথায়, বিশেষতঃ কপালে, দপ্‌দপানি ও সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। ওষ্ঠ শুষ্ক ও উষ্ণ; অত্যন্ত পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পানের ইচ্ছা, বারম্বার উদ্গার উঠা, বিশেষতঃ আহারের পর; আহারের পরই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; মাথায় অত্যন্ত টন্‌টনানি বা শিরঃপীড়া, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার হাড় ফাটিয়া যাইবে; নড়া চড়াতে, মাথা ঝাকিলে মাথা বেদনার বৃদ্ধি; মল অত্যন্ত কঠিন, পোড়া মাটির ন্যায়; অত্যন্ত খিট্‌খিট্‌করা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মল কঠিন বড় নেড় ও কখন কখন উহাতে অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাও থাকে; মল

ত্যাগের পর রোগীর মাথা ঝিম ঝিম করে ও সে চক্ষে আঁধার দেখে; পায়ের পাতা আর্দ্র ও শীতল ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল স্ত্রীলোকের প্রচুর রজঃস্রাব বা নিয়মের অতিরিক্ত বারম্বার রজঃস্রাব হয়, তাহাদিগের কোষ্টবদ্ধের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

কষ্টিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বারম্বার কষ্টদায়ক বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না এবং বেগ দেওয়ার সময় রোগীর মুখ-মণ্ডল লালবর্ণ হয়; মল কঠিন ফিকা রঙ্গ বিশিষ্ট শাদাটিয়া ও চর্ব্বির ন্যায় চক্‌চকে, অথবা মল নরম সরু নেড; চলিয়া বেড়াইবার সময় গুহ্যদ্বারে জ্বালা বা টাটানী ইত্যাদি এই ঔষধেব নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ। মল কঠিন ও গুঁটলীর ন্যায় এবং সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত; কখন কখন মলের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়; শরীবের চর্ম্ম অসুস্থ; গায় এক প্রকার ফুস্কুড়ী বাহির হয় যাহা সর্ব্বদাই চুলকায় এবং চুলকাইলে এক প্রকার চট্‌চটিয়া আঠা কল্‌-তানী নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

লাইকোপডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বারম্বার বাহ্যের বেগ, বিশেষতঃ অপরাহ্নে বা সন্ধ্যার সময়; কিন্তু বেগ দিলে সহজে মল নির্গত হয় না; মল পরিমাণে অতি অল্প এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়; দাস্তের পর রোগী মনে করে যেন তাহার গুহ্যে আরো মল রহিয়াছে; অম্ল রোগ বা বুক জ্বালা; আহারের পর অত্যন্ত নিদ্রাবেশ; অল্প পরিমাণে আহার বা পানীয় উদরস্থ হইলেই পেট গলা সমান ভরিযাছে এরূপ অনুভূত হয়; উদ্গার ও উদ্গারে পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়; পেটে ঘড়্ ঘড়্ কল কল শব্দ হয়; মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানী পড়ে; উদরে প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ুব সঞ্চার ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক সময় ২০০ ডাঃ দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়।

ইগ্‌নেসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বাহ্যের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু গুহ্যের জড়তার দরুণ মল নির্গত হয় না; হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া বা গাড়ী ঘোড়ায় চাপিয়া কোষ্ঠবদ্ধ; দাস্তের পর গুহ্যদ্বার হইতে গুহ্যের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত ছুরী বা সূচী বিঁধানের ন্যায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা; রোগী সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করে; পেটে দুর্ব্বল ও খালি বোধ; অর্শ রোগ যাহাতে রক্ত-

স্রাব হয় না; প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় গুহ্য (হাস্নিস) বাহির হয় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাইট্রিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। কোষ্ঠবদ্ধ, যাহার দরুণ রোগী কোন প্রকারের কষ্ট অনুভব করে না; মল কঠিন, শুষ্ক ও পরিমাণে অল্প; দাস্ত হওয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই এবং যখন দাস্ত হয় অতি কষ্টে মল নির্গত হয়, এবং গুহ্যে অত্যন্ত চাপা বোধ হয়; মাথা বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা কাপড় দ্বারা দৃঢ় ভাবে বাঁধা রহিয়াছে; আহারের পর মুখে টক বা তিক্ত স্বাদ; টক উদ্গার উঠা; উদরে অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ুর সঞ্চার; ঘোড়ার মূত্রের ন্যায় অত্যন্ত উগ্র গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মল অত্যন্ত কঠিন লম্বা মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল রহিয়াছে; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মনে হয় যেন গুহ্য দ্বার বুজিয়া বা সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে এবং বেগ দিলে গুহ্য দ্বার ফাটিয়া যাইবে: বারম্বার উদ্গার দ্বারা টক বা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠে; আহারের কিছুকাল পরই উদরে পূর্ণ বা উদরে কোন প্রকারের পাথর বা সীসানির্ম্মিত পদার্থ বসাইয়া রাখার ন্যায় অনুভূত হয়; অর্শ রোগ; বমনোদ্বেগ ও উদরে অতিরিক্ত পরিমাণ দূষিত বায়ুর সঞ্চার; প্রাতে রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া; নিদ্রাশূন্যতা; রাত্রি ৩।৪ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং ১।১ ঘণ্টা জাগিয়া থাকিয়া রোগী পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে এবং তৎপর ঘুম ভাঙ্গিলে সে আপনাকে আপনি অত্যন্ত অসুস্থ মনে করে; রোগী সর্ব্বদাই অসুখ অনুভব করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অজীর্ণ রোগ হেতু কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি খাওয়া; বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তা করা; রেচক ঔষধাদির অপব্যবহার দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

ওপিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পুরাতন উদরাময় বা রেচক ঔষধের অপব্যবহার দ্বারা অন্ত্রের জড়তা উৎপন্ন হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক দিন ব্যাপিয়া কোষ্ঠবদ্ধ ও ক্ষুধা

শূন্যতা; মল কাল গোলার ন্যায় ও পরিমাণে অল্প; শিরঃপীড়া, নিদ্রাবেশ, মাথা ঝিম ঝিম করা; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে; মূত্রাবরোধ বা মূত্রাল্পতা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। বৃদ্ধ বয়সে, বা ভয় খাইয়া অথবা অন্ত্রের পক্ষাঘাত হেতু কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। যে প্রকার কোষ্ঠবদ্ধে বাহ্যের বেগ একবারেই থাকে না, অথচ পেটে ভার বোধ হয়, তাহার পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী। যে প্রকার কোষ্ঠবদ্ধে বারম্বার বাহ্যের বেগ হয়, অথচ বেগ দিলে মল নির্গত হয় না, তাহাতে নাক্স্-বমিকা ব্যবহার্য্য।

ফস্ফরাস ৩ বা ৬ ডাঃ। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল কায়বিশিষ্ট, অথবা যক্ষ্মা-কাশাক্রান্ত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধে বিশেষ উপকারী। মল কঠিন লম্বা সরু নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বৃদ্ধ বয়সে পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ; আহারের পর উদ্গার দ্বারা অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ; আহারের পর নিদ্রাবেশ, বিশেষতঃ শেষ বেলাতে আহারের পর ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

প্লাম্বাম্ মেটেলিকাম্ ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পেটকামড়ানী; মল কাল্‌চে কটাবর্ণ ও পরিমাণে অল্প, গোলার ন্যায় বা ভেড়াদির মলের ন্যায়, যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার অত্যন্ত বাহ্যের বেগ অথচ বেগ দিলে অতি কষ্টে অল্প পরিমাণে মল নির্গত হয়; মল ত্যাগের সময় গুহ্য দ্বারের সঙ্কোচন বা উহাতে আঁটা বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। পক্ষাঘাতাক্রান্ত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা বা তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করিয়া কোষ্ঠবদ্ধ; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় ইত্যাদিতে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বা নম্র স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। রজঃরোধের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মল কঠিন গুটলি ও উহার সঙ্গে কখন কখন শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে; মল ত্যাগের সময় গুহ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা; গুহ্যে ভার বোধ ও গুহ্যে কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, মল ত্যাগের পরও যাহার উপশম হয় না ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

গর্ভবতী স্ত্রীলোক অথবা যে সকল স্ত্রীলোকের কোন প্রকারের জরায়ুর অসুখ থাকে, তাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাইলিসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মল এত কঠিন যে গুহ্যের এমন শক্তি নাই যদ্দারা মল বাহির করিয়া দেয়; অনেক কোঁথপাড়ার পর মল কতক পরিমাণে নির্গত হইয়া পুনরায় গুহ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; স্ত্রীলোকের কোষ্ঠবদ্ধ, বিশেষতঃ রজঃস্রাবের সময়; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। শ্লেষ্মা সংযুক্ত লম্বা কঠিন মোটা নেড় মল ত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও টাটানি; কঠিন গুঁটলি মলত্যাগ ও অর্শ রোগ; মল ত্যাগের সময় প্রথম বেগ দেওয়ার সময়ই অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী বেগ দিতে ভয় খায়; শীরঃপীড়া ও মাথায় দপ্‌দপানি; মাথার উপরি ভাগে সর্ব্বদা উষ্ণানুভব; অনেক সময় বাহ্যের বেগ দিলে কষ্টের দরুণ রোগী মূর্চ্ছা যায়; উদরে অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ুর সঞ্চার এবং পেট ঠোশ মারিয়া থাকা; চর্ম্মরোগ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। এই ঔষধ অন্যান্য ঔষধের কার্য্যের সহায়তা করে। নাক্স্‌ বমিকার সঙ্গে লক্ষণ বিশেষে পর্য্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

বিরেট্রাম্‌ আল্‌বাম্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পুরাতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধ, বিশেষতঃ শিশুগণের; মল কঠিন ও লম্বা মোটা নেড়; গুহ্যের পক্ষাঘাতের ন্যায় মল ত্যাগের সময় অত্যন্ত কোঁথপাড়া এবং তদ্দরুণ কপালে প্রচুর পরিমাণে শীতল ঘর্ম্ম হয়; মল ত্যাগের পর অত্যন্ত নিস্তেজতা ও অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইস্কুলাস্‌ হিপোকাষ্টেনাম্‌ ২ বা ৩ ডাঃ। বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; মল লম্বা, মোটা, শুষ্ক ও কাল্‌চে; মলত্যাগের পর গুহ্য (হারিশ) বাহির হইয়া পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেদনা; মনে হয় যেন গুহ্যের মধ্যে কতক গুলি কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা লাগিয়া রহিয়াছে; উদর ও বস্তিকোটরে দপ্‌ দপ্‌ করা; অর্শরোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে কন্‌ কনানি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

আলুমিনা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গুহ্যের অত্যন্ত জড়তা এবং

শুষ্কতা; মল অত্যন্ত কঠিন, গুঁট্‌লী এবং পরিমাণে অল্প; মল ত্যাগের পর গুহ্যের মধ্যে কুট কুটানি এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; অতি নরম মল ত্যাগ করিতেও অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। সীসা জনিত অসুখ হইলে এই ঔষধ সেব্য।

আগারিকাশ ৩ বা ৬ ডাঃ। মল প্রথমে কঠিন গুঁটলে, তৎপর কতক তরল, এবং অবশেষে উদরাময়ের ন্যায় তরল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূতার ন্যায় গোল কৃমি থাকিলে যেরূপ হয়, গুহ্যের মধ্যে সেরূপ কুটকুটানি এবং সুড়্‌সুড়ী; পাকস্থলীর অসুখ এবং উদ্গার সঙ্গে সঙ্গে যকৃত প্রদেশে সূচি বিঁধানের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা; হাতপায়ের পাতা লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালা ও চুলকানি; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। সর্ব্বদা বিড়্‌বিড়্ খিট্ খিট্ করা এবং একাকি থাকার স্বভাব; অতি প্রত্যূষে উদগার এবং তল পেটের বাম পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা; প্রথমতঃ কঠিন লম্বা ও মোটা নেড় এবং তৎপর নরম মল ত্যাগ; কঠিন লম্বা ও মোটা নেড়, গুহ্য দ্বার হইতে নির্গত হইয়াই যাহা ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হয়, মল চক্ চকে কঠিন শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আনাকার্ডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০। বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; মনে হয় যেন গুহ্যের মধ্যে একটী গুঁজি দিয়া রাখা হইয়াছে; যদি শীঘ্র মল নির্গত না হয়, তবে হেঁচ্‌কা টান মারিলে যেরূপ হয়, উদরের এক পাশ হইতে অপর পাশ পর্য্যন্ত বারম্বার সেরূপ যাতনা অনুভূত হয়; মল প্রথমতঃ তরল থাকে এবং তৎপর কঠিন এবং ফিকা মল বিশিষ্ট হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আয়োডিয়াম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগী গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট, জীর্ণ শীর্ণ; মল কঠিন গুঁট্‌লী এবং কাল্‌চে; পুরাতন আকারের শিরঃ পীড়া, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে; প্রত্যেকবার নড়া চড়াতে, মাথার দপ্‌দপানি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

চেলিডোনিয়াম্ মেজাস্ ১ বা ৩ ডাঃ বা θ। যাহাদিগের যকৃতের অসুখ জনিত কোষ্ঠবদ্ধ হয় তাহাদিগের চিকিৎসায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। মুখাকৃতী পিটা বা কামল রোগের ন্যায় হরিদ্রার আভাযুক্ত; ডাইন স্কন্ধাস্থির বাম কোণ প্রদেশের নিম্নভাগে অনবরত বেদনা; যকৃত প্রদেশ

হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত হঠাৎ খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মল ভেড়ার নাদের ন্যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

রুটা গ্রাবিয়োলেন্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। অতি অল্প পরিমাণে ভেড়ার মলের ন্যায় কঠিন মলত্যাগ; বারম্বার বাহ্যের বেগ এবং বেগ দিলে গুহ্য দ্বার (হারিস) বাহির হইয়া পড়া; গুহ্য দ্বার বাহির হইয়া পড়ার দরুণ মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্টানুভব; কোন প্রকারের আঘাত পাওয়ার পর কোষ্ঠবদ্ধে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাল্ফিউরিক্ আসিড্ ৬ বা ১২ ডাঃ। মল কঠিন গুঁটলী, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও রক্তের ছিটযুক্ত; মলত্যাগের সময় এরূপ বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হয় যে তদ্দরুণ মনে হয় যেন গুহ্য বা গুহ্য দ্বার ছিঁড়িয়া যাইবে; শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং মনে হয় যেন সমুদয় শরীর কাঁপিতেছে, কিন্তু শরীর বাস্তবিক কাঁপে না; টক উদ্গার উঠা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

থুজা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মলত্যাগের সময় গুহ্যের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল বেদনা বা যাতনা; বৃহৎ আকারের কটাবর্ণের কঠিন, রক্তের ছিট্যুক্ত মলত্যাগ; গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারের অত্যন্ত কষ্টদায়ক সঙ্কোচন এবং তৎপর অন্ত্রের মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বারম্বার প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালী ইত্যাদিতে অত্যন্ত জ্বালানুভব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

জিঙ্কাম্ মেটেলিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। কঠিন, শুষ্ক, অতি অল্প পরিমাণ বা অপ্রচুর মলত্যাগ; মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কোঁথপাড়া এবং উদরের মধ্যে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হওয়া; হাতের কম্পন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের অগ্রভাগ ঠাণ্ডা হওয়া; পুরাতন আকারের বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে কম দেখা; পা এবং পায়ের পাতায় চুল চুলা বোধ, যাহার দরুণ রোগী পা বারম্বার নাড়িতে বা চালিতে বাধ্য হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ বা θ। মল কালচে ও কঠিন; মলত্যাগের সময় কোঁথপাড়া এবং গুহ্য দ্বার (হারিস) বাহির হইয়া পড়া; স্ত্রীলোকের জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ;

সন্তান প্রসবের পর অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ। যকৃতের পুরাতন আকারের প্রদাহে অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধে বিশেষ উপকারী। অনেক সময় ৩, ৬ ডাঃ অপেক্ষা মূল আরোক, ১ হইতে ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া, অনেক রোগীর চিকিৎসায় অধিক উপকার পাইতে দেখা যায়।

ঔষধের মাত্রা। রোগ তরুণ হইলে প্রতিদিন মনোনীত ঔষধের ২।৩ মাত্রা, রোগ পুরাতন হইলে রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় ১ মাত্রা সেব্য। যদি দুইটী ঔষধ ব্যবস্থা হয়, তবে একটী ঔষধ প্রাতে ও অন্য একটী ঔষধ রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধ রোগ আছে, তাহাদিগের প্রতিদিন কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পায়খানায় যাওযার অভ্যাস করা উচিত। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠার পর, পায়খানায় যাওয়ার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। কারণ, উক্ত সময়ই ভাল এবং সকলের পক্ষে সুবিধা জনক। মলত্যাগের সময় যাহাদিগের গুহ্য (হারিস) বাহির হয় তাহাদিগের রাত্রিতে শয়ন করিবার পুর্ব্বেই পায়খানায় যাওয়া উচিত। যদি ঔষধ প্রয়োগে কোষ্ঠ না হয়, তবে ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবান মিশাইয়া উহা দ্বারা গুহ্য দ্বার দিয়া পিচকারী দিবে। এই উপায়েও যদি মল নির্গত না হয়, তবে হাতের তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলিতে নারিকেল তৈল মাখিয়া গুহ্য দ্বারে প্রবেশ করাইয়া মল টানিয়া ফেলা যাইতে পারে। ভাত, গোধূমের ভুষি বা সুজির রুটি, বুটের ডাইল, কাঁচা বা সামান্য রকমে ভাজা মুগের ডাইল, আলু, পটল, মুলা, ফুলকফি, কলাই শুটী, সিম, বেগুন, কাঁচকলা, ডুমুর, মোচা ইত্যাদি তরকারী ব্যবস্থা। মৎসের মধ্যে কৈ, মাগুর, রুই ইত্যাদি ব্যবস্থা। যত পরিপাক পায় রোগীর তত পরিমাণে দুধ খাওয়া উচিত। পেপে, সুমিষ্ট আম, কমলালেবু, পেয়ারা, কাল জাম, কুল ইত্যাদি ফল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। যকৃতের পুরাতন আকারের জড়তার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ হইলে প্রতি দিন প্রাতে পায়খানা হইতে আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া ১ বা ২ কাঁচ্চা আন্দাজ ভিজা কাঁচা মুগের ডাইল অল্প পরিমাণ লবণ মিশাইয়া খাইলে উপকার দর্শে। আহারের অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পর ঘুমান উচিত। রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এক গ্লাশ শীতল জল পান করিয়া শয়ন করিবে। প্রতিদিন কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান, প্রাতে ও বৈকালে বহির্ব্বায়ুতে নিয়মিত রূপে অঙ্গ চালনা, নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা ইত্যাদি মোটামোটী কতকগুলি

নিয়ম পালন করিলে কোষ্ঠবদ্ধের উৎপাত হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অজীর্ণ রোগের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অর্শ রোগ বা পাইল্‌স্‌ (HŒMORRHOIDS.—PILES.)

গুহ্যের হিমারয়ডেল্‌ শিরা (Hœmorrhoidal Veins) গুলির বিবৃদ্ধির জন্যই অর্শরোগ হইয়া থাকে। এই বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত শিরা গুলি বলি, বা টিউমারে (Tumour) পরিণত হইয়া গুহ্যের সঙ্কোচক যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে ও বাহিরে অবস্থিতি করে। এই বলি গুলির আয়তন পাট্‌নাই মটর হইতে একটী চিনের বাদামের ন্যায় হয়। বলি গুলি প্রচাপনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়। গুহ্যদ্বারের মধ্যে বলি হইলে উহাকে অন্তর্বলি বা ইণ্টার্ণেল্‌ পাইল্‌স্‌ (Internal Piles) এবং গুহ্যদ্বারের বহির্দ্দেশে হইলে উহাকে বহির্বলি বা এক্‌ষ্টার্ণেল্‌ পাইল্‌স্‌ (External Piles) বলে। আবার এই বলি গুলি হইতে রক্তস্রাব হইলে উহাকে রক্ত স্রাবক অর্শ বা ব্লিডিং পাইল্‌স্‌ (Bleeding Piles) এবং উহা হইতে রক্ত নির্গত না হইলে উহাকে অন্ধ অর্শ বা ব্লাইণ্ড্‌ পাইল্‌স্‌ (Blind Piles) বলে। রক্তস্রাব না হইয়া যদি কেবল শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তবে উহাকে শ্লৈষ্মিক অর্শ বা মিউকাশ পাইল্‌স্‌ (Mucous Piles) বলে। শেষোক্ত প্রকারের অর্শ রোগ অনেক সময় আমাশয় বলিয়া অনেকের ভ্রম হইতে পারে। স্ফীত শিরা গুলি সর্ব্বদা স্ফীতাবস্থায় থাকে না। কখন কখন উক্ত শিরা গুলির স্ফীতি একবারে কমিয়া যাইয়া বলি গুলি অদৃশ্য হয় এবং রোগী কোন বিশেষ অসুবিধা অনুভব করে না। আবার যখন অর্শ বৃদ্ধি পায়, তখন বলি গুলি সচরাচর লাল বা বেগুনী হয়, প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহাতে দপ্‌দপানি, ছিঁড়িয়া ফেলা বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হয়। এই বেদনা বা যাতনা মলত্যাগের সময় অসহ্য হইয়া পড়ে। রক্ত নির্গত হইয়া গেলে বেদনা যন্ত্রণাদির অনেক উপশম হয়। কিন্তু রক্তস্রাবক অর্শ রোগে হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে বেদনা যন্ত্রণাদির সীমা পরিসীমা থাকে না এবং উহার দরুণ অনেক অনিষ্টও হইতে পারে। অনেকের বলি গুলি দিয়া অনবরত রক্তস্রাব হয় এবং তাহা হইলে রোগীর মুখাকৃতি পিটা বা

হরিদ্রার আভাযুক্ত হয়। এই রোগে রোগীর মৃত্যু হয় না বটে; কিন্তু ক্রমাগত অনেককাল ধরিয়া রক্তস্রাব হইলে রক্তাল্পতা বা এনিমিয়ার (Anæmia) দরুণ অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

কারণ। কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য সর্ব্বদা রেচক ঔষধ সেবনই অর্শ রোগের এক প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ; বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম করা; মদ্যপান, গর্ভাবস্থা, সন্তান প্রসব করা ইত্যাদি উদ্দীপক কারণ মধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা।

অর্শ রোগ সম্পূর্ণ রূপে আরাম হয় কি না সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ, আমি এপর্য্যন্ত অর্শ রোগাক্রান্ত যত লোকের চিকিৎসা করিয়াছি তন্মধ্যে একটী রোগীকেও আমি সম্পূর্ণ রূপে আরাম করিতে পারি নাই। তবে ঔষধ প্রয়োগ এবং আনুষঙ্গিক উপায় দ্বারা যে রোগ অনেকটা থামাইয়া রাখা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। অতএব লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহার্য্য।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রক্তস্রাবক এবং অন্ধ উভয় প্রকারের অর্শ রোগেই এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। বৃহৎ বলি, বলীর মধ্যে জ্বালাযুক্ত বা হুলফুটানের ন্যায় বেদনা; মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় গুহ্যে বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মলত্যাগে কষ্টানুভব করে; মলত্যাগের সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে চিড়িক মাড়া বা চর্ব্বনবৎ প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বা চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; মলত্যাগের পর বা উহার আভ্যন্তরিক কালে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত পড়া বা কোঁথপাড়া; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার; কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। মদ্যপান, অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা তরকারি বা মৎস্য মাংস খাওয়া; বহির্ব্বায়ুতে কোন প্রকারের অঙ্গচালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম করা; কোমরের কাপড় সর্ব্বদা কসিয়া পরা, গুহ্যে কঠিন মলের সঞ্চার; গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ভার গুহ্যে পড়া বা উদরস্থ অন্যান্য যন্ত্রের স্ফীতি ইত্যাদি দ্বারা রোগ উৎপন্ন হইলে

অনেক সময় এই ঔষধের ২০০ ডাঃ দ্বারা অন্যান্য ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে। এই ঔষধের সঙ্গে সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। ইহা সকল প্রকারের অর্শ রোগেই এক অত্যন্ত উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। বারম্বার বাহ্যের বেগ যাহা রক্তমিশ্রিত তরল ভেদ বা কঠিন মলত্যাগের পরও দূরীভূত হয় না; দাস্তের পর গুহ্যদ্বারে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা, জ্বালা ও টাটানি; মলত্যাগের সময়, বিশেষতঃ কঠিন মলত্যাগের সময়, গুহ্য (হারিস) বাহির হইয়া পড়া; পৃষ্ঠদেশে চর্ব্বণবৎ প্রখর বেদনা; মূত্রত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালানুভব; অন্ত্রে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা; শরীরে সর্ব্বদাই অসুখ বোধ ও তদ্দরুণ *মানসিক অবসন্নতা; সর্ব্বদাই মাথার উপরিভাগে উষ্ণানুভব ইত্যাদি লক্ষণে* এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন কোন সময় এই ঔষধের ২০০ ডাঃ দ্বারা অন্যান্য ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়। এই ঔষধের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে নাক্স্‌বমিকা সেবন করা আবশ্যক হইতে পারে। অনেক সময় সাল্‌ফার ও নাক্স্‌বমিকা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। ইহা দ্বারাই রোগ আরাম হইতে দেখা যায়।

লাইকোপডিয়াম্‌ ১২ বা ৩০ ডাঃ। অনেক কাল স্থায়ী বড় বলী সম্বলিত পুরাতন আকারের অর্শরোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাতে যন্ত্রণাদি বিশেষ থাকে না; রোগী হরিদ্রার আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ হয়; মানসিক অবসন্নতা; অবশবোধ ও নিদ্রাশূন্যতা; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার; *পেট ফাঁপা; মলের সঙ্গে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া* ও মলত্যাগের সময় গুহ্য (হারিস) বাহির হইয়া পড়া; ফুস্ফুস ইত্যাদি বক্ষস্থিত যন্ত্র রক্তাধিক্য; বারম্বার প্রস্রাবের বেগ ও মূত্রের সঙ্গে শ্লেষ্মা বা কাল্‌চে রক্ত নির্গত হওয়া; মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় পদার্থ থাকা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। এই ঔষধ দ্বারা রোগ একবারে আরাম না হইলেও উহার অনেক উপশম হয়। অনেক রোগীর চিকিৎসায় অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা, ২০০ ডাঃ দ্বারা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। সার্ব্বাঙ্গিক রক্তাধিক্য, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও কর্ণের পশ্চাৎভাগে দপ্‌দপানি; পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত প্রখর বেদনা; জ্বরের ন্যায় অস্থিরতা, গুহ্যদ্বারে কাঁটা ফুটানের ন্যায় বেদনা

বা চিড়িকমারা; বলীগুলি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ও টাটায় এবং সামান্য স্পর্শনেই উহাতে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হইয়া রোগী কষ্টে চীৎকার করিয়া উঠে; বেদনাদি হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ যায়; প্রত্যেকবার মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে প্রবল বেদনা; প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হয়; কিন্তু উহা দ্বারা যাতনাদির কোনও উপশম হয় না; মূত্রাবরোধ এবং গুহ্যের আক্ষেপ; সর্ব্বদাই নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। যখন বলি গুলি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ও টাটায় তখন বেলাডোনার মূল আরোক ২০ ফোঁটা, ২০ ফোঁটা ডাইলুট্ স্পিরিটে মিশাইয়া তুলি বা একখানি সরু কাপড়ের নেকড়া দ্বারা বলি গুলিতে লাগাইয়া দিলে বেদনাদির অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় বেলাডোনার বাহ্য প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে একোনাইটের মূল আরোক ২০ ফোঁটা, ২০ ফোঁটা প্রুফ স্পিরিটে মিশাইয়া বেলাডোনার ন্যায় বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গুহ্যদ্বারে জ্বালাযুক্ত হুল ফুটানের ন্যায় প্রবল বেদনা; রাত্রিতে বেদনাদির বৃদ্ধি; বলি গুলি উষ্ণ, কাল্চে নালবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; মলত্যাগের সময় বেদনা ও কোঁথপাড়া এত বৃদ্ধি হয় যে, উহাতে রোগী মূর্চ্ছা যায়; অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়; গুহ্যে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কৃচ্ছ্র ও পৃষ্ঠদেশ ও কোমরে প্রায়ই জ্বালাযুক্ত বেদনা; অনেক সময়ে প্রচুর পরিমাণে কাল্চে রক্তস্রাব, যদ্দ্বারা বেদনাদির কোনও উপশম হয় না; অত্যন্ত পিপাসা এবং বারম্বার অল্প পরিমাণে জল পান; রাত্রি দুই প্রহরের পর যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অর্শের সঙ্গে সঙ্গে ভগন্দর থাকিলে যদি ঘা হইতে রক্ত মিশ্রিত পূঁয পড়ে ও ঘায়ে জ্বালা বা চড়্চড়ানী থাকে, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ইস্কুলাস হিপোকাস্টেনাম্ ২ বা ৩ ডাঃ। বেগুনী রঙ্গের বড় বহির্ব্বলি; অধিক বা অল্প পরিমাণে রক্ত নির্গত হওয়া; গুহ্যদ্বারে চুল-কানী ও জ্বালাযুক্ত বেদনা ও উহাতে শুষ্ক ও ভার বোধ; কোমর ও উহার নিম্নভাগ এবং গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে চর্ব্বণবৎ বেদনা; পৃষ্ঠদেশ এরূপ কঠিন বা শক্ত হয় যে উহার দরুণ চলিয়া বেড়াইতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; সর্ব্ব-দাই পৃষ্ঠদেশে বেদনা ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, যে প্রকার অর্শরোগে রক্ত নির্গত না হইয়া বলী গুলি ভয়ানক

রূপে টাটায়, সে প্রকার অর্শ রোগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। আবার কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, যে প্রকার অর্শ রোগে রক্ত পড়ে না এবং মল কঠিন না হইয়া অর্দ্ধ তরল হয় ও বাহ্যের বেগ দিলে সমুদয় মল নির্গত না হইয়া আংশিক রূপে নির্গত হয়, সে প্রকার অর্শের পক্ষে এই ঔষধ অধিক উপকারী। এই ঔষধের মূল আরোক ১০ ফোঁটা, অলিব্ অএল (Olive Oil) দেড় ড্রাম এবং কতক পরিমাণ মোম একত্রে মিশাইয়া মল ত্যাগের সময় বলি গুলিতে লাগাইলে যন্ত্রণাদির বিশেষ উপশম হয়।

আলোজ ৩ বা ৬ ডাঃ। অধিক সংখ্যক বহির্ব্বলি যাহা গুহ্যদ্বার প্রায় পরিবেষ্টন করিয়া থাকে; গুহ্য নীচ দিকে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; বলি গুলিতে উষ্ণ বোধ ও টাটানী, শীতল জল প্রয়োগে যাহার উপশম হয়; অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; রক্ত সংযুক্ত ভিজা গোঁদের ন্যায় মলত্যাগ; ভগন্দর; মাথায় ভার বোধ ও ঘুশ্ঘুশে শিরঃপীড়া; যকৃতে ঘুশ্ঘুশে বেদনা; মলত্যাগের সময় প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ কাল্চে রক্তস্রাব, যাহার দরুণ রোগীর শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। এই ঔষধের সঙ্গে সাল্ফার ৩০ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে।

এপিস্ মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। বলীতে হুলফুটান, চিড়িক মারার ন্যায় বা জালাযুক্ত বেদনা বা টাটানি, ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে যাহার উপশম হয়; কোষ্ঠবদ্ধ এবং পেটে এরূপ আঁটা বোধ হয় যে মলত্যাগ করার সময় বেগ দিলে পেটের মধ্যের যন্ত্রাদি যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয়; স্ত্রীলোকের ডাইন ডিম্বকোষের বিবৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের বামপার্শ্বে বেদনা ও কাশি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বহির্ব্বলী স্ফীত ও বড় হইয়া উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গমন; গুহ্যের মধ্যে জ্বালা এবং কুটকুটানি এত অধিক হয় যে উহার দরুণ রোগী স্থির ভাবে থাকিতে পারে না; গুহ্যের মধ্যে টানিয়া ধরার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা, মলত্যাগের পরই যাহার অধিক বৃদ্ধি হয়; স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব বারম্বার এবং প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে হয়; পায়ের পাতা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও আর্দ্র; নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস ৩ ক্রমের গুঁড়া, ৬ বা ৩০ ডাঃ। বলী গুলি স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া উহা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব; গুহ্য দ্বার দিয়া ক্ষতকারক ও উগ্র, দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় পদার্থ নির্গমন; বলী গুলিতে চুলকানি, সুড় সুড়ী এবং জ্বালা; রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা মল ত্যাগ; উদরস্থ পচা উগ্র গন্ধযুক্ত টক উদ্গার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য দ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

কষ্টিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গুহ্যের মধ্যে এবং বাহিরে এরূপভাবে বড় বলী প্রকাশ পায় যে উহার দরুণ মলত্যাগ করার সময় অত্যন্ত বেদনা বা টাটানির উদ্রেক হয় এবং মলত্যাগের ব্যাঘাত জন্মে; বলী গুলিতে হুলফুটানের ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা, চলিবার সময় যাহা একবারে অসহ্য হইয়া পড়ে; উদরে এত চাপ বোধ হয় যে উহার দরুণ মনে হয় যেন পেট ফাটিয়া যাইবে। রোগী দুর্ব্বল, গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট এবং তাহার মুখাকৃতি হরিদ্রার আভাযুক্ত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

কলিন্সোনিয়া ক্যানেডেন্সিস্ ১ ডাঃ বা θ। রক্তস্রাবক বা অন্ধ অর্শ রোগে মনে হয় যেন পাথরের টুকরা বা বালির কণা গুহ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বা লাগিয়া রহিয়াছে; কোষ্ঠ বদ্ধ অভ্যস্ত এবং অনিবার্য্য; মল পরিমাণে অধিক এবং খস্‌খসে, লালবর্ণ এবং মলত্যাগের সময় গুহ্য দ্বারে ঘুশ্ ঘুশে বেদনা; কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা; বৈকালে বা সন্ধ্যার সময় যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি এবং প্রাতে উহার হ্রাস ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। স্ত্রীলোকের অর্শ রোগে ইহা বিশেষ উপকারি। অনেক সময় এই ঔষধের মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া মিশ্র আরোক অপেক্ষা অনেক রোগীর চিকিৎসায় আমি অধিক ফল পাইয়াছি।

ডায়োস্কোরিয়া বিলোসা ১ ডাঃ। অন্ধ অর্শে বলী গুলি আঙ্গুর ফলের আকার বিশিষ্ট, গুহ্য দ্বার পরিবেষ্টন করিয়া থাকে; গুহ্যদ্বার দিয়া অনবরত চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক নির্গত হয়; অর্শের বলী হইতে যকৃত পর্য্যন্ত অস্ত্র দ্বারা খোঁচা মারার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মল কাল, কঠিন ও মোটা নেড় এবং পরিমাণে অধিক ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। কখন কখন কোন কোন রোগীর চিকিৎসায় মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া অধিক উপকার পাওয়া যায়।

গ্রাফাইটিস্ ৩ ক্রমের গুড়া বা ৬ ডাঃ। অর্শ রোগের সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য বাহির হইয়া পড়া; বলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফাটিয়া যাওয়া এবং ফাটা স্থানে কষ্টকর জ্বালাবোধ; গুহ্যের মধ্যে জ্বালা, চুলকানি ঘাটিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; গুহ্য দ্বারের পক্ষাঘাত হইলে যে রূপ হয়, কোঁথ বা বেগ না দিলেও সেরূপ গুহ্য বাহির হইয়া পড়া; অনেক কালের পুরাতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধ এবং তদ্দরুণ অতি কষ্টে কঠিন গুঁটলে মল ত্যাগ; চর্ম্ম অসুস্থ এবং তদ্দরুণ সমুদয় শরীরে ফুস্কুড়ী যাহা হইতে আঠা জলবৎ তরল কলতানি নির্গত হয়; গুহ্য দ্বার ফাটিয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

হামামেলিস্ ১ বা ৩ ডাঃ। বলী দিয়া প্রচুর রক্ত পড়া এবং গুহ্য দ্বারে জ্বালা, টাটানি, এবং কখন কখন উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হওয়া; সামান্য পরিমাণ রক্ত পড়িলেই রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে; *পৃষ্ঠদেশ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয়, নাক দিয়া, গলা* দিয়া এবং গুহ্যদ্বার দিয়া কাল্‌চে রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হাইড্রাষ্টিস্ ক্যানেডেন্‌সিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। অর্শের বলি হইতে সামান্য পরিমাণে রক্ত পড়িলেই রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; কোষ্ঠবদ্ধ, মল পরিমাণে অধিক ও শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; উদরে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ শূল বেদনা (Flatulent Colic) এবং উহার আক্রমণের সময় মূর্চ্ছা যাওয়া; পাকস্থলী যেন পড়িয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইগ্‌নেসিয়া ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। গুহ্যের অতি উর্দ্ধাংশে খোঁচা বিঁধার ন্যায় প্রখর বেদনা; অন্তর্ব্বলী যাহা প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় গুহ্য দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে এবং হাত দিয়া ঠেলিয়া না দিলে গুহ্যের মধ্যে উহা পুনরায় প্রবিষ্ট হয় না; ছাল উঠিলা গেলে যেরূপ হয়, বলির স্থানে সেরূপ জ্বালা ও টাটানি; মল তরল হইলেই রক্তস্রাব এবং যাতনা অধিক বৃদ্ধি পায়; বস্তির চতুর্দ্দিকে কসিয়া বা টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; রোগী সর্ব্বদাই শোকাতুর ও খুব্ধ থাকে এবং পেটে খালি বোধ করে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যালী কার্ব্ব ১ বা ৩ ডাঃ। বৃহৎ আকারের অন্তর্ব্বলী, প্রস্রাব করার সময় গুহ্যদ্বার হইতে অনেক বাহির হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বেদনা-

যুক্ত হয়; মল লম্বা মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; মলত্যাগের সময় বলীগুলি স্ফীত হয়, উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং গুহ্য দ্বারে কুট কুট করে ও জালানুভূত হয়; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মলত্যাগের ২।১ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই পেটে শূল বেদনা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মিউরিয়াটিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। গুহ্য দ্বারের চতুর্দ্দিকে বড় বড় বলী সম্বলিত অর্শ রোগ এবং বলিতে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানি; বলী গুলি বেগুনী রঙ্গের এবং উহা অত্যন্ত টাটায় ও বেদনাযুক্ত হয়; গুহ্য দ্বারে অত্যন্ত চুলকানি, চুলকাইলেও যাহা নিবারিত হয় না বা উপশম হয় না; মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়; মূত্র ত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাইট্রিক্ আসিড্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। রক্তস্রাবক অর্শে প্রত্যেক বার মলত্যাগের সময় অন্তর্ব্বলী গুলি গুহ্যদ্বারের বাহির হয় এবং গুহ্যদ্বার দিয়া উজ্জল লালবর্ণ তরল রক্ত পড়ে; গুহ্য দ্বারে কর্ত্তনবৎ প্রখর বেদনা যাহা মলত্যাগের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত ও থাকে এবং তরল মলত্যাগে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; পুরাতন আকারের অর্শ রোগে গুহ্য দ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হয়; গুহ্য দ্বার ফাটিয়া যাওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। রাত্রি দুই প্রহরের পর যাতনাদির বৃদ্ধি এবং গরমীর ব্যাবামের ধাতু এই ঔষধের দুইটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

ফস্ফরাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। বলী গুলিতে ছুরি দিয়া কাটার ন্যায় প্রখর বেদনা এবং উহা হইতে প্রচুর রক্ত পড়া, প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় বলীগুলি দিয়া সরুধারে স্রোতের ন্যায় রক্ত পড়া; গুহ্যের মধ্যে ক্ষত এবং তদ্দরুণ গুহ্য দ্বার দিয়া পূঁয রক্তপড়া; মল সরু কঠিন নেড় এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ, θ। প্রসবের সময় এবং উহার পর অর্শ এবং তদ্দরুণ গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া; প্রসবের সময় জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও জরায়ুর যথোচিত সঙ্কোচনের অভাবে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৬ ডাঃ। অন্ধ অর্শ রোগের বলিতে অত্যন্ত কষ্ট-

দায়ক চাপা বোধ; গুহ্যের মধ্যে হুল ফুটানের ন্যায় যাতনা এবং চুলকানি ও গুহ্যদ্বারে টাটানি; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে মুখে বমনোৎপাদক বিশ্রী স্বাদ; অনবরত শীত বোধ; সর্ব্বদা কাঁদা বা দুঃখ প্রকাশ করার ভাব; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা; বৈকাল বেলা বা সন্ধ্যার সময় সমুদয় অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অধিক ফল পাইয়া থাকেন।

রাস্‌টক্স্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। অন্তর্ব্বলী বিশিষ্ট অন্ধ অর্শ; বলি গুলি অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় এবং প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর গুহ্য দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে; পৃষ্ঠদেশে উপরের দিক হইতে নীচের দিকে টানিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, গুহ্যের মধ্যে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা, নড়াচড়াতে যাহার উপশম হয়; শরীর ভিজিলে বা অত্যন্ত ভারি বোঝা উঠাইলে রোগের যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; বাত রোগের ধাতু ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রক্ত স্রাবক অন্তর্ব্বলী বিশিষ্ট অর্শ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর গুহ্য দ্বার এবং অন্তর্ব্বলী গুলি বাহির হইয়া পড়া; গুহ্যের মধ্যে অনবরত মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় যাতনা বা কষ্টকর কোঁথপাড়া; এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদ্বারে গরম বোধ, জ্বালা এবং উহার স্ফীতি; গুহ্য দ্বার দিয়া অনবরত জলের ন্যায় পদার্থ নির্গমন; গুহ্য দ্বারের মধ্যে ভারি বোধ বা উহাতে একটী গোলার ন্যায় পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়া, মলত্যাগের পরও যাহার উপশম হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় অর্শ রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রক্তস্রাবক অর্শ রোগে গুহ্যদ্বারে হুল ফুটানের ন্যায় যাতনা এবং চাপা বোধ; সমুদয় শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ এবং জ্বরভাব; অনবরত অস্থিরতা এবং অনেকক্ষণ একভাবে থাকিবারে অশক্তি; রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। অনেক সময় এই ঔষধের মূল আরোক ৫ ফোঁটা, ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া,

উক্ত মিশ্রিত জলে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া গুহ্য দ্বারে লাগাইয়া রাখিলে বেদনা টাটানির অনেক আশু উপশম হইয়া থাকে।

ঔষধের মাত্রা। রোগ তরুণ এবং বেদনাদি প্রখর বা অসহ্য হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগ পুরাতন হইলে প্রতি দিন ঔষধের ১।২ বা ৩ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। অন্ধ অর্শ রোগে উষ্ণ জলে একখানি স্পঞ্জ ভিজাইয়া বলি গুলিতে সেক দিলে বেদনাদির অনেক উপশম হয়। অথবা অর্দ্ধ পোয়া উষ্ণ জলে আর্ণিকার মূল আরোক ৫ ফোঁটা মিশাইয়া একখানি নেকড়া ভিজাইয়া বলিগুলিতে লাগাইলে, বা রক্তস্রাবক অর্শ রোগে ১০ ফোঁটা হামামেলিসের মূল আরোক, ২ কাঁচ্চা পরিস্রাব জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা গুহ্যদ্বারে পিচকারি দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ইহাতে যদি রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তবে টানিক্ আসিড্ (Tannic acid) অথবা পারসাল্‌ফেট্ অব্ অ্যায়রন্ (Persulphate of iron) ১০ গ্রেইন, ২ কাঁচ্চা পরিস্রাব জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা গুহ্য দ্বার দিয়া পিচকারী দিলে রক্ত থামিয়া যায়। যদি বলি গুলি চুলকায়, তবে কাঁচা সোহাগা বা সোহাগার খৈয়ের গুঁড়া ১ ভাগ, ৫ ভাগ বেসিলিনে (Vaseline) মিশাইয়া উহা বলিতে লাগাইলে যন্ত্রণাদির অনেক উপশম হয়। অন্ধ অর্শের বলি গুলি টাটাইলে রোগীকে রাত্রিতে শয়ন করার সময় এক গামলা গরম জলে ১৫।২০ মিনিট বসাইয়া রাখিলে অনেক আশু উপকার দর্শে। যদি বলি গুলি পাকিয়া উহাতে পূঁয উৎপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়, তবে ময়দা ও দুগ্ধ বা তিসির পুল্‌টিশ প্রস্তুত করিয়া বলিতে লাগাইবে। রোগীর পক্ষে পাকা ফল, যথা,—পেপে, পেয়ারা, আম, কমলা লেবু, পানিফল বিশেষ উপকারী। যত পরিপাক করিতে পারা যায়, দুধ খাওয়া উচিত। এক বেলা ভাত ও এক বেলা সুজী, আটা বা গোধূমের ভূসির রুটী খাওয়া উচিত। ভাত বা রুটীর সঙ্গে আলু, ডুমুর, থোড়, মোচা, কাঁচকলা, সিম, বেগুন ইত্যাদি দিয়া তরকারী রাঁধিয়া খাওয়া উচিত। কাঁচা মুগের ডাইল, বুটের ডাইল উপকারী। লঙ্কার ঝাল, এবং (কাগজী লেবুর রস ছাড়া) সমুদয় প্রকারের টক দ্রব্যই নিষিদ্ধ। টাট্‌কা গরুর দুধের দধি মন্দ নহে। কিন্তু দধি টক হইলে উপকার না হইয়া অপকার হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। পেটের অসুখ না থাকিলে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে জল খাওয়ার ন্যায় কাঁচা মুগের ডাইল আন্দাজ ২।৪ তোলা ভিজাইয়া উহার সঙ্গে একটু গুড় বা চিনি মিশাইয়া খাইলে কোষ্ঠ পরি-

ক্ষার হয় এবং তদ্দরুণ অর্শের বলির টাটানি ইত্যাদি উপদ্রবের অনেক হ্রাস হয়। ভিজান কাঁচা মুগের ডাইল আমার মতে অর্শ রোগে বিশেষ উপকারী, বা ঠাণ্ডা খাদ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। রোগীর পক্ষে ভারি বোঝা উঠান, যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমে অনেক্ষণ নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া থাকিতে হয় তাহা, নরম তোষকাদিতে শয়ন করা এবং সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া মানসিক পরিশ্রম বিশেষ অপকারী।

গুহ্য বাহির হইয়া পড়া (PROLAPSUS ANI.)

এই রোগকে ইতর ভাষায় হারিস বাহির হইয়া পড়া বলে। ইহাতে গুহ্য দ্বার দিয়া গুহ্য বাহির হইয়া পড়ে। ইহা প্রায় ছোট বালক বালিকা বা বৃদ্ধ বয়সেই সচবাচর অধিক হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বারেব স্বাভাবিক শিথিলতা বা কোমলতা অথবা কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশয় অথবা অর্শবোগ থাকাব দরুণ মল ত্যাগের সময় প্রবলবেগ দেওয়া বা কোঁথপাডাব দরুণই ইহা ঘটিযা থাকে।

চিকিৎসা।

মলত্যাগের পর বহির্গত গুহ্য ভালরূপে ধোয়াইয়া হাতের আঙ্গুল দ্বারা গুহ্য দ্বারের মধ্যে হারিস ঠেলিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। কখন কখন গুহ্যের অনেকটা বাহির হইয়া গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রেব সঙ্কোচনের দরুণ উহা পুনরায় গুহ্য দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারিযা স্ফীত ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। এমতাবস্থায় প্রথমতঃ অত্যন্ত মুলাম সূতার কাপডের নেকড়া বরফের জলে ভিজাইয়া উহা দ্বারা বহির্গত গুহ্যাংশ ভিজাইবে এবং তৎপর উক্ত গুহ্যাংশ গুহ্য দ্বারেব মধ্যে ঠেলিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। গুহ্য এই প্রকাব যথা স্থানে প্রবিষ্ট হওয়ার পর একখানি নেকডা গোলাব ন্যায় করিয়া অন্য এক খানি কাপড়ের নেকড়া লইয়া উহা বন্ধনী (Bandage) দ্বারা গুহ্যদ্বারে লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিয়া রোগীকে ২।৩ দিবস শয়নাবস্থায় রাখিবে। রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক।

রোগী গণ্ডমালা ধতুবিশিষ্ট হইলে; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের

বড় মাথা ও মাথার হাড়ের জোড় খোলা থাকা; উদর কঠিন এবং স্ফীত ও রোগী শিটা বা শীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুধা বা রুচি স্বাভাবিকই থাকে; উদরাময় এবং কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট মলত্যাগ; গুহ্যদ্বার অত্যন্ত চুলকায় বা কুট্ কুট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। কোষ্ঠবদ্ধ বা মল অতি কষ্টে মলদ্বার দিয়া নির্গত হওয়ার দরুণ গুহ্য বাহির হইয়া পড়া; অন্ধ অর্শ এবং বলি গুলি প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় বাহিব হইয়া পড়ে; রোগী সর্ব্বদাই শোকান্বিত থাকে এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ইত্যাদি লক্ষণে ইগ্নেসিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। উদরাময় বা আমাশয়ে মলত্যাগের সময় কোঁথপাড়ার দরুণ গুহ্য বাহির হওয়া; উদর স্ফীত ও কঠিন হয় ইত্যাদি লক্ষণে মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। সর্ব্বদাই কোষ্ঠবদ্ধ; মল লম্বা মোটা কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; অর্শের বলি বেদনাযুক্ত হয়; প্রাতঃকালে লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যাহারা বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে, মদ্য পানে অত্যাচার করে ও অধিক ঔষধ খায় এবং অজীর্ণ রোগাক্রান্ত, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট বেদনাহীন ভেদ; মলত্যাগের সময় ও উহার পর গুহ্য বাহির হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ইহা শিশুগণের গ্রীষ্মকালীয় উদরাময় বা আমাশয়ে গুহ্য বাহির হওয়ার পক্ষে বিশেষ উপকারী। মলত্যাগের সময় গুহ্য বাহির হওয়া, গুহ্যদ্বারে ও গুহ্যের মধ্যে চুলকানি, জ্বালানুভব ও হুলফুটানের ন্যায় অনুভূত হয় ইত্যাদি লক্ষণে সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু অথবা অসুস্থ শুষ্ক ও খশ্খশে চর্ম্ম বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। প্রতিদিন মনোনীত ঔষধের ২।৩ মাত্রা সেব্য।

অন্ত্র বৃদ্ধি,—আত রোগ বা হার্ণিয়া (HERNIA,—RUPTURE.)

উদর প্রাচীরের মধ্য দিয়া উদরস্থ অন্ত্রের কোন অংশ বহির্গত হইয়া স্ফীত হইলে উহাকে অন্ত্র বৃদ্ধি বলে। এই রোগ সকল বয়সে ও সকল শ্রেণীর

লোকের মধ্যেই ঘটিতে পারে। ইহা একটী কঠিন রোগের মধ্যে পরিগণিত। অতএব ইহার চিকিৎসার ভারও কোন এক বিচক্ষণ চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত। তবে অনেক স্থানে হঠাৎ চিকিৎসক পাওয়া যায় না। এরূপাবস্থায় যে পর্য্যন্ত বিচক্ষণ চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া না যায়, নিম্নলিখিত প্রণালীতে রোগীর চিকিৎসা করা উচিত।

অনেক প্রকার অন্ত্র বৃদ্ধি হইতে পারে। তন্মধ্যে (১) নাভি সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি বা আম্বিলিকেল্ হার্ণিয়া (Umbilical Hernia); (২) কুঁচ্কি সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি বা ইঙ্গুইনেল্ হার্ণিয়া (Inguinal Hernia); (৩) ফিমারেল অন্ত্র বৃদ্ধি (Femoral Hernia); (৪) অণ্ডকোষ সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি বা স্ক্রোটেল্ হার্ণিয়া (Scrotal Hernia), এই চারি প্রকারই প্রধান বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) নাভি সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি। নাভি প্রদেশেই ইহা ঘটিয়া থাকে এবং নব প্রসূত শিশুগণের ভূমিষ্ট হওয়াব অব্যবহিত পরই ইহা সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রী লোক অনেক সন্তান প্রসব করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও এই প্রকার অন্ত্র বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। (২) কুঁচ্কি সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি। ইহাতে কুঁচকিব উপরিভাগে উদব প্রাচিরে যে দুইটী ছিদ্র (Abdominal Rings) আছে, উহার মধ্য দিয়া পুপার্ট্স্ লিগেমেণ্টের ঊর্দ্ধভাগ দিয়া অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। (৩) ফিমারেল অন্ত্র বৃদ্ধি। ইহাতে অন্ত্র পুপার্ট্স্ লিগেমেণ্টের নিম্নে ও পশ্চাতে ঘটিয়া থাকে। (৪) অণ্ডকোষ সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি। ইহাতে অণ্ডকোষের সঙ্গে অন্ত্র অণ্ডকোষাধারের মধ্যে প্রবেশ করে। এতদ্ভিন্ন বহির্গত অন্ত্রের অবস্থা অনুসারে অন্ত্র বৃদ্ধি তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা,—হ্রাসোপযোগী অন্ত্র বৃদ্ধি বা রিডুসিবেল্ হার্ণিয়া (Reducible Hernia)। রোগী দাঁড়াইলে ইহাতে অন্ত্রের স্ফীতি বৃদ্ধি হয় বা অল্প নীচে নামিয়া পড়ে এবং রোগী শয়নাবস্থায় থাকিলে অনেক কমিয়া যায় বা একবারেই অনুভূত হয় না। ইহা আহারের পর বা কাশিবার সময় ঠেলিয়া বাহির হওয়ার উপক্রম হয় বা বাহির হইয়া পড়ে এবং ঠেলিয়া উহার স্বস্থানে দেওয়া যায়। (২) হ্রাসানুপযোগী অন্ত্রবৃদ্ধি বা ইরিডিউসিবেল্ হার্ণিয়া (Irreducible Hernia)। ইহাতে বহির্গত অন্ত্র উহার স্বস্থানে ঠেলিয়া দেওয়া যায় না। (৩) সঙ্কোচন বিশিষ্ট অন্ত্র বৃদ্ধি বা ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়া (Strangulated Hernia)। ইহাতে যে ছিদ্র দিয়া অন্ত্র বাহির হয় উহা সঙ্কুচিত হইয়া অন্ত্রস্থিত পদার্থ গুলির অবরোধ এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। রোগী উদরে শূলবেদনার ন্যায়

বেদনা অনুভব করে; পেটে আঁটা বোধ এবং বারম্বার বাহ্যের বেগ হয়; কিন্তু রোগী মলত্যাগ করিতে পারে না। উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর বমন আরম্ভ হইয়া পাকস্থলীস্থ আহার দ্রব্যাদি ও কখন কখন অন্ত্রস্থিত পদার্থ বা মল গুলিও নির্গত হয়। কোন চিকিৎসা ব্যতীত যদি রোগীকে এই অবস্থায় রাখা যায়, তবে আক্রান্ত স্থান প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহা প্রচাপনে বেদনাযুক্ত হয়; একবারে কোষ্ঠবদ্ধ হয়; নাড়ী ক্ষুদ্র ও তারের ন্যায় এবং চঞ্চল; প্রবল জ্বর এবং উদরের সমুদয় অংশেই প্রবল বেদনার উদ্রেক হয় এবং অবশেষে অন্ত্রাদি পচিতে আরম্ভ হইলে বেদনাদি থাকে না এবং এই অবস্থায়ই রোগীর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।

আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ আরাম হয় কি না সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। ডাক্তার বেকার বলেন যে লাইকোপডিয়াম দ্বারা তিনি কুঁচ্কি সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি আরাম করিয়াছেন। দক্ষিণাংশ আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী। নাভি সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধিতে তিনি লক্ষণ বিশেষে নাক্স্ বমিকা এবং ককিউলাস ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ্ বলেন, আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে রুদ্ধ ও সঙ্কোচন বিশিষ্ট অন্ত্র বৃদ্ধি আরাম করা যাইতে পারে। রুদ্ধ অন্ত্র বৃদ্ধিতে ওপিয়াম এবং সঙ্কোচন বিশিষ্ট অন্ত্র বৃদ্ধিতে লক্ষণ বিশেষে একোনাইট্, বেলাডোনা এবং নাক্স্ বমিকা ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বার্লিনস্থ সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাক্তার মেইলাণ্ডার বেলাডোনা ২ বা ৩ ডাঃ, এবং নাক্স্ বমিকা ৩ বা ৬ ডাঃ, বারম্বার পর্য্যায়ক্রমে সেবন করাইয়া অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য না লইয়া ৪ ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কোচন বিশিষ্ট কুঁচ্কি সম্বন্ধীয় অন্ত্রবৃদ্ধি হ্রাস হইতে দেখিয়াছেন। ডাক্তার বাউম্যান বলেন যে, প্লাম্বাম্ সেবনে উক্ত প্রকারের অন্ত্র বৃদ্ধি অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য ব্যতীতও আরাম হয়। ইউরোপ ও আমিরিকাস্থ অন্যান্য চিকিৎসকগণও বলেন যে, শিশুগণের অন্ত্র বৃদ্ধি রোগে নাক্স্ বমিকা, ক্যাল্কেরিয়া এবং সাল্ফার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

আনুষঙ্গিক উপায়। অন্ত্র উহার গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেই আক্রান্ত পার্শ্বের উরু উঠাইয়া রোগীকে চীতভাবে শোয়াইয়া বহির্গত অন্ত্র মৃদু প্রচাপন দ্বারা স্বস্থানে ঠেলিয়া প্রবেশ করাণের চেষ্টা করিবে। যদি

ইহাতে কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, তবে রোগীর পা ও উরুদেশ উপরদিকে এরূপ ভাবে রাখিবে যাহাতে তাহার উরু ও পা মাথার উচ্চতা হইতে অধিক উচ্চ হয়। একজন চিকিৎসক রোগীকে এই ভাবে রাখিয়া অন্য একজন চিকিৎসক বহির্গত অন্ত্র মৃদুভাবে টিপিয়া আস্তে আস্তে উহার স্বস্থানে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই উপায়ে বহির্গত অন্ত্র স্বস্থানে প্রবিষ্ট হইলে রোগীকে কটিবন্ধনী বা ট্রাশ্ (Truss) পরাইয়া অন্ত্র স্বস্থানে রাখিবে। কটিবন্ধনী কোন এক সম্ভ্রান্ত অস্ত্রাদি বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করা উচিত। কটিবন্ধনী পরাইবার সময় রোগীর নিকট একটী বিচক্ষণ অস্ত্র চিকিৎসকের উপস্থিত থাকা আবশ্যক; কারণ, যদি কটিবন্ধনী রোগীর উপযোগী না হয়, তবে উহা দ্বারা বিশেষ অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। রোগীকে দিবা রাত্রি কটিবন্ধনী পরাইয়া রাখিবে। রোগীর চলিয়া বেড়ান, বা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কোন ভারি বস্তু উঠান উচিত নহে; কারণ, উহা দ্বারা অন্ত্র পুনরায় বাহির হইয়া পড়িতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ, কাশি ইত্যাদি অনিষ্টকর। অতএব উহার শীঘ্র শীঘ্র প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। কাঁদিলে শিশুগণের অন্ত্র বৃদ্ধি হয়। অতএব যাহাতে শিশুগণ না কাঁদে তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মৌত্রিক যন্ত্রের অসুখ

(AFFECTIONS OF THE URINARY ORGANS)

মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্,—আল্‌বুমিনুরিয়া

(BRIGHT'S DISEASE OF THE KIDNEYS,—ALBUMINURIA)

ইহাতে মূত্র কোষের বহির্দ্দিকের পদার্থ (Cortical Substance) বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শীত কম্প হইয়াই সচরাচর রোগ আরম্ভ হয় এবং তৎপর জ্বরের উত্তেজনা হইয়া পিপাসা, মুখগহ্বর ও গলার মধ্যে শুষ্কানুভব; মূত্রকোষ প্রদেশে বেদনা ও টাটানি যাহা কখন কখন কুঁচ্‌কি এবং অণ্ডকোষ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; মূত্রাধারের গলার উত্তেজনা হইয়া বারম্বার

মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা; মূত্র লাল অথবা কাল্‌চে ও পরিমাণে অল্প ও কখন কখন রক্তমিশ্রিত মূত্রও নির্গত হয়। ক্ষুধা বা রুচি থাকে না; মাথা ঝিম ঝিম করে এবং উহাতে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা অনুভূত হয়। এই বেদনাদি শয়ন করিয়া থাকিলেই অধিক অনুভূত হয়। এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাওয়ার পর শোথের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া মুখ মণ্ডল ও চক্ষুর পাতা শোথের ন্যায় স্ফীত ও টল্‌টলে হয় এবং সমুদয় শরীরেই শোথের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মূত্রে আল্‌বুমিন * দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মূত্রে রক্ত কণা, রক্তের ফাইব্রিন্‌ নামক পদার্থ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তরুণ অবস্থায় সুচিকিৎসা হয়, তবে রোগ সম্পূর্ণ রূপে আরাম হইতে পারে। কুচিকিৎসায়ই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে উহা আরাম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। রোগ যে অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ এবং উপসর্গ অনুসারে রোগ কএক মাস হইতে কএক বৎসর পর্য্যন্তও অবস্থিতি করিতে পারে। আল্‌বুমিনুরিয়া রোগ সবিরাম (Intermittent) হইতে পারে। মেলেরিয়ার বিষ শরীরে থাকিলে এরূপ ঘটিয়া থাকে। আবার ডাক্তার কোয়েইন্‌ (Dr. Quain) বলেন যে, যে সকল যুবার হস্ত মৈথুনের অভ্যাস থাকে তাহাদিগের মূত্রেও এরূপ আল্‌বুমিন্‌ থাকে।

পূর্ব্ব কালের নিদান তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ আল্‌বুমিনুরিয়া এবং মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ (Bright's Disease) এই দুইকে এক রোগ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। আজ কালকার নিদান তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ উহাকে দুইটী স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া অনুমান ও উল্লেখ করিয়া থাকেন। ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ বলিলে মূত্র কোষের কোন কোন বিকৃতাবস্থা বুঝায় তাহা লইয়া আজ কাল নিদান তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। উক্ত তর্ক বিতর্ক পাঠ করিয়া আমরা মোটামোটী এই বুঝিতে পাই যে মূত্রকোষের যে প্রকার যান্ত্রিক অসুখে মূত্রে আল্‌বুমিন্‌ থাকে এবং রোগীর শোথ হয় তাহাকেই ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ বলে। আবার উক্ত লক্ষণ গুলি সকল রোগীর বর্ত্তমান নাও থাকিতে পারে। ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ আদৌ দুই প্রকারে বিভক্ত। (১) তরুণ

---

* মূত্রে আল্‌বুমিন্‌ (Albumin) পরীক্ষা ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বা একিউট্‌ ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ (Acute Bright's Disease); (২) পুরাতন বা ক্রনিক্‌ ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ (Chronic Bright's Disase)।

(১) অধিকাংশ রোগীর আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনার (Scarlatina) সঙ্গে তরুণ ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ থাকে। অথবা গায় হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শরীর ভিজিয়া বা গায় আর্দ্র বাতাস লাগিয়া এই প্রকারের রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর অথবা হাম জ্বর, মোহক জ্বর বা টাইফাস্‌ বা টাইফয়েড্‌ ফিবার, বসন্ত, ডিপ্‌থিরিয়া, তরুণ সন্ধিবাত রোগ; ওলাউঠার পতনাবস্থা; মেলেরিয়া জনিত পালাজ্বর, গর্ভাবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গেও তরুণ ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ হইতে পারে। অনেক সময় পুড়িয়া যাওয়া, চর্ম্মের প্রদাহ অথবা খোঁস পাঁচড়ার দরুণও ইহা ঘটিতে পারে। অল্প বয়স, পুংলিঙ্গ, পারিবারিক ধাতু, চর্ম্ম অপরিষ্কারে থাকা, মদ্যপানে অত্যাচার, কাজ কর্ম্মের অনুরোধে গায় হিম ঠাণ্ডা লাগা বা জলে ভিজা ইত্যাদি তরুণ ব্রাইটস্‌ ডিজিজের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া অনুমিত। কোন কোন রোগীর এই রোগ সম্ভবতঃ পুরাতন আকারে বর্ত্তমান থাকে, অথচ উহার কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত কোন উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই রোগের তরুণ আক্রমণ আরম্ভ হয়।

তরুণ ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজের প্রারম্ভে সচরাচর কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট এবং স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেক সময় শীত বা শীতকম্প, সার্ব্বাঙ্গিক বেদনা, শিরঃপীড়া, বমনোদ্বেগ বা প্রবল বমন হইয়া রোগ আরম্ভ হয়। আবার কোন কোন রোগীর প্রথম হইতে শোথের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন রোগীর ইউরিমিয়া (Urœmia) নামক অসুখের লক্ষণ গুলি প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। রোগ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে মূত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়; অধিক বা কম পরিমাণে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ হয় এবং অনেক সময় সিরাস্‌ ক্যাবিটিতে (Serous Cavities) জলীয় পদার্থের সঞ্চার হয় এবং যন্ত্রাদির শোথ হয়; রোগী অত্যন্ত শিটা হয়, চর্ম্ম টল্‌টলে, স্ফীত এবং শুষ্ক হয়; ইউরিমিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; সিরাস্‌ প্রদাহ (Serous Inflammation), হৃদন্তাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Endocarditis), ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ (Pneumonia), বায়ু উপনল প্রদাহ (Bronchitis) এবং জ্বর হয়। সচরাচর মূত্র কোষ প্রদেশে একপ্রকারের ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা অনুভূত হয় এবং

উক্ত প্রদেশে চাপ দিলে বেদনার উদ্রেক হয়। অনেক রোগী বারম্বার মূত্র ত্যাগ করে, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যদিচ মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং কখন কখন একবারে মূত্রাবরোধ ও হয়। এই সময়ে মূত্রের রঙ্গ কতকটা কাল্‌চে হয়। অতিরিক্ত রঙ্গ কারক পদার্থ (Pigment) থাকার দরুণই মূত্রের রঙ্গ এরূপ হয়। মূত্রে রক্ত থাকার দরুণ মূত্র ধূমের ন্যায়, কটাবর্ণ বা কাল্‌চে লাল বর্ণ হয়। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) অত্যন্ত অধিক হয় (১০২৫, ১০৩০, ১০৪০) ও ততোধিক হইয়া থাকে। প্রতিক্রিয়াতে মূত্র প্রায়ই অম্ল হয় (Reaction Acid)। মূত্রের গন্ধ অনেকটা মাংসাদি ধোয়া জলের গন্ধের ন্যায় হয়; মূত্রের নীচে ঘোলাটিয়া কটাবর্ণের তলানি পড়ে এবং মূত্রে ইউরেট্‌স্ (Urates) থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা মূত্রে প্রচুর আলবুমিন্ পাওয়া যায় এবং মূত্র সিদ্ধ করিলে বা জ্বাল দিলে প্রায় ঘণ হইয়া যায়। ইউরিয়া এবং ইন্‌-অর্গানিক্ সল্‌ট্‌স্ পরিমাণে অত্যন্ত কমিয়া যায়, কিন্তু ইউরিক্ আসিডের পরিমাণ প্রায় স্বাভাবিকই থাকে। অনুবিক্ষণ দ্বারা মূত্র পরীক্ষা করিলে মূত্রে রক্তের লাল কণা, মূত্রকোষের এপিথেলিয়াল্ সেল্‌স্; রেনেল্ কাস্‌ট্‌স (Renal casts) ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তরুণ ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ অনেক রোগীর এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় যে, কএক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মুখাকৃতি বিকৃত হয় এবং তাহাকে চিনিতে পারা যায় না। বক্ষ শোথ (Hydro-thorax), উদরী (Ascites) এবং ফুস্‌ফুসের শোথ প্রায় সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন ইডিমা গ্লটাইডিস্ (Œdema Glottidis) সাংঘাতিক এবং ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়। রোগী তাহার শরীরে ভারি বোধ করে। তাহার শিরঃপীড়া হয় এবং ইউরিমিয়ার লক্ষণাদি যখন তখনই প্রকাশ পাইতে পারে। প্রদাহ জনিত অসুখের আশঙ্কা সর্ব্বদাই থাকে। প্রদাহ জনিত উপসর্গের মধ্যে হৃদাহ্বাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis), ফুস্‌ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy), অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis), হৃদন্তাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Endocarditis), বায়ু উপনল প্রদাহ (Bronchitis), ফুস্‌ফুস প্রদাহ (Pneumonia) ইত্যাদিই বিশেষ ভয়ানক। ইহাতে জ্বর অনেক সময় অত্যন্ত প্রবল হয়, নাড়ী পূর্ণ এবং কঠিন হয় এবং ক্ষুধা বা রুচি একবারেই থাকে না, পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হয় এবং সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। তরুণ আকারের ব্রাইট্‌স ডিজিজ্ অতি শীঘ্র শীঘ্র বা আস্তে আস্তে আরাম হইতে পারে। শোথ সারিয়া যাওয়া, জ্বর না থাকা এবং চর্ম্মের স্বাভাবিক

অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া ; মূত্র পরিমাণে অধিক ও পরিষ্কার হওয়া এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) কমিয়া যাওয়া, মূত্রে রক্ত, আল্‌বুমিন্‌ এবং কাষ্ট্‌স্‌ না থাকা ইত্যাদি রোগ আরাম হওয়ার কতকগুলি প্রধান লক্ষণ বলিয়া অনুমিত। সচরাচর মূত্র হইতে আল্‌বুমিন দূরীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই শোথ দূরীভূত হয়। এবং আল্‌বুমিন অনেককাল বর্ত্তমান থাকিতে পারে। অনেক সময় তরুণ আকারের রোগ পুরাতন আকারে পরিণত হইয়া থাকে। শোথ, বিশেষতঃ গ্লটিশের শোথ (Œdema of the Glottis), ফুস্ফুস প্রদাহ, বায়ু উপনল প্রদাহ, ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ, ইউরিমিয়া, শোথাক্রান্ত স্থানের ইরিসিপেলাস এবং তদ্দরুণ পচিয়া যাওয়ার দরুণই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

উপরে যে সকল লক্ষণের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা স্মরণ থাকিলে এবং মূত্র পরিক্ষার ফল দেখিতে পারিলে, রোগ নির্ণয় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। যদি রোগ আস্তে আস্তে গুপ্ত ভাবে প্রকাশ পায় এবং ইউরিমিয়ার লক্ষণ লইয়া প্রকাশ পায়, তবে রোগ নির্ণয় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। অনেক সময় পুরাতন আকারের রোগ কোন প্রকার উদ্দী-পক কারণে তরুণ আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বিষয়টী চিকিৎসকের স্মরণ থাকা আবশ্যক। এমতাবস্থায় চিকিৎসকের দেখা উচিত যে, রোগ তরুণ, কিম্বা উহা পুরাতন আকারের রোগের এক তরুণ আক্রমণ বিশেষ। রোগের পৌর্ব্বিক ইতিবৃত্ত লইলেই এই বিষয়টী জানিতে পারা যাইতে পারে। যদি মূত্রের সঙ্গে অধিক পরিমাণে রক্ত বা মূত্র কোষের এপিথেলিয়াম্‌ নির্গত হয় এবং উহাতে যদি অধিক অপকৃষ্টতার চিহ্ন দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে সম্ভবতঃ রোগ অল্প কালের এবং তরুণ আকারের, ইহাই স্থির করিতে হইবে।

ধরিতে গেলে মূত্র কোষের যে কোন যান্ত্রিক রোগই হউক না কেন, উহা প্রায়ই সাংঘাতিক হইবে এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে, বিশেষতঃ রোগ যদি সমুদয় যন্ত্রে বিস্তৃত হয়। উভয় মূত্র কোষ আক্রান্ত হইলে রোগ আরো অধিক কঠিন ও সাংঘাতিক হওয়ার সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, এই রোগা-ক্রান্ত অনেক রোগীকেই সম্পূর্ণ রূপে আরাম হইতে দেখা যায়। কিন্তু রোগ অনেক সময় পুরাতন আকার ধারণ করিয়া থাকে। অতএব রোগের ভাবি ফল সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অনেক দিন ধরিয়া মূত্র বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। উপরে রোগের যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা

গিয়াছে তাহা দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি মূত্রে আল্‌বুমিন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক পদার্থ গুলি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া আইসে এবং মূত্র যদি স্বাভাবিক হইতে থাকে,তবে রোগ আরাম হইবে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যদি কতক দিন পর্য্যন্ত মূত্রে সামান্য পরিমাণ আল্‌বুমিন্ এবং কতক কাষ্ট্‌স্ থাকে তবেও রোগ আরাম হইবে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি অনেক দিন ধরিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে আল্‌বুমিন্ মূত্রের সঙ্গে নির্গত হইতে থাকে, তবে রোগ সাংঘাতিক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। যদি মূত্র পরিমাণে অল্প হয় এবং মূত্রে অধিক পরিমাণে আল্‌বুমিন, রক্ত এবং কাষ্ট্‌স্ থাকে, তবে রোগ সাংঘাতিক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইউরিমিয়া, গ্লটিস্ বা ফুস্ফুসের শোথ; প্লুরা বা হৃদাচ্ছাবরক ঝিল্লীর মধ্যে দূষিত জলীয পদার্থ সঞ্চিত হওয়া; শোথাক্রান্ত স্থানের ইরিসিপেলাস এবং তদ্দরুণ উক্ত স্থান পচিয়া গ্যাংরিণ হওয়া এবং অন্যান্য প্রবল তরুণ আকারের প্রদাহ জনিত অসুখ প্রকাশ পাইলে রোগীর প্রাণ রক্ষা পাওয়া ভার।

(২) পুরাতন আকারের বা ক্রনিক ব্রাইট্‌স্ ডিজিজের (Chronic Bright's Disease) নিদান, প্রকার ভেদ ও কারণ লইয়া নিদান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। উক্ত তর্ক বিতর্ক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ রূপে কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে উহা দ্বারা আমরা মোটামোটী রোগের কারণাদিকে নিম্ন লিখিত কএক প্রকারে বিভক্ত করিতে পারি। যথা,—(১) তরুণ বা কতক পরিমাণে পুরাতন ব্রাইট্‌স্ ডিজিজের বারম্বার আক্রমণ; (২) বারম্বার বা অনবরত গায় হিম ঠাণ্ডা লাগান বা জল বৃষ্টিতে ভিজা; উষ্ণ স্থান হইতে হঠাৎ শীতল স্থানে যাওয়া: (৩) মদ্য, বিশেষতঃ উগ্র মদ্য পান; (৪) ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট, উপদংশ বা গরমীর ব্যারাম, গণ্ডমালা বা যক্ষ্মাকাশাদি স্ফোটক বিশিষ্ট রোগ, সীসা দ্বারা বিষাক্ত হইয়া পুরাতন আকারের রোগ, চর্ব্বি বিশিষ্ট ধাতু ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ হইতে পারে; (৫) মূত্রকোষের পেল্‌বিস্ নামক অংশের, মূত্রাধার, মূত্রনালী, অথবা প্রষ্টেট্ গ্লাণ্ডের পুরাতন আকারের অসুখের পরও এই রোগ হইতে পারে; (৬) স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায়ও এই রোগ হইতে পারে; (৭) অনেক কাল ধরিয়া অজীর্ণ রোগ ভোগ করিলেও সম্ভবতঃ এই রোগ হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষজাতি এই রোগ দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থা ও বৃদ্ধা-

বস্থা অপেক্ষা যুবাবস্থায় এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। যে সকল লোক কাজ কর্ম্মের অনুরোধে গায় হিম ঠাণ্ডা লাগায়, জল বৃষ্টিতে ভিজে, অত্যন্ত উষ্ণ স্থান হইতে অত্যন্ত শীতল স্থানে ও অত্যন্ত শীতল স্থান হইতে অত্যন্ত উষ্ণ স্থানে হঠাৎ যাইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যেই এই রোগ সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায়। উগ্র মদ্যপানে অত্যাচারও এই রোগের একটী বিশেষ উদ্দীপক কারণ বলিয়া অনুমিত। যাহারা সর্ব্বদা মদ্যপানে অত্যাচার করে, সর্ব্বদা রৌদ্র,হিম ঠাণ্ডা গায় লাগায় এবং শরীর অপরিষ্কৃতাবস্থায় রাখে, তাহা-দিগের মধ্যেই এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়।

পুরাতন আকারের ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজের লক্ষণ। মূত্রে আল্‌বুমিন, কাষ্ট্‌স্‌, রক্ত, মূত্রকোষের এপিথেলিয়াম থাকে, মূত্রের সঙ্গে ইউ-রিয়া এবং মূত্রের অন্যান্য রকমের স্বাভাবিক উপাদান গুলি কম পরিমাণে নির্গত হয়; বারম্বার মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ রাত্রিতে; শরীরের নানা স্থানে শোথের ন্যায় স্ফীতি, যাহা এক স্থানে সর্ব্বদা থাকে না এবং অনেক দিন থাকে না, চর্ম্ম সর্ব্বদা শুষ্ক, খশ্‌খশে এবং আব্‌ড়্‌ খাব্‌ড়্‌ থাকে; রক্তে জলীয় পদার্থের সঞ্চার হইয়া উহাতে আলবুমিন্‌ এবং লাল কণা থাকে না এবং তজ্জন্য রোগীর মুখাকৃতি বা চর্ম্ম শিটা বা ফিকা হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর হয় এবং যে সকল পদার্থ রক্ত হইতে মূত্র দিয়া নির্গত হওয়ার কথা, তাহা রক্তের মধ্যে মিশ্রিত হইয়া থাকে। কখন কখন মূত্রকোষ প্রদেশের উপর অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি অনুভূত হয়। শিরঃপীড়া এবং মাথাঘোরা প্রায়ই থাকে এবং ইউরিমিয়ার লক্ষণাদি যখন তখনই প্রকাশ পাইতে পারে। হৃদন্তাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Endocarditis), বায়ু উপনল প্রদাহ (Bronchitis), ফুস্‌ফুস প্রদাহ (Pneumonia) ইত্যাদি উপসর্গ গুলিও প্রকাশ পাইতে পারে। ক্ষুধা ও রুচি শূন্যতা, বমনোদ্বেগ বা বমন, উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার, কখন কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কখন বা উদরাময় হয় ইত্যাদি অজীর্ণের লক্ষণ গুলি প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। যক্ষ্মাকাশ, হৃৎপিণ্ডের অসুখ, রক্তবহা ধমনী বা শিরার অসুখ, যকৃতের অসুখও অনেক রোগীর দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রকারের ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজে সংন্যাশ রোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় পুরাতন আকারের ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ তরুণ রোগের এক ফল মাত্র। অধিকাংশ রোগীরই রোগ অতি আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয় এবং গুপ্ত ভাবে থাকিয়া ইউরিমিয়ার উগ্র লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আবার কোন কোন রোগীর মূত্রে কেবল আল্‌বুমিন্ থাকে এবং সামান্য শোথ হয়। রোগ কখন বৃদ্ধি পায় এবং কখন কমিয়া যায়, যাহার কারণ আমরা অনেক সময় টের পাই না। রোগ অল্প কএক দিন হইতে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে পারে। ইউরিমিয়া, ফুস্ফুস প্রদাহ, শোথ, শোথাক্রান্ত স্থানে ইরিসিপেলাস হইয়া পচিয়া যাইয়া গ্যাংগ্রিণ্ বা সংন্যাশ রোগ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। অনেক রোগীর বলক্ষয়, অবসন্নতার (Asthenia) দরুণ মৃত্যু হইতে পারে। আবার কোন কোন রোগীর যক্ষাকাশ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিলেও রোগ আরাম হইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত বলেন যে, এই প্রকার রোগে অনেকের দৃষ্টিহীনতা এবং চক্ষুর অন্যান্য রোগও হইতে পারে।

উক্ত দুই প্রকারের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ ব্যতীতও চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ রোগটিকে আরো কএক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা; (১) লার্জ্জ্, হোয়াইট্, স্মুথ্ কিড্‌নী (Large, White, Smooth kidney)। ইহাকে ক্রনিক প্যারেঙ্কাইমেটাস্, ডিস্‌কোয়েমেটিব্ বা টিউবেল্ নেফ্রাইটীস্ (Chronic Parenchymatous, Desquamative or Tubal—Nephritis) ও বলে। (২) গ্রানুলার, কণ্ট্রেক্টেড্, বা সিরোটিক্ কিড্‌নী (Granular, Contracted or Cirrhotic kidney)। ইহাকে ক্রনিক ইণ্টারষ্টিসিয়াল্ নেফ্রাইটিস্ (Chronic Interstitial Nephritis) ও বলে। (৩) ফ্যাটি কিড্‌নী (Fatty kidney); (৪) লার্ডেসিয়াস্ বা আল্‌বুমিনয়েড্ কিড্‌নী (Lardaceous or Albuminoid kidney)। (৫) মিশ্র প্রকারের রোগ (Mixed forms)। ইহাতে একাধিক রকমের রোগের লক্ষণাদি একত্রিত হইয়া প্রকাশ পায়।

কারণ ও নিদান। (Ætiology and Pathology)। এই স্থানে মূত্রে দুই প্রকারের আল্‌বুমিনের বিষয় উল্লেখ করা হইবে। যথা, এগ্ আলবুমিন্ (Egg Albumin) এবং সিরাম্ আলবুমিন্ (Serum Albunmin)। যদি এগ্ আলবুমিন্ রক্তে বর্ত্তমান থাকে, তবে উহা মূত্র কোষের রক্তবহা নালী দিয়া স্বাভাবিক অবস্থায়ই নির্গত হয়। সুস্থাবস্থায় মূত্রকোষে সিরাম আল্‌বুমিনের সৃষ্টি হয় না এবং মূত্রে মিশ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে মূত্রকোষের রক্ত সঞ্চালন বা মূত্রকোষের নির্ম্মাণের মধ্যে ইহার কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দৃষ্টতঃ সুস্থ শরীরেও আল্‌মিনুরিয়া (Albuminuria) দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার রোগকে ফিজিয়োলোজিকেল্ বা ফাংশনেল্ আল্-

মিনুরিয়া (Physiological or Functional Albuminuria) বলে। আবার অধিক পরিমাণে ডিম্ব খাওয়া; লবণ না খাওয়া এবং কখন কখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলে স্নান দ্বারাও রোগোৎপন্ন হইতে পারে। রক্ত অথবা রক্ত যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা, কাইল্‌ (Chyle) বা লিম্ফ্‌ (Lymph) ইত্যাদি ফেণবৎ পদার্থ, পূঁয অথবা শুক্র ইত্যাদি মূত্রে মিশ্রিত হওয়া, মূত্র কোষের শিরা সম্বন্ধীয় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (Venous Congestion of the Kidneys), বিশেষতঃ যে প্রকার রক্তাবরোধ হৃৎপিণ্ডের অসুখে, ফুস্ফুসের তরুণ বা পুরাতন আকারের অসুখ, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মায়, অথবা গর্ভাবস্থায় জরায়ু বা কোন প্রকারের আব বা টিউমারের চাপ মূত্রকোষের শিরা বা ইন্‌ফিরিয়ার বিনা কেবাতে (Inferior Vena Cava) পড়িয়া আল্‌বুমিনুরিয়া হইতে পারে। তরুণ জ্বর, প্রদাহ জনিত রোগ, স্ফোটক রোগ, ওলাউঠা, ডিপ্‌থিরিয়া, পাইমিয়া, পালাজ্বর বা এগু, ফুস্ফুস প্রদাহ, মস্তিষ্ক ঝিল্লী প্রদাহ বা সিরাস ইন্‌ফ্লামেশন্‌স্‌ (Serous Inflammations), বাতজ্বর, যক্ষ্মাকাশাদি ধাতুগত ও পুরাতন রোগের সঙ্গে জ্বর থাকিলে মূত্রে আল্‌বুমিন হয়। পার্পুরা, স্কার্ব্বি, মেলেরিয়া, গাউট, রক্তাল্পতা (Anœmia), বহুমূত্র, লিউকিমিয়া (Leucœmia), গরমির ব্যারাম, কামল রোগ (Jaundice) ইত্যাদি যে সকল রোগে সমুদয় শরীর বা রক্ত অসুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাতে মূত্রে আলবুমিন্‌ হইয়া থাকে; গর্ভাবস্থায় মূত্রে আলবুমিন্‌ হয়। একিউট্‌ ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ (Acute Bright's Disease), পুরাতন আকারের ব্রাইট্‌স ডিজিজ্‌ (Chronic Bright's Disease) ইত্যাদি মূত্র কোষের নানা প্রকার রোগে মূত্রে আলবুমিন হইতে পারে। ইউরিটার্স্‌ (Ureters) নামক মূত্র নিঃসারক নালীর ক্ষণিক অবরোধ; সীসা, পারা, ফক্ষরাস ইত্যাদি দ্বারা বিষাক্ত হইলেও আল্‌বুমিনুরিয়া হইতে পারে। যে সকল স্নায়বিক অসুখে মূত্রকোষের রক্তবহা নালী আক্রান্ত হয় তাহাতেও মূত্রে আল্‌বুমিন্‌ থাকিতে পারে। ইহাকে নিউরোটিক আল্‌বুমিনুরিয়া (Neurotic Albuminuria) বলে। গায় হিম ঠাণ্ডা লাগা, মানসিক বিকার, মাথায় চোট পাওয়া এবং সংন্যাশ রোগ (Apoplexy), আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌শন্‌স্‌ (Convulsions), মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার, বা এক্স্‌ অপ্‌থাল্‌মিক্‌ গয়টার ইত্যাদি কতকগুলি স্নায়বিক রোগে আল্‌বুমিনুরিয়া হইতে পারে। অজীর্ণ রোগ (Dyspepsia) বা যকৃতের অসুখের দরুণও আল্‌বুমিনুরিয়া হইতে পারে। উহাকে ডাইজেষ্টিব্‌ এবং হেপেটিক্‌ আল্‌বুমিনুরিয়া (Digestive and Hepatic Albuminuria) বলে।

এতদ্ভিন্ন গায় হিম, ঠাণ্ডা লাগা, বা জল বৃষ্টিতে সর্ব্বদা ভিজা; মূত্র সরল ভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য ক্যান্থারাইডিস্, ব্যাল্‌শ্যাম্ কিউবেব্‌স্ এবং তার্পিন তৈল ইত্যাদি ঔষধের অপব্যবহার; মদ্যপানে অত্যাচার; অনাহার; ইরিসিপেলাস্ রোগের বিষ ইত্যাদিও আল্‌বুমিনুরিয়ার কারণ বলিয়া অনুমিত। অনেক দিন ব্যাপিয়া শরীরের কোন স্থানে পুঁয সম্বলিত ঘা এবং অস্থির ক্ষয়ও এই রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

এই রোগের চিকিৎসার ভার কোন একটী বিচক্ষণ বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত। যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারের চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রণালীতে চিকিৎসা করা উচিত।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। শীত কম্প ও জ্বর; শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ; পিপাসা ও স্নায়বিক উত্তেজনা বা অস্থিরতা; মূত্র কাল্‌চে ও পরিমাণে অল্প এবং মূত্রকোষে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ। যদি শীতল শুষ্ক বাতাস লাগিয়া রোগোৎপন্ন হয়, তবে এই ঔষধ ভারো উপকারী।

ক্যান্থারিস ৩ বা ৬ ডাঃ। মূত্রকোষে জ্বালাযুক্ত বেদনা যাহা মূত্র নিঃসারক নালী (Ureters) হইয়া মূত্রাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একবারে কএক ফোঁটার অধিক মূত্র নির্গত হয় না এবং কখন কখন মূত্রে রক্তও বর্ত্তমান থাকে; অল্প পরিমাণে কাল্‌চে মূত্রত্যাগ ও মূত্রাধারে জ্বালানুভব ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা। মূত্রে কখন কখন ইপিথিলিয়াল্ কোষ (Epithelial Cells) এবং নলের ন্যায় কাষ্টও (Cylindrical Casts) বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

হিপার সাল্‌ফিউরিস ৬ ডাঃ। মূত্রকোষ প্রদেশে দপ্‌দপানি, কোমরে ভারবোধ; কাল্‌চে লালবর্ণ বা রক্ত মিশ্রিত মূত্রত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখমণ্ডল ও হাত পায়ের পাতা স্ফীত; চাপ দিলে অথবা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া দাঁড়াইলে মূত্রকোষ প্রদেশে বেদনা বা টাটানি; স্মরণ শক্তির হ্রাস; শিরঃপীড়া; মাথা ঘোরা;

বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে অতি কষ্টে সামান্য পরিমাণ লাল মূত্র নির্গত হয়, কখন কখন মূত্র দুগ্ধবৎ শাদা হয় এবং উহাতে আল্‌বুমিন থাকে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। আরক্ত জ্বরের পর আল্‌বুমিনুরিয়া হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মৃত্যুভয়, অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা; শরীর কম্পন ও অত্যন্ত বলক্ষয়, কপালে প্রবল বেদনা বা টন্‌টনানি; মুখ মণ্ডলের শোথের ন্যায় স্ফীতি; জিহ্বার পার্শ্ব লালবর্ণ এবং দাঁত দ্বারা চাপিলে উহাতে দাঁতের দাগ পড়ে; নিশ্বাস প্রশ্বাস বা হাঁচি দেওয়ার সময় মূত্রকোষ প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মূত্র কাল্‌চে কটাবর্ণ, আল্‌বুমিন্‌ মিশ্রিত ও পরিমাণে অল্প; অত্যন্ত পিপাসা; কিন্তু রোগী বারম্বার অতি অল্প পরিমাণে জলপান করে; রোগী অত্যন্ত মলিন বা শিটা হয়; সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

লাইকোপডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা যাহা মূত্রকোষ হইতে আরম্ভ হইয়া মূত্রনিঃসারক নালী দিয়া মূত্রাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানী পড়ে; মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত ভয়ানক বেদনা, মূত্র নির্গত হইতে আরম্ভ হইলেই যাহার আস্তে আস্তে উপশম হয়; সামান্য পরিমাণে আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইলেই রোগী মনে করে যেন তাহার পেট গলা সমান ভরিয়াছে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ফস্ফরাস্‌ ৬ বা ১২ ডাঃ। আল্‌বুমিনুরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ফুস্ফুস প্রদাহ, বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক রোগ বা অস্থিতে ক্ষত ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা, মুখ মণ্ডল ও কপালের চর্ম্মে কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হওয়া; চক্ষুর নিম্ন প্রদেশের স্ফীতি; রোগী চক্ষে ভাল দেখিতে পায় না; মূত্রে আল্‌বুমিন্‌ থাকে; পেটে খালি বোধ; কোষ্ঠবদ্ধ বা মল কঠিন সরু নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বলকায় বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

রাস্‌ টক্স্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। মূত্রকোষ প্রদেশে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মূত্রে বরফের ন্যায় শাদা তলানী পড়ে; সমুদয় শরী-